ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-312 ■ 22 August, 2025 ■ আগরতলা ২২ আগষ্ট, ২০২৫ ইং ■ ৫ ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

এশিয়ার দ্বৈত ইঞ্জিন ভারত-চিন

ট্রাম্পের শুল্ক নীতির বিরুদ্ধে দিল্লির পাশে বেইজিং

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট ।। যুক্তরাষ্ট্রকে 'ধামকাবাজ' আখ্যা দিয়ে ভারতের পাশে থাকার বার্তা দিলেন ভারতে নিযুক্ত চীনা রাষ্ট্রদূত সু ফেইহোং। তিনি জানান, মুক্ত বাণিজ্য থেকে দীর্ঘদিন লাভবান হওয়ার পরও যুক্তরাষ্ট্র এখন শুল্ককে 'বার্গেনিং চিপ' হিসেবে ব্যবহার করছে, যা চীন দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে।

এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ভারতের ওপর ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করেছে। চীন এর ঘোর বিরোধিতা করে। এই ধরণের আচরণের মুখে নীরবতা কেবলমাত্র ধামকাবাজকে উৎসাহিত করে। চীন দৃঢ়ভাবে ভারতের পাশে থাকবে। রাষ্ট্রদূত সু ফেইহোং আরও জানান, ভারত ও চীন এশিয়ার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির 'ডাবল ইঞ্জিন'। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সহযোগিতা আরও শক্তিশালী হলে উভয়েরই উন্নতি সম্ভব।

তিনি বলেন, আমরা আরও বেশি ভারতীয় পণ্য চীনা বাজারে স্বাগত জানাবো। ভারতের আইটি, সফটওয়্যার ও বায়োমেডিসিন খাতে রয়েছে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা, আর চীন এগিয়ে চলেছে ইলেকট্রনিক উৎপাদন, পরিকাঠামো নির্মাণ ও নবজ্বালানি ক্ষেত্রে। এই দুই অর্থনীতি সংযুক্ত হলে, 'এক যোগ এক দুইয়ের চেয়েও বেশি' ফল দেবে।" তিনি আরও জানান, চীনের বাজারে ভারতীয় বিনিয়োগ স্বাগত এবং একইসঙ্গে ভারতেও চীনা ব্যবসার জন্য একটি "ন্যায়সঙ্গত, নিরপেক্ষ ও বৈষম্যহীন ব্যবসায়িক পরিবেশ" প্রত্যাশা করে বেইজিং। চীন ভারতীয় সংস্থাগুলোর চীনে আরও বিনিয়োগ দেখতে চায়। একইসঙ্গে, ভারতেও যেন চীনা ব্যবসাগুলোর জন্য সুষ্ঠু ও ন্যায্য পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়, এটাই আমাদের প্রত্যাশা। এতে উভয় দেশের জনগণ উপকৃত হবে, বলেন তিনি।

এই মন্তব্যগুলি এমন সময়ে এল, যখন যুক্তরাষ্ট্র ভারতের কিছু নির্বাচিত পণ্যের ওপর প্রায় ৫০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করেছে। এর মধ্যে ২৫ শতাংশ সাধারণ শুল্ক এবং রাশিয়া থেকে তেল আমদানির কারণে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ জরিমানা শুল্ক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের দাবি, রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল আমদানি করে ভারত রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের জন্য অর্থ জোগাচ্ছে। এই অতিরিক্ত শুল্ক ২৭ আগস্ট থেকে কার্যকর হবে বলে জানানো হয়েছে। চীন স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে, এই শুল্ক নীতির বিরুদ্ধে তারা ভারতের পাশে থাকবে এবং যৌথভাবে বহুপাক্ষিক বাণিজ্য ব্যবস্থার পক্ষে অবস্থান নেবে।

নিম্নমানের নির্মাণ!

চার মাসের মাথায় ভেঙে পড়ল কালভার্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগষ্ট।। আবারও নিম্নমানের নির্মাণের অভিযোগে সরব হয়েছেন রাজ্যের জনগণ। ডুকলি ব্লকের মধুবন রানিরখামার শিবিরটিলা এলাকায় চার মাস আগে নির্মিত একটি কালভার্ট সম্পূর্ণভাবে ভেঙে পড়েছে। এর ফলে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। অভিযোগ, নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে নিম্নমানের সামগ্রী, আর সঠিক নজরদারির অভাবে হয়েছে এই অবস্থা। স্থানীয়দের বক্তব্য, মধুবন ২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের যাতায়াতের একমাত্র রাস্তাটি ছিল ওই কালভার্টের উপর নির্ভরশীল। মাত্র চার মাস আগে সরকারি উদ্যোগে ওই

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বেআইনি কাজে যোগসূত্র

সীমান্ত ডিঙ্গিয়ে এপাড়ে এসে বিএসএফের জালে বিজিবি জওয়ান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগষ্ট।। ইন্দো-বাংলা ত্রিপুরা সীমান্তে পাচার বাণিজ্য এবং পাচারকারীদের সাহায্য করতে গিয়ে বিএসএফের জালে ধরা পড়ল এক বিজিবি-র জওয়ান। সিপাহীজলা জেলায় মধুপুর থানাধীন কামথানা বিওপি-র বিএসএফ জওয়ানরা বিজিবি জওয়ান মহম্মদ মিরাজকে বেআইনিভাবে সীমান্ত ডিঙিয়ে ভারতে প্রবেশের দায়ে আটক করেছে। সূত্রের খবর, ওই জওয়ান ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিজিবি জরুরিভিত্তিতে ফ্ল্যাগ মিটিং-র জন্য বিএসএফের কাছে আর্জি জানিয়েছে। দুই দেশের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর মধ্যে এ-নিয়ে আলোচনা চলছে।

সূত্রের খবর, আজ দুপুর দেড়টা নাগাদ বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় বিজিবির ৬০ নং ব্যাটেলিয়ানের মাদলা বিওপির জওয়ান মহম্মদ সিরাজ সশস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে ইন্দো-বাংলা ত্রিপুরা সীমান্তের জিরো পয়েন্টের প্রায় ১৫০ মিটার ভেতরে প্রবেশ করেন। তাঁকে দেখেই বিএসএফের ৪৯ নং ব্যাটেলিয়ানের কামথানা বিওপি-র জওয়ানরা থামতে নির্দেশ দেন। কিন্তু, ওই বিজিবি জওয়ান বিএসএফের উপস্থিতি ও আদেশ শুনেই বাংলাদেশে পালাতে থাকেন। তবে, বিএসএফ জওয়ানরাও দৌড়ে গিয়ে তাঁকে ভারতের সীমানায় আটক করতে সক্ষম হয়েছেন।

সূত্রের দাবি, সীমান্তে পাচার বাণিজ্য এবং পাচারকারীদের সাহায্যের উদ্দেশ্যেই বিজিবি-র ওই জওয়ান সীমান্ত ডিঙ্গিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। সীমান্তে বিভিন্ন অনৈতিক কার্যকলাপের সাথেও তাঁর যোগসূত্র রয়েছে। কিন্তু, বিএসএফের কঠোর নজরদারির কারণে তিনি আজ ধরা পড়েছেন।

বিজিবি-র জওয়ানের বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশের ঘটনায় রাজ্য প্রশাসন গভীর চিন্তায় পড়েছে। সীমান্তে এমনিতেই বিএসএফের কঠোর নজরদারি রয়েছে। কিন্তু, আজকের ঘটনায় বিএসএফ আরও কঠোরভাবে নজরদারি চালাবে বলে স্থির করেছে। ত্রিপুরা প্রশাসন ইতিমধ্যে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করেছে।

অ্যাম্বুলেন্সের ধাক্কায় গুরুতর আহত যুবক অবস্থা আশঙ্কাজনক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগষ্ট।। আজ সকালে ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমায় মানিকভান্ডার এলাকায় ঘটে গেল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। একটি অ্যাম্বুলেন্সের ধাক্কায় গুরুতর আহত হয়েছেন অনিমেষ দাস (২৫) নামে এক যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে মানিকভান্ডার হরচন্দ্র স্কুলের সামনে। ওই দুর্ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ অনিমেষ দাস একটি অনলাইন মার্কেটিং কোম্পানির গাড়ি থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিভেদ নয়, অধিকার আদায়ে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান প্রদ্যোতের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগষ্ট।। উত্তর-পূর্বাঞ্চলেরই আরেক রাজ্য নাগাল্যান্ডের উদাহরণ টেনে ত্রিপুরার জনজাতিদের একতা ও অধিকার আদায়ের প্রশ্নে আবারও মুখ খুললেন তিপ্রা মথা দলের প্রতিষ্ঠাতা তথা এমডিসি প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মা। আজ সামাজিক মাধ্যমে তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন, নাগাল্যান্ডের নাগা সম্প্রদায় গত ২৫ বছর ধরে একত্রিত হয়ে নিজেদের অধিকার ও স্বার্থ আদায়ের লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে, তাঁরা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সুবিধা পেতে সক্ষম হচ্ছে। কিন্তু ত্রিপুরায় এখনও জনজাতিরা নিজেদের মধ্যে বিভক্ত এবং একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ব্যস্ত। এই পরিস্থিতিকে দুর্ভাগ্যজনক বলে আক্ষেপ করেন তিনি। প্রদ্যোত বলেন, আমরা যদি নিজেদের মধ্যে লড়াই বন্ধ করে একজোট হই, তাহলে অনেক বেশি শক্তিশালীভাবে আমাদের দাবি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তুলে ধরতে পারি। কারণ, জনজাতি সম্প্রদায়ের উন্নয়ন কোনও একক দলের এজেন্ডা নয়। এটি গোটা জনজাতি গোষ্ঠীর প্রাপ্য।

তিনি আরও বলেন, ২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি তাদের সংকল্প পত্রে জনজাতিদের উন্নয়নের জন্য একাধিক প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল এডিসি এলাকায় জমি হস্তান্তর বিল পাস, সরাসরি অর্থ বরাদ্দ, সংবিধানের ১২৫তম সংশোধনী বাস্তবায়ন প্রভৃতি। এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হলে জনজাতি সম্প্রদায় ব্যাপকভাবে উপকৃত হত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজও সেই প্রতিশ্রুতিগুলি কার্যকর হয়নি। তিনি উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

৬০ লক্ষ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। মতিনগর এলাকা থেকে মঙ্গল মিয়া নামে এক ব্যক্তির বাড়িতে অভিযান চালিয়ে ৬০ লক্ষ টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করল আমতলী থানার পুলিশ। যদিও এই ঘটনায় যুক্ত নেশা কারবারি মঙ্গল মিয়াকে এখনো গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

মতিনগর এলাকা থেকে মঙ্গল মিয়া নামে এক ব্যক্তির বাড়ি থেকে ৪০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করল আমতলী থানার পুলিশ। জানা গেছে গতকাল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জিএসটি সংস্কার

৫ ও ১৮ শতাংশেই সায় মন্ত্রিগোষ্ঠীর

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট ।। পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) হার সংস্কারের লক্ষ্যে গঠিত রাজ্যের মন্ত্রীদের মন্ত্রিগোষ্ঠী কেন্দ্রের প্রস্তাব অনুযায়ী দুটি কর স্তরের কাঠামো ৫ ও ১৮ গ্রহণ করেছে। এর ফলে বর্তমানে প্রচলিত ১২ ও ২৮ কর স্তর বাতিলের পথে এগোচ্ছে সরকার।

এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে নিশ্চিত করে বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী এবং জিএসটি হার সংস্কার মন্ত্রিগোষ্ঠীর আহ্বায়ক সম্রাট চৌধুরী বলেন, কেন্দ্রের উভয় প্রস্তাবই মন্ত্রিগোষ্ঠী গ্রহণ করেছে। তিনি জানান, বৈঠকে ১২ ও ২৮ কর স্তর বাতিলের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয় এবং বেশিরভাগ সদস্যই এতে সম্মতি জানিয়েছেন।

উত্তরপ্রদেশের অর্থমন্ত্রী সুরেশ কুমার খন্না জানিয়েছেন, কেন্দ্রের প্রস্তাবে বিলাসবহুল ও তামাকজাত পণ্যের উপর ৪০ শতাংশ হারে জিএসটি ধার্য্য করার বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য বলেন, বিলাসবহুল পণ্য ও তামাকজাত দ্রব্যে বর্তমানে যে করের হার প্রযোজ্য, তা বজায় রাখতে হলে ৪০ শতাংশ জিএসটি-র উপরে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের প্রয়োজন হতে পারে। তিনি আরও জানান, কেন্দ্রের প্রস্তাবে কর কাঠামোর এই পরিবর্তনে রাজ্য ও কেন্দ্রের সম্ভাব্য রাজস্ব ক্ষতির বিষয়টি স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়নি।

বর্তমানে জিএসটির আওতায় ৫, ১২, ১৮ ও ২৮ এই চারটি কর স্তর চালু রয়েছে। খাদ্যসামগ্রী সাধারণত ০ বা ৫ করের আওতায় পড়ে। অন্যদিকে বিলাসবহুল ও তামাকজাত দ্রব্যে ২৮ কর এবং তার উপরে বিভিন্ন সেস আরোপ করা হয়। ১২ ও ২৮ স্তরের আওতাধীন পণ্য ও পরিষেবাগুলি নতুন কর কাঠামোয় কীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হবে, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা আগামী জিএসটি কাউন্সিল বৈঠকে হবে। সেই বৈঠকে পণ্যভিত্তিকভাবে বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। মন্ত্রিগোষ্ঠী ইতিমধ্যেই জিএসটি আইনে সংশোধনের প্রস্তাব দিয়েছে যাতে সর্বোচ্চ কর হার ৪০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়ানো যায় এবং বিলাসবহুল পণ্য ও তামাকজাত দ্রব্যে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জনকল্যাণ মূলক প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগষ্ট।। জনগণের সার্বিক কল্যাণে রাজ্য সরকারের অঙ্গীকারকে সামনে রেখে গুরুত্বপূর্ণ পর্যালোচনা বৈঠকে পৌরহিত্য করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

এই বৈঠকে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন ও জনকল্যাণমূলক প্রকল্পের অগ্রগতি খতিয়ে দেখা হয়। মুখ্যমন্ত্রী সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির কার্যক্রমের বিস্তারিত পর্যালোচনা করে কোথায় কোথায় ঘাটতি রয়েছে, তা চিহ্নিত করে দ্রুত সমাধানের নির্দেশ দেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রতিটি জেলার জেলাশাসক, উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধি সহ একাধিক বিধায়ক।

এই বৈঠকে রাজ্যের সকল জেলায় চলমান প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি সম্পর্কে পর্যালোচনা করেন তিনি। পাশাপাশি, আরো বেশি করে আনুষাঙ্গিক জনকল্যাণমুখী কাজের সম্পর্কে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে পর্যায়ক্রমে সকল জেলার জেলাশাসক, উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক আধিকারিক, বিধায়কদের নিয়ে আয়োজিত বৈঠকে জোর চর্চা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

বৈঠকে বিভিন্ন জেলাশাসক তাঁদের জেলার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিএমএসের সভায় অনুপস্থিতির জেরে মারধরের অভিযোগ, উত্তপ্ত

ধর্মনগর

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২১ আগষ্ট।। ধর্মনগরের আইএসবিটি প্রাঙ্গণে ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস)-এর একটি সভাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে চরম উত্তেজনা। সভায় উপস্থিত না থাকার অভিযোগে সঞ্জয় নাথ নামে এক ব্যক্তিকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে। বর্তমানে গুরুতর আহত অবস্থায় সঞ্জয় নাথ চিকিৎসাধীন রয়েছেন ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। জানা গেছে, সঞ্জয় নাথ গাড়ি চালানোর কাজে ব্যস্ত থাকায় বিএমএস-এর সভায় যোগ দিতে পারেননি। অভিযোগ, কাজ শেষ করে রাতে বাড়ি ফেরার পথে ধর্মনগরের জোড় কার্লবার্ট এলাকায় কয়েকজন বিএমএস কর্মী তার পথ আটকায় এবং তাকে জোর করে সংগঠনের অফিসের শৌচাগারের সামনে নিয়ে গিয়ে বেধড়ক মারধর করে।

ঘটনার প্রতিবাদে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে স্থানীয় গাড়ি চালকদের একটি অংশ। তাঁরা এদিন ধর্মনগর থানায় গিয়ে ওসি মিনা দেববর্মার কাছে একটি ডেপুটেশন জমা দেন। দোষীদের শাস্তির দাবিতে সরব হন তারা। এ বিষয়ে ধর্মনগর থানার এক পুলিশ আধিকারিক জানান, অভিযোগ পেয়েই তদন্ত শুরু হয়েছে। দোষীদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এই ঘটনার বিষয়ে এখনো পর্যন্ত বিএমএস-এর তরফ থেকে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তবে স্থানীয়দের একাংশ মনে করছেন, সংগঠনের নাম ব্যবহার করে ব্যক্তিগত শত্রুতা থেকে এই হামলা চালানো হয়ে থাকতে পারে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, একজন মানুষ শুধুমাত্র সভায় না যাওয়ায় তাকে এভাবে পিটিয়ে রক্তাক্ত করা অমানবিক ও ন্যক্কারজনক ঘটনা। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পৈতৃক সম্পত্তি

ছোট ভাইয়ের দোকান ভাঙলো বড় ভাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ আগস্ট।। পৈতৃক সম্পত্তি জনিত বিবাদের কারণে প্রতিপত্তিশালী অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী বড় ভাইয়ের রোষানলে চায়ের দোকানের মালিক ছোট ভাই। শুধুমাত্র সম্পত্তির জন্য দলবল নিয়ে ছোট ভাইয়ের একমাত্র আয়ের উৎসব চায়ের দোকান ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নিখিল চন্দ্র দাসের বিরুদ্ধে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ২২ আগস্ট, ২০২৫ ইং
৫ ভাদ্র, শুক্রবার ১৪৩২ বঙ্গাব্দ

ভোট চুরি বিতর্ক

ভোট চুরি বিতর্ক নিয়া সারাদেশে সাধারণ ভোটারদের মধ্যে নানা প্রশ্ন উঠিতে শুরু করিয়াছে। নির্বাচন কমিশন এবং বিরোধীদল গুলির মধ্যে বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। এই বিতর্ক শেষ পর্যন্ত কোন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছায় সেটাই এখন দেখার বিষয়। নির্বাচন কমিশন অবশ্য যাবতীয় অভিযোগ খারিজ করিয়া নির্বাচন পর্ব অবাধ করিবার স্বপক্ষেই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছে। কংগ্রেস ও তাদের নেতা রাহুল গান্ধীর আনা নির্বাচনী জালিয়াতির অভিযোগ দৃঢ়ভাবে খণ্ডন করিয়াছেন ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) জ্ঞানেশ কুমার। তিনি ভারতের ভোট প্রক্রিয়ার সততা রক্ষার উপর জোর দেন। সম্প্রতি বিরোধী দলগুলো জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে ''ভোট চুরি''র অভিযোগ আনিয়া একটি ইমপিচমেন্ট প্রস্তাব আনিবার কথা ভাবিতেছেন।কংগ্রেস সাংসদ ইমরান প্রতাপগড়ি এই বিষয়ে বলিয়াছেন, 'আমরা খুব দ্রুত একটি সিদ্ধান্ত নেব।' তবে সিইসি-কে পদ থেকে সরাইতে হইলে সংসদের উভয় কক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন, যাহা বর্তমানে বিরোধীদের নাই।রাহুল গান্ধীর নাম উল্লেখ না করিয়া জ্ঞানেশ কুমার বলিয়াছেন, কংগ্রেস সাংসদের 'পিপিটি প্রেজেন্টেশন'-এ ভোটার ডেটা সম্পর্কে 'ভুল বিশ্লেষণ' করা হইয়াছে। তিনি বিরোধী দলের নেতাকে সাত দিনের মধ্যে তার অভিযোগের সমর্থনে একটি হলফনামা জমা দিতে অথবা ক্ষমা চাইতে আহ্বান জানাইয়াছেন।রাহুল গান্ধী দ্বৈত এন্ট্রি, হাউস নম্বর শূন্য দিয়া ভোটার তালিকাভুক্তি এবং একই ঠিকানায় একাধিক ভোটারের নিবন্ধনের মতো অনিয়মের অভিযোগ করিয়াছিলেন। জ্ঞানেশ কুমার এই দাবিগুলোকে ভুল ব্যাখ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেন।তিনি কর্ণাটকের বেঙ্গালুরু সেন্ট্রাল নির্বাচনী এলাকার মহাদেবপুরা বিধানসভা কেন্দ্রের উদাহরণ দেন, যেখানে কংগ্রেস ২০২৩ সালের রাজ্য নির্বাচনে জয়লাভ করিয়াছিল। এছাড়াও, তিনি স্পষ্ট করিয়াছেন যে বিহারে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন (এসআইআর)-এর খসড়া তালিকার বিষয়ে ১ সেপ্টেম্বরের পর কোনও অভিযোগ গ্রহণ করা হইবে না। নির্বাচন কমিশন দ্বৈত ভোটাধিকারের অভিযোগ সম্পর্কে বলিয়াছে যে এটি ভুলভাবে উপস্থাপন করা হইয়াছে। কুমার ব্যাখ্যা করেন, 'একজন ভোটারের নাম একাধিক বুথে থাকা এক বিষয়, আর দুটি ভিন্ন স্থানে ভোট দেওয়া সম্পূর্ণ অন্য বিষয়।' তিনি জোর দিয়া বলেন যে, দু''বার ভোট দেওয়া একটি ফৌজদারি অপরাধ।কুমার আরও বলেন, 'যখন প্রমাণ চাওয়া হইয়াছিল, তখন কোনও উত্তর দেওয়া হয়নি। নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট করিয়া বলিতে চায় যে তাহারা ভয়হীনভাবে সব ধর্ম এবং সমাজের সকল স্তরের ভোটারদের পাশে দাঁড়াইয়াছে, এবং দাঁড়াইবে। তিনি জোর দিয়া বলিয়াছেন যে নির্বাচনী তালিকা এবং ভোটদান দুটি পৃথক প্রক্রিয়া, যাহা ভিন্ন আইন ও কর্মকর্তাদের দ্বারা পরিচালিত হয়। গান্ধী যে দাবি করিয়াছিলেন যে নকল নামগুলি 'ভোট চুরি'-র সমতুল্য, তাহা তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। কুমার নিশ্চিত করিয়াছেন, 'যখন একজন ভোটার ভোট দিতে যায় এবং বোতাম টিপে, সে কেবল একবারই চাপিতে পারে, ভোট চুরি সম্ভব নয়। জ্ঞানেশ কুমার ১২টি রাজনৈতিক দলের কাছে আবেদন জানাইয়াছেন, যাহারা তাহাদের বুথ-লেভেল এজেন্ট (বিএলএ) এর মাধ্যমে এই সংশোধনে যুক্ত, যেন তাহারা ১ সেপ্টেম্বরের আগে যেকোনও ত্রুটি চিহ্নিত করে। এর পরে খসড়া তালিকা চূড়ান্ত করা হইবে। তিনি আরও যোগ করেন যে ছয় মাসে ২২ লক্ষ ভোটারের মৃত্যুর অভিযোগ বিভ্রান্তিকর।রাহুল গান্ধীর অভিযোগের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানাইয়া জ্ঞানেশ কুমার বলেন, 'সত্য শুনিতে এবং বুঝিতে হজমশক্তি থাকিতে হয়।' তিনি জোর দিয়া বলেন যে এসআইআর প্রক্রিয়াটি সুষ্ঠু ভোটার তালিকা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যেই পরিচালিত হইয়াছে এবং কমিশন বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার পবিত্রতা রক্ষায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। স্বাধীন সার্বভৌম দেশে নির্বাচন কমিশনের পবিত্রতা রক্ষা করায় সবচেয়ে বড় বিষয় হইয়া উঠিয়াছে।

এফআরএস পদ্ধতির আদেশ প্রত্যাহারের দাবিতে সরব আইসিডিএস কর্মী ও সহায়িকারা, বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি

আগরতলা, ২১ আগস্ট : এফআরএস (ফেস রেকগনিশন সিস্টেম) পদ্ধতি সংক্রান্ত সরকারি আদেশ অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবিতে সরব হলেন আইসিডিএস প্রকল্পের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা। পাশাপাশি, মোট ৫ দফা দাবিতে সরকারকে চাপ দিচ্ছেন তাঁরা। তাঁদের অভিযোগ, বারবার সমস্যার কথা জানানোর পরেও সরকারের তরফে কোনও কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে না।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের অভিযোগ, বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের পোষণ অ্যাপের মাধ্যমে সুবিধাভোগীদের ছবি ও তথ্য আপলোড করা বাধ্যতামূলক হয়েছে। একইসঙ্গে, খাবার বিতরণে এফআরএস প্রযুক্তি চালু করে বলা হয়েছে, মুখের ছবি মিলিয়েই শিশু ও গর্ভবতী মহিলাদের খাবার বিতরণ করতে হবে। কিন্তু মাঠ পর্যায়ে সেই কাজ করা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

এক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী জানান, সরকার আমাদের যে মোবাইল ফোন সরবরাহ করেছিল, তা তিন মাসের মধ্যেই বিকল হয়ে গেছে। এখন আমরা নিজেদের টাকায় ফোন কিনে কাজ করছি। কিন্তু সেই ফোনে পোষণ অ্যাপ সঠিকভাবে কাজ করে না। উপরন্তু মাত্র ২০০০ টাকার রিচার্জ দিয়ে সারা বছরের ডেটা খরচ চালানো যায় না।

এই অবস্থায় কর্মীরা মনে করছেন, প্রযুক্তির নামে তাঁদের উপর অযথা চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। তাই এফআরএস পদ্ধতি বাতিলের পাশাপাশি আরও কিছু দাবি সামনে এনেছেন তাঁরা। দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে, অবিলম্বে এফআরএস পদ্ধতি সংক্রান্ত আদেশ প্রত্যাহার, অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে বা বাড়িতে সরাসরি সকল সুবিধাভোগীকে খাবার সরবরাহের ব্যবস্থা, প্রতিটি কেন্দ্রে ওয়াই-ফাই সংযোগ সহ উন্নতমানের ডিজিটাল পরিকাঠামো চালু, উন্নতমানের স্মার্টফোন সরবরাহ, পুষ্টি প্রকল্পের বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি এবং বাজারদরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে খাদ্যপণ্যের মূল্য নির্ধারণ করতে হবে।

এছাড়াও, কর্মীদের নিরাপত্তা ও কাজের চাপ হ্রাসের দাবিও উত্থাপন করেছেন তাঁরা। আন্দোলনরত কর্মীরা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, সরকার যদি অবিলম্বে দাবি পূরণের বিষয়ে কোনও পদক্ষেপ না নেয়, তবে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবেন তাঁরা।

বিপর্যয় মোকাবিলা বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২১ আগস্ট: সম্প্রতি আবহাওয়া দপ্তর থেকে ২১-২৫ আগষ্ট পর্যন্ত ভারী বর্ষণের সতর্ক বার্তার পর শান্তিরবাজার মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে এক জরুরী সভা আজ মহকুমা শাসক অফিসের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় শান্তিরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন স্বপ্না বৈদ্য, ভাইস চেয়ারপার্সন সত্যব্রত সাহা, মহকুমা শাসক মনোজ কুমার সাহা এবং বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের পদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় সম্ভাব্য ভারী বর্ষণের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে আগাম প্রস্তুত থাকতে বলা হয়।

এছাড়াও মহকুমার নদীগুলির জলস্তর, বন্যাপ্রবণ এলাকা এবং ভূমি ধস প্রবণ এলাকাগুলির উপর সতর্ক নজর রাখার বিষয়ে সভায় সলোচনা করা হয়। এছাড়াও প্রস্তুত থাকতে বলা হয় উদ্ধারকারি দলগুলিকে।

বাঙালির জাত্যাভিমান যেন সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা না হয়ে দাঁড়ায়

প্রবীর মজুমদার

সাম্প্রতিককালে বাঙালি শ্রমিকদের বিজেপিশাসিত উপর রাজ্যগুলোতে আক্রমণ প্রায় নিত্যদিনের খবর হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুসলমানরা তো বটেই, হিন্দু বাঙালিরাও রেহাই পাচ্ছেন না। তবুও আমরা প্রশ্ন করতে ভুলে যাব, হিন্দু বা মুসলমান যে-ই হোন, কেন স্রেফ সন্দেহের বশে রাষ্ট্র এমন আক্রমণ চালাবে? অন্য দেশে জোর করে পাঠিয়ে দেবে? রাষ্ট্রের নিপীড়নের শিকার অনেকেই এই দেশের, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের, নাগরিক বলে প্রমাণিত হয়েছেন। তাহলে যারা অত্যাচার চালাল, তাদের শাস্তি এ হবে না কেন? অভিযুক্তকে এমনভাবে অত্যাচার করার অধিকার রাষ্ট্রকে সংবিধান দেয়নি। এমনকি কেউ সত্যিই অনুপ্রবেশকারী হলেও তার উপর অত্যাচার করার অধিকার রাষ্ট্রের নেই। বিদ্বেষ, অপরকে সন্দেহ করার এই বাতাবরণে এসব প্রশ্ন করা চরম অপরাধ। এখন দেশের সংবিধান নয়, শাসকের নির্দেশই বে শেষ কথা।

আজ স্বাধীনতার অমৃতকালে জেফ সন্দেহের বশে দেশের একদল মানুষকে জেলে পোরা যায়, অত্যাচার করা যায়, মেরে হাত-পা ভেঙে দেওয়া যায়, এমনকি চাইলে জোর করে সীমান্তের ওপারেও ছুড়ে দেওয়া যায়। তাঁদের থাকার জায়গায় বিদ্যুৎ বন্ধ করে দেওয়া, ঘরদোর ভেঙে দেওয়া তো বুলডোজাররাজের যুগে জলভাত। দেশের নাগরিক কিনা তা ভাল করে যাচাই করারও দরকার নেই, রাষ্ট্রের এব দেওয়া নানা ধরনের পরিচয়পত্রকে বিশ্বাস করতেও পুলিশের বয়ে গেছে। বাংলাভাষী শ্রমিক হলেই অনুপ্রবেশকারী বলে খেয়াল খুশি মত এমন নিপীড়ন চালাতে পারে রাষ্ট্র। অপরাধ প্রমাণ করার দরকার পড়ে না, সন্দেহ হলেই হল। স্বাধীনতার প্রায় আট দশক পেরিয়ে এমনই এক দাপুটে রাষ্ট্রের মুখোমুখি আমরা। বাংলাভাষী কিংবা অসংগঠিত ক্ষেত্রের চালচুলোহীন শ্রমিক না হলেও চলবে। কোথাকার রোষ যে কার উপর গিয়ে পড়বে তা একমাত্র রাষ্ট্রই জানে।

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট মধ্যরাতে ঐতিহাসিক মুহূর্তে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছিলেন জওহরলাল নেহরু। দেশভাগের দগদগে ঘা সত্ত্বেও দেশবাসীকে আশার বাণী শুনিয়েছিলেন নেহরু। সে তো খুব আনন্দের সময় ছিল না। তারপর সংবিধান শুনিয়েছিল। সমানাধিকার, বৈষম্যহীনতার রাষ্ট্রীয় অঙ্গীকার। বহুত্ববাদকে স্বীকৃতি দিতে ভাষা বিশেষ গুরুত্ব এচ পেয়েছিল, রাজ্য পুনর্গঠনে অগ্রাধিকার দেওয়া ত হয়েছিল ভাষাকে। তাই তো ভারতে কোনো ও রাষ্ট্রভাষা নেই। আমরা ভারতীয়-এটাই ছিল। নাগরিকত্বের একমাত্র মাপকাঠি। কিন্তু রাষ্ট্রনেতাদের সেইসব অঙ্গীকার, নাগরিকদের প্রতি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কর্তব্য-এসব বহুকাল বিস্মৃত। রাষ্ট্র দাপট দেখাবে, নিত্যনতুন নিয়ম বানাবে, পরিচয়পত্রের ধাঁধায় আমাদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলবে। এখন তো বেনাগরিক বলে যখন তখন স্রেফ অস্তিত্বটাই বেমালুম গায়েব করে দেওয়ার আতঙ্ক দেশবাসীকে গ্রাস করেছে।

কেউ অগণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা দখল করেনি বা কোনো সামরিক অভ্যুত্থান ঘটেনি। সংবিধান মতে ভোটে জিতে ক্ষমতায় এসে রাতারাতি একটা দল দেশের সংবিধানটাকেই এমনভাবে উলটো পথে চালাতে পারে? আজকের ভারতকে দেখলে কোনো কিছুই অবিশ্বাস করা যায় না। এমনভাবে চললে অদূর ভবিষ্যতে এক ধর্ম, এক ভাষা, এক মত, এক খাদ্যাভ্যাসের লোক না হলে হয়ত কোনো ফন্দি ফিকিরে বেনাগরিক হয়ে যাব আমরা। হিন্দি - হিন্দু - হিন্দুস্তানের রাষ্ট্রনীতিতে বেমানান লোকেরা হয়ে যাবে রাষ্ট্রের নিশানা। রাষ্ট্রের সুরে সুর মিলিয়ে, বাধ্য সন্তান হয়েও কি মুক্তি মিলবে? এক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি বলে দেন বাঙালি মানেই বাংলাদেশি। শাসক দলের কেন্দ্রীয় নেতা বাংলা ভাষার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেন। অসমে ভাষাগত হিংসা, নিপীড়নের হাত থেকে বাঁচতে অনেক ধর্মীয় সংখ্যালঘু বাঙালি, নিজেদের অসমিয়াভাষী বলে পরিচয় দিয়েছিলেন। তাতেও কিন্তু তাঁরা বিদ্বেষের রাজনীতির রোষ থেকে পরিত্রাণ পাননি।

রাষ্ট্রের অহরহ মিথ্যা প্রচারে বিদ্বেষের রাজনীতি পরিপুষ্ট হয়। অসম সরকার যখন বলে, কয়েকটা জেলায় মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অনুপ্রবেশের অকাট্য প্রমাণ, আমরা অনেকেই সেই ভাষ্যকে বিশ্বাস করে ফেলি। ১৮৭৪ সালে সিলেট, কাছাড় ও গোয়ালপাড়াকে অসমের সঙ্গে যুক্ত করে অসম কমিশনার প্রভিন্স গঠিত হয়েছিল। এই অঞ্চলগুলোতে বাঙালি মুসলমানরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। স্বাধীনতার পর সিলেট পূর্ব পাকিস্তানে চলে গেলেও, বাকি দুই জেলায় (যা এখন একাধিক জেলায় বিভক্ত) বাঙালি মুসলমানরা স্বাভাবিকভাবেই সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং মূলবাসী। আবার ব্রিটিশ আমলে পূর্ববঙ্গ থেকে অনেককে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় চাষবাসের জন্য নিয়ে আসা হয়েছিল। তাঁদের সিংহভাগ বাঙালি মুসলমান। তাঁদেরই চরুয়া, মিয়া ইত্যাদি নানা নামে দাগিয়ে এখন অনুপ্রবেশকারী বলা হচ্ছে। ভাষার সঙ্গে ধর্মীয় বিভাজনের সংমিশ্রণে বিভেদের রাজনীতি ডালপালা ছড়িয়ে আজ সে রাজ্যে হিন্দুত্ববাদীদের ক্ষমতায় নিয়ে এসেছে। বাংলাভাষীদের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান বিভাজন এনে ভাষা আন্দোলনকে দুর্বল করে, হিন্দু বাঙালিদের ত্রাতা সাজার পর, এখন অসমের মুখ্যমন্ত্রী বাঙালিদের বিদেশি বলে দাগিয়ে দিচ্ছেন। নাগরিকদের অনুপ্রবেশকারী বলে উচ্ছেদ করে কর্পোরেটকে জমি দেওয়ার মডেল হাজির করেছে অসম সরকার। সেই মডেলই এখন দেশজুড়ে অনুসরণ করার চেষ্টা চলছে। তাই দিল্লি পুলিস আধিকারিক বাংলা ভাষার মধ্যে দেশি-বিদেশি বিভাজন করেন। তার সপক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে বিজেপি নেতা বাংলা ভাষার অস্তিত্ব নিয়েই প্রশ্ন তোলেন। সেই নেতার হয়ে সাফাই গাইতে আবার এই রাজ্যের বিজেপি নেতা থেকে শুরু করে কোনো কোনো বুদ্ধিজীবী এপার আর ওপার বাংলার ভাষাগত পার্থক্যের কথা বলেন। ভাষ্য, উপভাষা, অঞ্চল ভেদে উচ্চারণের পার্থক্য এঁরা সকলেই ভাল মত বোঝেন। তার চেয়েও ভাল বোঝেন কীভাবে জল খুলিয়ে দিয়ে সেই ঘোলা জলে মাছ ধরতে হয়। তাই প্রবাসী শ্রমিকদের উপর আক্রমণ হলে বাঙালি আক্রান্ত হয়নি বলে দাবি করেন। আসলে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির চরম ভক্ত বিজেপি যতটা বাঙালিবিদ্বেষী, তার চেয়েও বেশি যাবতীয় বিদ্বেষের রাজনীতির দক্ষ খেলোয়াড়।

আজ বাঙালি শ্রমিকরা আক্রান্ত হলেও, তাঁরাই একমাত্র নিশানা নন। অসমিয়াভাষীরা কিংবা উত্তর-পূর্ব ভারতের মানুষরাও কি ভারতে নিরাপদ? কয়েক বছর আগেই করোনা অতিমারীর সময়ে চীনের লোকেদের সঙ্গে চেহারার মিল থাকার "অপরাধে" উত্তর-পূর্ব ভারতের অনেকে ভিনরাজ্যে আক্রান্ত হয়েছিলেন। দেশ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র জ্ঞান থাকলে এমন উগ্র জাতীয়তাবাদী দাপট দেখানো যায়। হিন্দি- হিন্দু- হিন্দুস্তানের ভারতে কোনো ধর্ম, ভাষা বা রাজ্যের শ্রমজীবীই নিরাপদ নন। এমনকি হিন্দিভাষীরাও নন। বিহারে এসআইআর- এর মাধ্যমে খসড়া ভোটার তালিকা থেকে ৬৫ লক্ষ মানুষের নাম হেঁটে দেওয়াই তার বড় প্রমাণ। সে কারণেই নির্বাচন কমিশন বাদ যাওয়া মানুষের তালিকা প্রকাশ করছিল না, সুপ্রিম কোর্টকে হস্তক্ষেপ করতে হল। দেশজুড়ে হিন্দি ভাষার আগ্রাসন আসলে বিদ্বেষের রাজনীতিকেই পুষ্ট করার অস্ত্র। তার প্রতিক্রিয়ায় বিভিন্ন রাজ্যে হিন্দিভাষীদের প্রতি বিদ্বেষের জন্ম হচ্ছে। মুম্বাইতে হিন্দিভাষীদের হেনস্থা করার অভিযোগ শোনা যাচ্ছে।

এখন পর্যন্ত মুলত অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের উপরেই আক্রমণের খবর পাওয়া গেছে। তাঁদের নিশানা করা খুব সোজা। খুঁটির জোর নেই, রাষ্ট্রের উপর নির্ভরতাও বেশি। আবার শ্রমের বাজারে এঁদের জোগান অফুরান। নির্দিষ্ট বাসস্থান নেই, ভেসে বেড়ানোই যেন ভবিতব্য। ভাষা, ধর্মের ভিত্তিতে শ্রমিকদের মধ্যে বিভেদ লাগিয়ে দিলে লাভ নানাবিধ। চাকরির বাজারে ভিড় জমানো মানুষকে নিজেদের মধ্যে লড়িয়ে দেওয়া যাবে। যাঁরা টিকে থাকবেন, তাঁরা কম মজুরিতে কাজ করতে বাধ্য হবেন। তাঁদের সামনে বেনাগরিক করে দেওয়ার খাঁড়া ঝুলিয়ে রাখলে আরও সুবিধা। শস্তায় খাটানো যাবে, উচ্ছেদ করা যাবে। আগামীদিনে বন্দি করে প্রায় বিনা মজুরিতে খাটানোও অসম্ভব নয়। শ্রমিক বা নাগরিক হিসাবে কোনো অধিকারের দাবি তাঁরা তুলতে পারবেন না। পুঁজিবাদের জন্যে এটাই তো রামরাজ্য। সেই লক্ষ্যেই নির্বাচন কমিশন প্রবাসী শ্রমিকদের কাজের জায়গায় ভোটার তালিকায় নাম তোলার কথা বলছে। যাঁরা এখানে ওখানে ভেসে বেড়ান, তাঁদের কাজের জায়গা নির্দিষ্ট থাকে না। অনেকেরই বাসস্থান বলতে কোনো মতে বানানো ঝুপড়ি, যা অবৈধ বলে সহজেই ভেঙে দেওয়া যায়। প্রবাসী অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের কাজের জায়গায় নাম তোলার প্রয়োজনীয় নথি যোগাড় করা কঠিন। একমাত্র নিজেদের গ্রাম বা শহরের বাড়িই তাঁদের নির্দিষ্ট ঠিকানা। সেখান থেকে ভোটার তালিকায় নাম ছেটে দিলে আগামীদিনে খুব সহজেই বেনাগরিক করার খাঁড়া ঝোলানো যাবে। তারই ট্রেলার আমরা বিহারে দেখতে পাচ্ছি।

চরম দক্ষিণপন্থার প্রাণভোমরা হল বিদ্বেষ, বিভাজন। বহুত্ববাদ তার শত্রু। এই রাজনীতি সবসময় অপর খুঁজে বেড়ায়, যাদের শত্রু বলে দেগে দিয়ে লোক খেপানো যাবে। সেই অপরের ভিত্তি হতে পারে ধর্ম, ভাষা বা অন্য কিছু। আমল আক্রমণটা নেমে আসে শ্রমজীবী মানুষের উপর। আর্থিক সংকট যখন তীব্র হয়, তখন চরম দক্ষিণপন্থা পুঁজিবাদের ঢাল হয়ে দাঁড়ায়। এই দেশে অন্য রাজ্যে কাজ করতে গেলে শ্রমিকদের কারারুদ্ধ হতে হয়। অনুপ্রবেশকারী বলে দিয়ে বিদেশেও ঠেলে দেওয়া হয়। বাঙালি বিদ্বেষের রাজনীতি যদি একটা হাতিয়ার হয়, তাহলে আরেক হাতিয়ার নির্বাচন কমিশনের বর্তমান কাজ কারবার। আক্রমণ করা হয় নানা কায়দায়। কখনো বাঙালি, কখনো মুসলমান, কখনো অন্য কোনো ভাষা বা রাজ্যের মানুষকে নিশানা করা হচ্ছে।

শ্রমজীবী, বেকারদের নিজেদের মধ্যে লড়িয়ে দেওয়ার একটা রাস্তা হল বিজেপিশাসিত রাজ্যে বাঙালিবিদ্বেষ। আরেকটা রাস্তা এই রাজ্যে তৃণমূল যা করছে, অর্থাৎ বাঙালি জাত্যভিমানের রাজনীতি। মুখ্যমন্ত্রী বারবার প্রবাসী শ্রমিকদের এই রাজ্যে ফিরে আসতে বলছেন। কিন্তু একবারও বলছেন না, কেন অন্য রাজ্যে কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। জীবনের ঝুঁকি, বেনাগরিক হয়ে যাওয়ার আতঙ্ক নিয়েও কেন এই রাজ্য থেকে অন্য রাজ্য বা দেশে যাওয়া মানুষের স্রোত কমছে না? শখ করে তো কেউ যাচ্ছেন না, যাচ্ছেন পেটের জ্বালায় বাধ্য হয়ে। কৃষিতে সংকট, অন্য কাজের সুযোগ কম থাকা, মজুরির হার কম হওয়ার কারণে রাজ্যের মানুষ অন্যত্র যাচ্ছেন। রাজ্য সরকার সেইসব সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা করবে না। প্রবাসী শ্রমিকদের নাম নথিভুক্ত করার কাজটাও সরকারি প্রকল্প ঘোষণা করেও মূলত শ্রমিকদের উপরেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদ অন্য রাজ্যে কাজ করা বাঙালি শ্রমিকদের উপর অত্যাচার হলে কিংবা তাঁরা মারা গেলে যত তৎপর হয়, তাঁদের রক্ষা করতে কিন্তু তেমন উদ্যোগ নেয় না। এই রাজ্যে উপার্জনের সুযোগ করে দিতে না পারার ব্যর্থতা ঢাকার জন্যে বাঙালি প্রবাসী শ্রমিকদের উপর অত্যাচার নিয়ে হইচই করা হচ্ছে। তৃণমূলের ভাষা আন্দোলন আসলে ভাষাভিত্তিক জাত্যভিমানের রাজনীতিরই অঙ্গ। এই বাজনীতি বিদ্বেষ, বিভাজন বাড়িয়ে উগ্র দক্ষিণপন্থাকে শক্তি যোগায়। এই রাজনীতি শেষ পর্যন্ত হিন্দিভাষী শ্রমিক, ছোট ব্যবসায়ীদের হেনস্থা করার সঙ্কীর্ণতায় পরিণত হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী শিল্পপতি মুকেশ আম্বানি, গৌতম আদানিদের এ রাজ্যে পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ করে দিলে এই জাত্যভিমানের রাজনীতি সরব হয় না। তৃণমূলের নেতারা যখন এই রাজ্যে হিন্দিসহ অন্যান্য ভাষাভাষী শ্রমিকদের নিরাপত্তা আছে বলে দাবি করেন, তখন তার মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন হুমকিও থাকে। বাঙালি প্রবাসী শ্রমিকের শ্রমে যেমন অন্য রাজ্য এবং দেশের অর্থনীতি সচল থাকে, তেমন এই রাজ্যে কাজ করতে আসা শ্রমিকদেরও রাজ্যের অর্থনীতিতে বড় অবদান রয়েছে। শ্রমিকরা আমেরিকা, দিল্লি বা এই রাজ্যের সরকারের দয়ার পাত্র নন। শ্রমিক হিসাবে, বিশ্বের নাগরিক হিসাবে তাঁদের নিরাপত্তা ও প্রাপ্য অধিকারগুলো দেওয়া যে কোনো সরকারের কর্তব্য। বিভেদের রাজনীতি সেটাই ভুলিয়ে দেয়।

পশ্চিমবঙ্গ মানে শুধুই বাংলাভাষীরা নন। এখানে রাজবংশী, নেপালি, কুড়মালি বা বিভিন্ন জনজাতির নিজস্ব ভাষা আছে। তাঁরা এখানকার মূলবাসী। সেই ভাষাগুলোকে উপেক্ষা করে বাংলা ভাষা আন্দোলন কখনো বাঙালি শ্রমিকদের নিরাপত্তা দিতে পারে না। একটা ভাষার মর্যাদার লড়াই অন্য ভাষাকে হেয় করে চলতে পারে না। হিন্দির আগ্রাসনের বিরোধিতা মানে হিন্দিভাষীদের বিরোধিতা নয়। তেমনই ভাষা আগ্রাসনের বিরোধিতা করলে এই রাজ্যের অন্যান্য ভাষাগুলোকেও মযাদা দিতে হয়। বাঙালি প্রবাসী শ্রমিকদের উপর আক্রমণে যাঁরা বাংলা ভাষা নিয়ে এত হইচই করছেন, তাঁরা সকলে কি অন্য ভাষা, সংস্কৃতির মর্যাদা ও শ্রমিকের অধিকার রক্ষায় সরব? অপ্রিয় হলেও এই প্রশ্ন আজ তোলার সময় এসেছে। বৈচিত্র্যকে মর্যাদা না দিলে, সকলের সমানাধিকারের দাবিতে সরব না হলে, এই আক্রমণ রোধ করা যাবে না।

নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিভেদের রাজনীতির বিরোধিতা করতে গিয়ে অনেকে গুজরাটিদেরই আক্রমণ করে বসছেন। অনেক তথাকথিত প্রগতিশীলও বলে বেড়াচ্ছেন, গুজরাটের নাকি স্বাধীনতা আন্দোলনে কোনো অবদানই ছিল না। এও ইতিহাস বিকৃতির উদাহরণ। বাংলা স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম পীঠস্থান ছিল, আবার এই বাংলায় শ্যামাপ্রসাদরাও ছিলেন। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট গুজরাটি মহাত্মা গান্ধী কলকাতার বেলেঘাটায় ছিলেন। দাঙ্গার বীভৎসতায় তাঁর মন তখন ভারাক্রান্ত। তিনি উৎসবে মাততে পারেননি। স্বাধীনতা প্রাপ্তির এক বছর গড়ানোর আগেই তিনি শহিদ হয়েছিলেন। প্রাণ দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, স্বাধীন ভারতে বড় বিপদ কারা। গান্ধীজির জন্মস্থান, তাঁর স্মৃতিবিজড়িত সবরমতী আশ্রম কিন্তু গুজরাটেই। অনেক বাঙালি আবেগে ভেসে এসব জেনেও না জানার ভান করেন। জাত্যাভিমান এমনই বিষম বস্তু। বাঙালির জাত্যাভিমান শেষে যেন সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা না হয়ে দাঁড়ায়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

> একটা ভাষার মর্যাদার লড়াই অন্য ভাষাকে হেয় করে চলতে পারে না। হিন্দির আগ্রাসনের বিরোধিতা মানে হিন্দিভাষীদের বিরোধিতা নয়। তেমনই ভাষা আগ্রাসনের বিরোধিতা করলে এই রাজ্যের অন্যান্য ভাষাগুলোকেও মর্যাদা দিতে হয়। বাঙালি প্রবাসী শ্রমিকদের উপর আক্রমণে যাঁরা বাংলা ভাষা নিয়ে এত হইচই করছেন, তাঁরা সকলে কি অন্য ভাষা, সংস্কৃতির মর্যাদা ও শ্রমিকের অধিকার রক্ষায় সরব? অপ্রিয় হলেও এই প্রশ্ন আজ তোলার সময় এসেছে। বৈচিত্র্যকে মর‍্যাদা না দিলে, সকলের সমানাধিকারের দাবিতে সরব না হলে, এই আক্রমণ রোধ করা যাবে না।

সীসাকে স্বর্ণে পরিণত করলেন বিজ্ঞানীরা

অনিক রায়

যুগে যুগে মানুষ স্বপ্ন দেখেছে পরশ পাথর তৈরি করতে। লোহা বা সীসাকে স্বর্ণে রূপ দিতে চেষ্টা করেছেন অনেক বিজ্ঞানীরাও। প্রাচীন এবং মধ্যযুগের আলকেমিস্টরা সেই স্বপ্নে বিভোর ছিলেন। আধুনিক যুগের কয়েকজন বিজ্ঞানীও চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। আইজ্যাক নিউটন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর জীবনের অনেকটা বছর কাটিয়েছেন শুধু পরশ পাথরের খোঁজে। তবে সাধারণ দৃষ্টিতে এটা অবাস্তব বলেই মনে হতে পারে। কারণ সীসা আর স্বর্ণদুটোই আলাদা মৌলিক পদার্থ। শুধু রাসায়নিক বিক্রিয়া দিয়ে একটাকে আরেকটায় রূপান্তর করা যায় না। তবে পারমাণবিক স্তরে গেলে দেখা যায় ভিন্ন চিত্র। সীসা আর স্বর্ণের মধ্যে আসল পার্থক্যটা খুবই নির্দিষ্ট। সীসার পরমাণুর চেয়ে স্বর্ণের পরমাণুতে মাত্র তিনটি অতিরিক্ত প্রোটন থাকে। তাহলে কি তিনটি প্রোটন বেরিয়ে গেলেই সীসা স্বর্ণে রূপান্তর হবে?

বিজ্ঞানের হিসেবে সেটা সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে? খুব কঠিন কাজ। আর এই কঠিন কাজটাই হঠাৎ করে ফেলেছেন সুইজারল্যান্ডের বিখ্যাত লার্জ হ্যাড্রন কলাইডারের পদার্থবিজ্ঞানীরা। তবে ইচ্ছে করে নয়, দুর্ঘটনাবশত!

আধুনিক যুগের কয়েকজন বিজ্ঞানীও চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। আইজ্যাক নিউটন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর জীবনের অনেকটা বছর কাটিয়েছেন শুধু পরশ পাথরের খোঁজে। লার্জ হ্যাড্রন কলাইডারে অ্যালিস নামে একটি পরীক্ষায় বিজ্ঞানীরা সীসার পরমাণু একে অপরের দিকে তীব্র গতিতে ছুঁড়ে মারেন। উদ্দেশ্য ছিল বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণের ঠিক পরের অবস্থার একটা প্রতিরূপ তৈরি করা। এই সংঘর্ষে সবসময় সরাসরি ধাক্কা লাগে না। বেশিরভাগ সময় সীসার পরমাণুগুলো খুব কাছ দিয়ে চলে যায়। একে বলে নিয়ার-মিস বা প্রায় সংঘর্ষ হওয়া। এমন পরিস্থিতিতে কণাগুলো একে অপরের প্রতি প্রবল বিদ্যুৎচুম্বকীয় বল প্রয়োগ করে। প্রায় সংঘর্ষের সময় প্রচণ্ড বিদ্যুৎচুম্বকীয় বলের প্রভাবে কোনো পরমাণুর প্রোটন বেরিয়ে যেতে পারে। আর ঠিক তিনটি প্রোটন বেরিয়ে গেলেই সীসার পরমাণু বদলে যাবে স্বর্ণে!

অ্যালিস পরীক্ষার সময় বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখেছেন, প্রতি সেকেন্ডে গড়ে ৮৯ হাজার স্বর্ণের পরমাণু তৈরি হচ্ছে! সঙ্গে তৈরি হচ্ছে থ্যালিয়াম আর পারদ। সীসা থেকে একটা পরমাণু কমলে তৈরি হয় থ্যালিয়াম, আর দুটি কমলে পারদ। কিন্তু বিজ্ঞানীরা কীভাবে বুঝলেন যে এটা সত্যিই স্বর্ণ তৈরি হয়েছে? এখানে একটা সমস্যা হলো, এই স্বর্ণের পরমাণুগুলো সরাসরি শনাক্ত করা যায় না। কারণ সেগুলো খুব দ্রুত কলাইডারের দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে নষ্ট হয়ে যায়। তাই বিজ্ঞানীরা একে চিহ্নিত করেন পরোক্ষভাবে। তারা ব্যবহার করেন জিরো-ডিগ্রি ক্যালরিমিটার নামে একধরনের বিশেষ যন্ত্র। এই যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়, কয়টি প্রোটন সীসার পরমাণু থেকে ছিটকে পড়েছে। তিনটি প্রোটন হারানো মানেই সেটা স্বর্ণ। কিন্তু প্রশ্ন হলো, এতে কি লাভ হচ্ছে নাকি ক্ষতি? শুনে মনে হতে পারে, সত্যি যদি স্বর্ণ তৈরি হয়, তাহলে তো বিশাল সাফল্য! কিন্তু বাস্তবতা একটু আলাদা। যে মুহূর্তে সীসার পরমাণু তার আসল গঠন হারায়, মানে প্রোটন হারিয়ে ফেলে, তখন সেটা আর কলাইডারের মধ্যে স্থিতিশীলভাবে ঘুরতে পারে না। কয়েক মাইক্রোসেকেন্ডের মধ্যেই সেটা কলাইডারের দেওয়ালে ধাক্কা খায়। ফলে কণার প্রবাহ দুর্বল হয়ে পড়ে। বিজ্ঞানীদের ভাষায়, এই অনিচ্ছাকৃত স্বর্ণ উৎপাদন একরকম ঝামেলাই। আলকেমিস্টদের হাজার বছরের স্বপ্ন অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও বিজ্ঞানীরা সফল করেছেন। যদিও তা খুব সামান্য, কিন্তু সম্ভব তো হয়েছে! এতই সামান্য যে এই স্বর্ণ দিয়ে গহনা তো দূরের কথা, ধূলিকণাও তৈরি করা যাবে না। কিন্তু তবুও এটা নিয়ে এত কৌতূহল কেন? আসলে এটা শুধু একটা দুঃখজনক দুর্ঘটনা নয়, বরং এই অজান্তেই পাওয়া ফলাফলগুলো ভবিষ্যতের বড় বড় পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে। কীভাবে প্রোটন বেরিয়ে আসে, কোন পরিস্থিতিতে বেরোয় এবং কোন মৌল তৈরি হয়, এসব বুঝতে পারলে আরও সূক্ষ্ম ও নিখুঁত গবেষণা করা সম্ভব হবে।

তবে একটা কথা বলাই যায়, আলকেমিস্টদের হাজার বছরের স্বপ্ন অনিচ্ছাকৃতভাবে হলেও বিজ্ঞানীরা সফল করেছেন। যদিও তা খুব সামান্য, কিন্তু সম্ভব তো হয়েছে! এতই সামান্য যে এই স্বর্ণ দিয়ে গহনা তো দূরের কথা, ধূলিকণাও তৈরি করা যাবে না।

তবে, যুগে যুগে যা অলৌকিক বলে ধরা হতো, তা-ই আজ বিজ্ঞানের অনিচ্ছাকৃত খেলায় বাস্তব হয়ে উঠেছে। পরশ পাথর হয়তো নেই, কিন্তু পারমাণবিক শক্তি দিয়ে আজ মানুষ প্রকৃতির মৌলিক নিয়মকেও অল্প সময়ের জন্য হলেও বদলে দিতে পারে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় সিআইটিইউর উদ্যোগে কালা দিবস পালিত হয়।

অনলাইন গেমিং নিয়ন্ত্রণ ও প্রচার বিল, ২০২৫ সংসদে পাস

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট: সংসদের উভয় কক্ষে পাস হল অনলাইন গেমিং নিয়ন্ত্রণ ও প্রচার বিল, ২০২৫। আজ রাজ্যসভায় বিলটি অনুমোদিত হওয়ার মাধ্যমে এটি পূর্ণতা লাভ করে। এই বিল ই-স্পোর্টস এবং সামাজিক অনলাইন গেমগুলিকে উৎসাহ প্রদান করে, তবে ক্ষতিকর অনলাইন মানি গেমিং সার্ভিস, বিজ্ঞাপন ও আর্থিক লেনদেন সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিল অনুযায়ী, একটি অনলাইন গেমিং অথরিটি গঠনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে, যা নীতিগত সমন্বয়, কৌশলগত উন্নয়ন এবং এই খাতের উপর নিয়ন্ত্রক নজরদারি রাখবে। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল যুবসমাজ ও সংবেদনশীল জনগোষ্ঠীকে অনলাইন মানি গেমিং-এর সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানসিক এবং গোপনীয়তা সংক্রান্ত নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা করা।

বিলে অনলাইন মানি গেম চালানো, পরিচালনা করা কিংবা এ ধরনের গেমে সহায়তা প্রদান সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। আইন ভঙ্গের ক্ষেত্রে তিন বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, এক কোটি টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

বিল পেশ করার সময় ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, অনলাইন মানি গেমিং বর্তমানে একটি জনস্বাস্থ্যজনিত সমস্যায় পরিণত হয়েছে। বহু পরিবার আর্থিকভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে এই গেমগুলির কারণে। তিনি জানান, এই ধরনের গেম আসক্তি তৈরি করে, যা পরবর্তীতে আর্থিক প্রতারণা ও প্রতারণার রূপ নেয়।

মন্ত্রী জানান, অনুমান করা হয় প্রায় ৪৫ কোটি মানুষ প্রতিবছর ২০ হাজার কোটি টাকা হারাচ্ছেন অনলাইন গেমের মাধ্যমে। তিনি বলেন, এই বিলটি তিনটি বিভাগ নিয়ে গঠিত ই-স্পোর্টস, অনলাইন সামাজিক গেম এবং অনলাইন মানি গেম। এর মধ্যে ই-স্পোর্টস এবং সামাজিক অনলাইন গেমগুলিকে সরকার উৎসাহিত করবে।

মন্ত্রী আরও বলেন, এই আইন গেমিং শিল্পে ভারসাম্য বজায় রেখে নিরাপদ ও দায়িত্বপূর্ণ ডিজিটাল পরিবেশ গড়ে তুলবে।

মহিলা সশক্তিকরণ বিষয়ক সচেতনতা শিবির রূপাইছড়িতে

সাব্রুমঃ ২১ আগস্ট: সাব্রুম মহকুমা আইনসভা কমিটির উদ্যোগে, বৃহস্পতিবার মহিলা স্বশক্তি করণ বিষয়ক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হল, রূপাইছড়ি ক্লাস্টার অফিসে।

এদিনের আয়োজিত আইনী সচেতনতা শিবিরে, মহকুমা আইন সেবা কমিটির পক্ষ থেকে আইনজীবী মনিদীপ্ত সরকার, মহকুমা আইনসভা কমিটির সচিব শ্রীমতি রূপশ্রী দেব উপস্থিতি থেকে আইনী বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা তুলে ধরেন। আলোচনা সভার সভাপতিত্ব করেন রূপাছড়ি ক্লাস্টারের সভাপতি শ্রীমতি বাসন্তী মুড়াসিং। অনুষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন আইন স্বেচ্ছাসেবক প্রবীর মজুমদার।

পাড়ার বৌদিকে বিয়ে করে প্রতারণার অভিযোগ, মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগষ্ট।। প্রেমের সম্পর্ক থেকে মন্দিরে বিয়ে। কিন্তু বিয়ের পর স্ত্রী হিসেবে স্বীকৃতি না দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিল প্রেমিক ও তার পরিবার। এমনই চাঞ্চল্যকর ঘটনায় প্রতারণার অভিযোগ এনে পূর্ব আগরতলা মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন এক তরুণী বধূ।

অভিযোগকারিণী ২৩ বছর বয়সী মহিলা একজন এক সন্তানের জননী। জানা গেছে, আগরতলার আড়ালিয়া শালবাগান এলাকার বাসিন্দা ২৪ বছর বয়সী যুবকের সাথে এক বছর আগে ওই তরুণী বধূর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘ সময় প্রেমের সম্পর্কের পর ওই যুবক তাঁকে কসবা কালী মন্দিরে নিয়ে গিয়ে বিয়ে করেন, তবে সেটা পরিবারের অজান্তে। তিনি জানান, তাঁর প্রথম স্বামী ছিলেন মাদকাসক্ত। যার কারণে সেই সংসার ভেঙে যায়। প্রথম পক্ষের একটি সাত বছরের সন্তান রয়েছে তাঁর। এমন পরিস্থিতিতে ওই যুবকের প্রতিশ্রুতি ও বিশ্বাসে ভর করেই তিনি দ্বিতীয়বার বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন।

তবে, বিয়ের পরেই পালটে যায় দৃশ্যপট। ওই যুবক ও তার পরিবার তাঁকে স্ত্রী হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে। বরং বিয়ে অস্বীকার করে তাঁকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। এর ফলে চরম মানসিক যন্ত্রণায় পড়েন তিনি। স্থানীয়দের সহযোগিতায় তিনি পূর্ব আগরতলা মহিলা থানার দ্বারস্থ হন এবং প্রতারণার অভিযোগ দায়ের করেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। সমাজের একাংশ বলছে, একজন মহিলা, বিশেষ করে এক সন্তানের মা হয়ে দ্বিতীয়বার বিয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া খুবই সাহসিকতার বিষয়। সেখানে যদি প্রতারণার শিকার হন, তাহলে দোষীদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অভিযোগ গ্রহণ করা হয়েছে এবং পুরো বিষয়টি তদন্তাধীন। অভিযুক্তের বক্তব্য জানতে ওই যুবক ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের তলব করা হতে পারে বলে সূত্রের খবর। সূত্রের আরও খবর, বিষয়টি নিজেদের মধ্যে মিটমাটের চেষ্টা চলছে।

ভারী বৃষ্টিপাতের সতর্কতা: গুজরাটে লাল সতর্কতা, উত্তর-পূর্ব ভারতে বজ্রঝড়ের সম্ভাবনা, গোদাবরীতে বন্যা পরিস্থিতি

নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট : ভারতের আবহাওয়া দপ্তর আজ গুজরাটের জন্য 'লাল সতর্কতা' জারি করেছে। সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ অঞ্চলে চরম ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনার কথা জানিয়ে বলা হয়েছে, আজ এই এলাকাগুলিতে বিচ্ছিন্নভাবে অতিভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে। একই সঙ্গে মহারাষ্ট্র, বিহার, ছত্তিশগড়, রাজস্থান, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা, উত্তরাখণ্ড এবং কঙ্কণ ও গোয়াতে আগামী ২২ আগস্ট পর্যন্ত ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে দপ্তর। উত্তর-পূর্ব ভারতেও আগামী কয়েক দিন বজ্রপাত ও ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। গুয়াহাটির আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্রের মতে, মেঘালয়ে অধিকাংশ জায়গায় এবং অরুণাচল প্রদেশ, আসাম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর ও ত্রিপুরার অনেক স্থানে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। মিজোরামে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা থাকলেও, আসামের কয়েকটি এলাকায় অতিভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। বজ্রপাত ও ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের প্রায় সব রাজ্যেই।

অন্যদিকে, অন্ধ্রপ্রদেশের ইয়ানাম অঞ্চলের গৌতমী শাখায় প্রবল জলস্রোতের ফলে গোদাবরী নদীতে জলস্তর বৃদ্ধি পেয়েছে। সেচ দপ্তর জানিয়েছে, আজ প্রায় দশ লক্ষ কিউসেক জল বঙ্গোপসাগরে ছাড়া হয়েছে এবং ডাওলেশ্বরম ব্যারাজে প্রথম বন্যা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কিছু প্লাবনপ্রবণ এলাকায় জল ঢুকে পড়েছে, যার মধ্যে ফ্রান্সেটিপ্পা অন্যতম। ইয়ানাম অঞ্চলের প্রশাসক আর. মুনিসামি জানিয়েছেন, সরকার সব ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে এবং বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

মুম্বইয়ে টানা বৃষ্টির পর বৃহস্পতিবার সকালে আকাশ কিছুটা পরিষ্কার দেখা গেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় শহর এবং আশপাশের এলাকায় ৩০০ মিমি বৃষ্টিপাত হওয়ার পর, আজকের আবহাওয়া কিছুটা স্বস্তির। জ্জধঙ্গ জানিয়েছে, কঙ্কণ ও মধ্য মহারাষ্ট্রে বৃষ্টিপাতের তীব্রতা আগামী তিন দিন ধীরে ধীরে কমবে। আজ শহরের তাপমাত্রা প্রায় ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত পৌঁছতে পারে।

বৃহন্মুম্বই ইলেকট্রিক সাপ্লাই অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট বাস পরিষেবা স্বাভাবিক রয়েছে।

যদিও বৃহস্পতিবার সকালে সেন্ট্রাল এবং ওয়েস্টার্ন রেলপথের কিছু লোকাল ট্রেনে বিলম্ব হয়েছে। রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মুম্বই ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের তিনটি মেমো ট্রেন --- দিভা—বৈসর, বৈসর—বাসাই রোড এবং বাসাই রোড—দিভা --- বাতিল করা হয়েছে।

মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিস বলেন, "পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।" তিনি জানান, রাজ্যের যেসব এলাকায় এখনও ভারী বৃষ্টি হচ্ছে, সেখানে এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এবং সমস্ত রকম সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে।

আবহাওয়া দপ্তর নাগরিকদের প্রতি সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছে এবং বজ্রঝড় ও ভারী বৃষ্টির সময় অপ্রয়োজনীয়ভাবে বাইরে বের না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। একই সঙ্গে তারা "মৌসম", "মেঘদূত" ও "দামিনী" অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে নাগরিকদের আবহাওয়া সংক্রান্ত সর্বশেষ আপডেট ও সতর্কতা গ্রহণ করার পরামর্শ দিয়েছে।

মণিপুরে মাদক ও চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে কড়া অভিযান: কাকচিংয়ে হেরোইনসহ তিনজন গ্রেফতার, রাজ্যজুড়ে ৮ উগ্রবাদী ধৃত

ইম্ফল, ২১ আগস্ট : মণিপুর পুলিশ এবং নিরাপত্তা বাহিনী রাজ্যজুড়ে মাদক পাচার ও চাঁদাবাজির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯ আগস্ট কাকচিং জেলার ওয়াবাগাই লামখাই থোংখা এলাকায় ১.১২ কেজি হেরোইনসহ তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতরা হলেন থিনমাই কাইসিডিন্দো লিয়াংমেই (৫৩), লুংহিপুইলিউ (৩৭) উভয়েই তামেংলং জেলার বাসিন্দা, এবং নানাথংলিউ (৪২) কাংপোকপি জেলার বাসিন্দা।

অভিযানের সময় পুলিশ ৯১টি সাবান কেসে ভরা হেরোইন পাউডার, একটি বলেরো গাড়ি, পাঁচটি মোবাইল ফোন এবং দুটি আধার কার্ড উদ্ধার করেছে। কাকচিং থানায় একটি মামলা রুজু করা হয়েছে এবং পুরো মাদকচক্রের জাল উদঘাটনে তদন্ত চলছে। পুলিশ জানিয়েছে, রাজ্যকে মাদক চোরাচালানের রুট হিসেবে ব্যবহারের বিরুদ্ধে এই ধরনের অভিযান আরও তীব্র করা হবে।

এদিকে, ১৯ ও ২০ আগস্ট মণিপুরের বিভিন্ন জেলায় নিরাপত্তা বাহিনী অভিযান চালিয়ে ৮ জন সক্রিয় বিদ্রোহীকে গ্রেফতার করেছে, যারা বিভিন্ন নিষিদ্ধ সংগঠন যেমন কেওয়াইকেএল, কেসিপি (এম এফ এল), আরপিএফ/পিএলএ এবং প্রিপেক-এর সঙ্গে যুক্ত ছিল।

১৯ আগস্ট, কেওয়াইকেএল-র দুই সক্রিয় সদস্য জিতেন সানা আর কে ওরফে নানা (৪১) এবং জিমসন আহেইবাম (৩০) যথাক্রমে ইম্ফল ইস্টের পাংগেই এবং ইম্ফল ওয়েস্টের আওয়াংখুনৌ এলাকা থেকে ধরা পড়ে। তারা উপত্যকা এলাকায় স্পা, দোকান ও সাধারণ মানুষের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ে যুক্ত ছিল। এদিনই, কেসিপি (এমএফএল)-এর একজন সক্রিয় ক্যাডার খৈনাইজাম রবার্টসন সিংহ ওরফে খেলেম্বা (২৪)-কে ইম্ফল ওয়েস্ট জেলার লামসাং থানা এলাকার তাওথং খুনৌ থেকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে মুক্তিপণের জন্য অপহরণ, নারী নির্যাতন সংক্রান্ত হুমকি এবং ঋণ আদায়ে জবরদস্তির অভিযোগ রয়েছে।

২০ আগস্ট থৌবল জেলার ক্ষেত্রি লেইকাই এলাকা থেকে আরপিএফ/পিএলএ-র তিনজন সক্রিয় সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতরা হলেন অঙ্গম প্রেমজিৎ সিংহ ওরফে মানাওথোই (৩৩), নিংথৌজম উরিরেই দেবী (২৮) এবং লোউরেমবাম মাডোনা দেবী ওরফে মলি (২৬)। এদের কাছ থেকে একটি সুজুকি সুইফট গাড়ি, তিনটি মোবাইল, আধার, প্যান, এটিএম কার্ড, একটি নোটবুক (যাতে থৌবলের লক্ষ্যমাত্রার স্কুলগুলোর নাম ছিল) এবং ৪,০০০ নগদ উদ্ধার হয়েছে।

একই দিনে প্রেপাক-এর একজন সক্রিয় সদস্য সারাংথেম সুরেশ সিংহ ওরফে চিনলেন ওরফে বুংগো (২০)-কে ইম্ফল ইস্টের হুইকাপ এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার কাছ থেকে একটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

রাজ্য পুলিশের এক শীর্ষ কর্মকর্তা জানিয়েছেন, মণিপুরকে মাদক ও চাঁদাবাজির মুক্ত রাখতে এই ধরনের অভিযান আরও জোরদার করা হবে, এবং অপরাধমূলক নেটওয়ার্ক চিহ্নিত করে ধ্বংস করাই মূল লক্ষ্য।

তিরাপ ট্রাইবেল বেল্টে আটটি সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তির প্রতিবাদে অল আসাম ট্রাইবাল সংঘের বিক্ষোভ

কোকরাঝাড়, ২১ আগস্ট:আসাম সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার কোকরাঝাড়ে তীব্র বিক্ষোভ প্রদর্শন করল অল আসাম ট্রাইবাল সংঘ, কোকরাঝাড় জেলা কমিটি। সংরক্ষিত তিরাপ ট্রাইবেল বেল্টে আটটি নতুন সম্প্রদায়কে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এই বিক্ষোভ সংঘটিত হয়।

বিক্ষোভকারীরা রাজ্য সরকারের জারি করা সরকারি বিজ্ঞপ্তির কপি আগুনে পুড়িয়ে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানান। সংগঠনের নেতারা এই সিদ্ধান্তকে 'আদিবাসী-বিরোধী' আখ্যা দিয়ে বলেন, এটি আদিবাসী অনারসিডিউলড ট্রাইবদের অস্তিত্বের পক্ষে একটি গুরুতর হুমকি।

সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আহোম, মতক, মোরান, চুতিয়া, গোর্খা, কোচ রাজবংশী, টি-গার্ডেন কমিউনিটি এবং আদিবাসী সম্প্রদায়কে তিরাপ ট্রাইবেল বেল্টে "প্রোটেক্টেড ক্লাস অফ পার্সনস" হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই বিজ্ঞপ্তি রাজস্ব ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের পক্ষ থেকে জারি করা হয়েছে এবং অতিরিক্ত মুখ্যসচিব লামচংহোই সুইটি চাংসাং স্বাক্ষরিত। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আসামের রাজ্যপাল আসাম ল্যান্ড অ্যান্ড রেভিনিউ রেগুলেশন, ১৮৮৬ (সংশোধিত) -এর অধ্যায় এক্স -এর ধারা ১৬০(২) অনুসারে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় আয়োজিত এক রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেন মেয়র দীপক মজুমদার ও মন্ত্রী সুধাংশু দাস।

HIGH COURT OF TRIPURA
Cordially invites you to the Inauguration of The Courts of Sub-Divisional Judicial Magistrate and Civil Judge (Jr. Division) at Mohanpur under West Tripura District by Prof. (Dr.) Manik Saha, Hon'ble Chief Minister of Tripura In the august presence of Hon'ble Mr. Justice M.S. Ramachandra Rao Hon'ble Chief Justice High Court of Tripura & Sri Ratan Lal Nath Hon'ble Minister of Power, Agriculture & Farmers' Welfare, Parliamentary Affairs etc. & Hon'ble Justice Dr. T. Amarnath Goud Hon'ble Mr. Justice S. Datta Purkayastha Hon'ble Mr. Justice B. Palit (Hon'ble Judges of High Court of Tripura) on 23rd day of August, 2025, Saturday at 11:25 am.
Your gracious presence is solicited.
ICAL D 815 25

S. Sharma Roy
District & Sessions Judge West Tripura, Agartala

NOTICE INVITING e- TENDER NO:- 21/EE/AGRI/W/2025-26

The Executive Engineer, Agri. West Division on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tenders in two bid system from the eligible Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors/Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Govt. Organization of other State & Central for the following work:-

Sl. No.	Name of work & e- D.N.I.T NO.	Estimated Cost	Earnest Money	Last date of e-bidding	Date of opening	Class of Tender
1.	Project Proposal for setting up of Centre of Excellency for Flower in Tripura/SE-A) Estimate for supplying of various planting material, Bed preparation, Technical support, RPC & Fertilizer for 01 (one) year, equipment and electrification including panel boxes for cultivation under protected condition. B) Estimated cost for the Construction of Shade Net (Insect Proof) House C) Estimated cost for the Construction of Fan & Pad Semi-Automatic Green House D) Estimate cost for construction of Hardening chamber. U.No.198/Sect./Agri./Horti/2025-26	Rs. 2,33,10,000/-	Rs. 4,66,200/-	Up to 03/09/2025 AT 2.00 PM	On 03/09/2025 AT 3.00 PM (If possible)	Appropriate Class

For details, please contact with the office of the undersigned /go through the e- portal www.tripuratenders.gov.in
ICA/C/1958/25

(Dr. Debasis Deb)
Executive Engineer (West, Div-I)
For and on behalf of Governor of Tripura
Department of Agriculture & F.W Agartala, Tripura (West)

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 14/EE-V/AGT/PWD/2025-26, Dt: 13/08/2025.

The Executive Engineer, Agartala Division No.V, PWD(R&B), Agartala, West Tripura invites on' behalf of the 'Governor of Tripura' 'percentage rate e-tender' up to 3.00 PM. on 04/09/2025 for the following works:

Sl. No	Name of work (DNIeT No)	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	62/SE-II/PWD(R&B)/2025-26.	Rs. 63,85,713.00	Rs. 1,27,714.00	180 days
2	63/SE-II/PWD(R&B)/2025-26.	Rs. 80,18,156.00	Rs. 1,60,363.00	180 days
3	64/SE-II/PWD(R&B)/2025-26.	Rs. 50,31,937.00	Rs. 1,00,639.00	180 days
4	65/SE-II/PWD(R&B)/2025-26.	Rs. 89,72,575.00	Rs. 1,79,452.00	180 days
5	66/SE-II/PWD(R&B)/2025-26.	Rs. 86,20,423.00	Rs. 1,72,408.00	180 days
6	67/SE-II/PWD(R&B)/2025-26.	Rs. 60,70,308.00	Rs. 1,21,406.00	180 days
7	68/SE-II/PWD(R&B)/2025-26.	Rs. 43,85,056.00	Rs. 87,701.00	180 days
8	69/SE-II/PWD(R&B)/2025-26.	Rs. 48,67,636.00	Rs. 97,353.00	180 days
9	70/SE-II/PWD(R&B)/2025-26.	Rs. 53,44,509.00	Rs. 1,06,890.00	180 days
10	71/SE-II/PWD(R&B)/2025-26.	Rs. 48,53,493.00	Rs. 97,070.00	180 days
11	37EE-V/AGT/PWD/2025-26	Rs. 24,10,633.00	Rs. 48,213.00	120 days

For more tender details please visit the websites: https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/1948/25

(Er. D. Debbarma)
Executive Engineer
Agartala Division No. V, PWD(R&B) Agartala, West Tripura

PNIET No: 52/EE/CCD/PWD/2025-26, Dated, 14/08/2025

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/ Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD / CPWD /MES /Railway for the following work through e-procurement portal: Maintenance of Govt. residential building during the year 2025-26/S.H:- Repair/ maintenance of Type-II Qtrs. at KTS under Central-IV Sub- Division, Kunjaban, Agartala. The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in Any subsequent corrigendum will be available in the website only. The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in.
DNIET No:51/DNIT/EE/CCD/PWD/2025-26
Estimated Cost: 9,70,566.00, Earnest Money: ?19,411.00 and Time for completion: 180 days
Last date & time for online Bidding: 25/08/2025 upto 3:00 PM
ICA/C-1954/25

(B. Das)
Executive Engineer
Capital Complex Division,
PWD(Buildings)
Agartala, West Tripura.

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

স্তন ক্যান্সার হওয়ার পেছনে মূল কারণগুলি

স্তন ক্যান্সারের নাম শোনেননি এমন নারী হয়তো আপনি খুঁজে পাবেন না। কারণ বর্তমানে বিশ্বে নারীদের কাছে স্তন ক্যান্সার একটি আতঙ্কের নাম ছাড়া আর কিছুই নয়। আর এর প্রকোপ দিন দিন বেড়েই চলেছে আমাদের দেশসহ সারা বিশ্বে। আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন, কিছুদিন আগে স্তন ক্যান্সারের কারণে হলিউডের অভিনেত্রী অ্যাঞ্জেলিনা জোলি তার স্তন অপসারণ করেছেন। তাই নারীদের স্তন ক্যান্সার মোটেই হালকাভাবে নেওয়ার মতো কোনো বিষয় নয়। কিন্তু আপনি কি জানেন, আপনার দৈনন্দিন কিছু অভ্যাসের কারণে আপনিও রয়েছেন স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকিতে? আসুন এ বিষয়ে জেনে নিই কিছু দরকারি তথ্য।

বক্ষবান্ধবী সারাক্ষণ পরে থাকা ঃ সারাক্ষণ বক্ষবন্ধনী পরে থাকার কারণে ঘাম নির্গত হওয়ার অসুবিধে, আর্দ্রতা জমে থাকা, সব মিলে স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে। ঘরে থাকার সময়টুকুতে বক্ষবন্ধনী ব্যবহার না করার চেষ্টা করুন। ভুল সাইজের বক্ষবান্ধবী ব্যবহার ঃ স্তনের আকার অনুযায়ী সঠিক মাপের ব্রা ব্যবহার করুন। কেননা নয়তো এটি আপনার স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকিকে বাড়িয়ে দিতে পারে অনেকখানি। স্তনের আকারের চেয়ে বড় মাপের বক্ষবন্ধনী স্তনের টিসুযগুলোকে ঠিকমতো সাপোর্ট দিতে পারে না আবার অতিরিক্ত ছোট বা টাইট ব্রা স্তনের তরলবাহী লসিকাগুলো কেটে ফেলতে পারে।

লেবেল না দেখে ডিওডোরেন্ট কেনা ঃ আজকাল কর্মজীবী নারী হোক বা শিক্ষার্থী সারাদিনের বাইরে থাকা আর সেই সঙ্গে ঘামের দুর্গন্ধ এড়াতে ডিওডোরেন্ট ব্যবহার করেন প্রায় সবাই। এতে নিজের ফ্রেশ ভাবটা যেমন বজায় থাকে তেমনি ঘামের গন্ধের কারণে অন্য কারোর সামনেও বিব্রত হতে হয় না। কিন্তু এই ডিওডোরেন্ট কেনার সময় খেয়াল রাখুন কী কী উপাদান আছে এতে। অ্যালুমিনিয়াম বেসড উপাদান থাকলে তা স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ায়। ডিওডোরেন্ট যেহেতু আপনি প্রতিদিন ব্যবহার করেন, তাই কোন কোম্পানির পণ্যটি ব্যবহার করবেন তা আগে একজন স্কিন বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে জেনে নিন। প্লাস্টিকের বক্সে সবসময় খাবার রাখা ঃ প্লাস্টিকের বক্সে খাবার রাখা এবং বিশেষত

সেটিতেই ওভেনে গরম করা স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়াতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখে। এর চেয়ে কাচের পাত্র ব্যবহার করুন। আর প্লাস্টিকের ব্যবহার করতে চাইলে তা ফুড গ্রেড কিনা নিশ্চিত হয়ে নিন।

কেমিক্যালযুক্ত চুলের রং ব্যবহার ঃ চুল থেকে যাওয়া বা হাল ফ্যাশনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে চুলে নানা রঙের ব্যবহার, যেটিই হোক না কেন, দোকান থেকে সস্তার চুলের রং কিনে আনবেন না। এতে চুল তো পড়ে যেতে পারেই, সেই সঙ্গে এতে ব্যবহার ক্ষতিকর কেমিক্যালের কারণে হতে পারে স্তন ক্যান্সার। তাই ভালো কোম্পানির ভেষজ চুলের রং ব্যবহার করুন। আর মেহেদি ব্যবহার করলে তা একদিকে যেমন চুলের জন্য ভালো আর সেই সঙ্গে কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও নেই। এয়ার ফ্রেশনার ব্যবহার ঃ ঘরের দুর্গন্ধ দূর করতে বা সুগন্ধিযুক্ত ঘর পেতে এয়ার ফ্রেশনের ব্যবহার দিন দিন জনপ্রিয় হচ্ছে। কিন্তু এতে থাকা প্যাথালেট নামক প্লাস্টিসাইজিং কেমিক্যাল, যা সুগন্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করতে সাহায্য করে। এটির সঙ্গে স্তন ক্যান্সারের সরাসরি সম্পর্ক আছে। এর চেয়ে ফুটন্ত জলেতে এক টুকরো দারুচিনি ফেলে দিন। এবার দেখুন ঘরময় কি সুগন্ধই না ছড়াচ্ছে।

ন্যাপথলিনের ব্যবহার ঃ আলমারির কাপড়চোপড় পোকামাকড়ের হাত থেকে বাঁচাতে নেপথলিন তো আমরা ব্যবহার করেই থাকি। অনেকে আবার বাথরুমের দুর্গন্ধ এড়াতে বেসিনের সিঙ্কেও ফেলে রাখেন কয়েকটি। কিন্তু এটি পুরোটাই ক্ষতিকর কেমিক্যাল দিয়ে তৈরি, যা কেবল পোকামাকড়কে ১০০ মাইল দূরেই রাখে না, বরং আপনার স্তন ক্যান্সারের ঝুঁকিও বাড়ায় বহুগণে। এর চেয়ে নিমপাতা শুকিয়ে কাগজে মুড়িয়ে রেখে দিন। একই উপকার পাবেন। কেমিক্যালযুক্ত ক্লিনার ব্যবহার ঃ অদ্ভুত হলেও সত্যি যে, আপনার রান্নাঘরের সিঙ্ক বা কেবিনেটে যে রঙিন তরল ক্লিনার দিয়ে আপনি পরিষ্কার করছেন, তাতে থাকা কেমিক্যাল কেবল আপনার স্তন ক্যান্সারই নয় বরং অন্য ধরনের ক্যান্সার ও বিভিন্ন ধরনের ক্রমিক রোগ, যেমন মাইগ্রেন ও এলার্জিরও জন্ম দিতে পারে। তাই ক্যামিক্যালযুক্ত এই ক্লিনার ব্যবহার না করে ভিনেগার বা বেকিং সোডা দিয়ে পরিষ্কার করতে পারেন।

একই জমিতে আপেল-ড্রাগন চাষের পদ্ধতি

আপেল বলতে প্রথমেই মনে পড়ে কাশ্মীরের কথা। কিন্তু চায়ের জেলা জলপাইগুড়িতেও যে আপেল চাষ সম্ভব তা প্রমাণ করে দেখাচ্ছে জলপাইগুড়ি মোহিতনগর উদ্যান পালন গবেষণা ও উন্নত খামার। আপেলের পাশাপাশি একই জমিতে চাষ হতে পারে ড্রাগন ফ্রুটের। সুস্বাদু এবং অর্থকরী এই দুই ফলের চাষ করে লক্ষ্মীলাভ করতে পারেন আপনিও। আপেল চাষের জন্য প্রয়োজন বেলে ও বেলে-দোঁআশ মাটি। মাটির পিএইচ মাত্রা যাতে সাড়ে চার থেকে সাড়ে ছয়ের মধ্যে থাকে তা সবার আগে দেখে নিতে হবে। আপেল গাছের চারা নির্বাচন আর একটি বড় ফ্যাক্টর। বাজারে হরেক রকম চারা পাওয়া গেলেও প্রতিষ্ঠিত নার্সারির সঙ্গে আপেল চারার জন্য যোগাযোগ রাখতে হবে। সেক্ষেত্রে টিস্যু কালচার ভ্যারাইটির পাশাপাশি ডরসেট এবং আন্না ভ্যারাইটির চারাই চাষের জন্য নির্বাচন করুন।

গাছ বোনার ক্ষেত্রে প্রথমে জমি তৈরি করুন। গোবর সারের সঙ্গে মিশ্রণ তৈরি করুন মাটির। সেই সঙ্গে দিতে হবে ভার্মি কম্পোস এবং নিমখোল। আট থেকে দশ ফুট অন্তর আপেল গাছের চারা রোপণ করুন। পরিচর্যার ক্ষেত্রে শীতকালে একদিন অন্তর পরিমাণ মতো জল দিতে হবে। তবে জল দেওয়ার ক্ষেত্রে মাথায় রাখতে হবে অতিরিক্ত জল যাতে না দেওয়া হয়। তাতে গাছের গোড়া পচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। গাছের গোড়া পচে গেলে অবধারিতভাবে গাছ মরে যাবেই। আপেল গাছ ফল দিতে সময় লাগে বড় জোর দুই থেকে তিন বছর। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে গাছে ফলনের পরিমাণ বাড়ে। বাজারে চাহিদা থাকায় ভাল দামে ফল বিক্রি সম্ভব। আপেলের মতোই জলপাইগুড়ির মাটি এবং তাপমাত্রা ড্রাগন ফ্রুট চাষের পক্ষে উপযুক্ত। বিদেশি এই ফলের বাজারে যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। খোলা বাজারে এমনকী শপিং মলে পাঁচশো টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে এই ফল। ফণীমনসা গাছের মতো দেখতে হলেও ড্রাগন ফ্রুট এক ধরনের লতানো গাছ। একটু বড় হলেই এর অবলম্বন দরকার। আপেল গাছের পাশে জমিতে ড্রাগন ফ্রুট চাষ করাই যেতে পারে। যে কোনও নার্সারি পাশাপাশি সরকারি নার্সারিতে ড্রাগন ফ্রুটের চারা পাওয়া যায়। গোবর সার দিয়ে মাটি তৈরি করে চারা বুনে দিন। কিছুটা বড় হলে অবলম্বনের প্রয়োজন বুঝে মাচা তৈরি করে দিন। দুই-আড়াই বছর পর দেখবেন ঝুলে রয়েছে সুস্বাদু ড্রাগন ফ্রুট।

প্রেগন্যান্সির মধ্যে অন্তত দুই বছরের গ্যাপ থাকা উচিত

প্রেগন্যান্সি অ্যাসোসিয়েশন-এর রিপোর্ট অনুযায়ী সিজারিয়ান ডেলিভারির পরও ৯০ শতাংশ মায়েরা পরবর্তী প্রেগন্যান্সিতে নরমাল ভেজাইনাল ডেলিভারি করানোার জন্য উপযুক্ত থাকেন। এদের মধ্যে ৬০-৭০ শতাংশ মায়েরা কোনো সমস্যা ছাড়াই সফলভাবে নরমাল ভেজাইনাল ডেলিভারি সম্ভব হয়। কিন্তু ডেলিভারি ট্রায়াল দেওয়ার আগে দেখে নিতে হবে কোনো কোনো মা এই ডেলিভারির জন্য উপযুক্ত। এজন্য আগের সিজার সম্পর্কে কিছু তথ্য নিতে হবে। যেমন —

আগের সিজারের সংখ্যা ঃ যাদের আগে একটি সিজার রয়েছে, তারাই কেবলমাত্র পরে ভেজাইনাল ডেলিভারি ট্রায়াল দিতে পারবে।

কী কারণে সিজার হয়? সিজার এমন কিছু কারণে হয় যা পুনরাবৃত্তি হবার আশঙ্কা কম যেমন, বাচ্চার অ্যাবনরমাল

পজিশনের কারণে সিজার হলে কিংবা বাচ্চা বা মায়ের কোনো সমস্যার কারণে সিজার হলে যা বর্তমান প্রেগন্যান্সিতে অনুপস্থিত।

আগে সিজারের স্থানটি কতটুকু মজবুত আছে?

জরায়ুর নিচের অংশে সেলাই এর ক্ষেত্রেই কেবল পরবর্তীতে ভেজাইনাল ডেলিভারি ট্রায়াল দেবার সুযোগ থাকে, এক্ষেত্রে পূর্বের সেলাই ফেটে যাবার আশঙ্কা ০.৫ শতাংশ থেকে ১.৫ শতাংশ। অন্যদিকে ক্লাসিক্যাল সিজারের ক্ষেত্রে সেলাই ফাটার হার ৪ থেকে ৯ শতাংশ। দুই প্রেগন্যান্সির মধ্যে অন্তত দুই বছরের গ্যাপ থাকা উচিত, আগের সেলাইয়ের স্থানটি মজবুত হয়। আগের প্রেগন্যান্সিতে প্লাসেন্টা প্রিভিয়া থাকলে বা সিজারের পর ইনফেকশন হলে সেলাইয়ের স্থানটি দুর্বল করে ফেলে যা পরে ফেটে যাবার আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়।

এছাড়া বর্তমান প্রেগন্যান্সিতে মায়ের অন্য কোনো জটিলতা যেমন উচ্চ রক্তচাপ বা ডায়াবেটিস থাকলে তাকে নরমাল ডেলিভারি ট্রায়ালের জন্য উপযুক্ত ধরা হয় না। বাচ্চার ওজন চার কেজির কম থাকা এবং প্রসবের রাস্তা প্রশস্ত থাকাও ভেজাইনাল ডেলিভারি একটি পূর্ব শর্ত।সবকিছু ঠিক থাকলে এই ডেলিভারির সুবিধা অসুবিধা মা ও অভিভাবকদের অবহিত করতে হবে। ডেলিভারিতে এমন হস্পিটালে ট্রায়াল দিতে হবে যেখানে ইমারজেন্সি সিজার করার দরকার হলে তা দ্রুত এরেঞ্জ করা সম্ভব। বাচ্চা এবং মায়ের নিবিড় পর্যবেক্ষণ করাটা এক্ষেত্রে জরুরি বিষয়। উন্নত দেশে লেবারের সময় সি টি জি মেশিনের মাধ্যমে বাচ্চাকে সার্বক্ষণিক মনিটরিং করা হয়।

২০ থেকে ৫০ ভাগ ক্ষেত্রে ভেজাইনাল ডেলিভারি সম্ভব হয় না এবং ইমার্জেন্সিস সিজারের দরকার হয়। এই ডেলিভারি সম্ভব হয় না এবং ইমার্জেন্সিস সিজারের দরকার হয়। এই ডেলিভারির সময় সঠিক মনিটরিং না হলে মা ও বাচ্চার জটিলতার হার বেড়ে যায়। অপরদিকে সফল ভেজাইনাল ডেলিভারির মাধ্যমে শরীরে বাড়তি অস্ত্রপাচার এড়ানো যায়। শরীরের অস্ত্রোপাচারের সংখ্যা বাড়ার সাথে সাথে টিস্যু এডহেশন এবং টিস্যু ইনজুরির সম্ভাবনা বেড়ে যায় এবং এই ডেলিভারির অস্ত্রপাচারজনিত সমস্ত রিস্ক থেকে মুক্ত।

কিন্তু আমাদের দেশে বেশিরভাগ হাসপাতালে এই প্র্যাকটিস করা হয় না, এর কারণ দক্ষ লোকবলের অভাব।

শরীর সুস্থ রাখতে শরীরচর্চা করা খুবই জরুরি

শরীর সুস্থ রাখতে শরীরচর্চা করা খুবই জরুরি। শরীরচর্চা করলে বহু রোগ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। কর্ম ব্যবস্তার জন্য এখন আমরা সবাই সময় পেলেই কিছুটা সময়জিমে কাটাই। কিন্তু জিমে গিয়ে ওয়ার্কআউট বা শরীরচর্চা করার বেশ কিছুনিয়ম আমরা মেনে চলি না। আর তার ফলে উল্টো ফলপাওয়া যায় শরীর ভাল রাখতে শরীরচর্চা করতে গিয়ে উল্টে শরীরটাকে আরও খারাপ করে ফেলি। অনেকেই জানেন না, ওয়ার্কআউট করার আগে কোন কোন খাবার খাওয়া মোটেই উচিৎ নয়। তাই জেনে নিন, শরীরচর্চা করার আগে কোন কোন খাবার ভুল করেও খাবেন না-১) যে সমস্ত খাবারে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে, ওয়ার্কআউট করার আগে সেই সমস্ত খাবার একেবারেই খাবেন না। ২) সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, ওয়ার্কআউট করার আগে মশলাদার খাবার খেলে হজমের সমস্যা হতে পারে।

৩) ওয়ার্কআউট করার আগে অনেককেই ফলের রস খেতে দেখা যায়। কিন্তু চিকিৎসকরা জানাচ্চেন, যেহেতু ফলের রসেপ্রচুর পরিমাণে মিষ্টি থাকে, তাই তা সহজে হজম হয় না। এর ফলে শরীরচর্চা করার আগে ফলের রস খেলে পাকস্থলীতে ব্যথা হতে পারে।

৪) দগ্ধজাত দ্রব্য, যেমন, চিজ, দুধ দই পনীর অবশ্যই ওয়ার্কআউট করার আগ বাদ দেওয়া প্রয়োজন। কারণ, এর ফলে বমি বমি ভাব, পেটে ব্যথা এবং এনার্জি লেভেলও কমে যায়। দুগ্ধজাত দ্রব্য দেরিতে হজম হয়।

৫) কাঁচা সবজি যেমন, ব্রকোলি, ব্রাসেল স্প্রাউট, ফুলকপিতে অনেক উপকারী গুণাগুণ রয়েকেরার আগে কোন কোন খাবার খাওয়া মোটেই উচিৎ নয়। তাই জেনে নিন, শরীরচর্চা করার আগে কোন কোন খাবার ভুল করেও খাবেন না-১) যে সমস্ত খাবারে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে, ওয়ার্কআউট করার আগে সেই সমস্ত খাবার একেবারেই খছ। আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য এগুলো খুবই উপকারী। কিন্তু ওয়ার্কআউট করার আগে এই সমস্তকাঁচা সবজি একবোরেই খাওয়া উচিৎ নয়। এই সমস্ত সবজিতে দুষ্পাচ্য কার্বস থাকে। যা পেট ফাঁপা এবং গ্যাসের সমস্যা তৈরি করে।ওয়ার্কআউট করার আগে কাঁচা সবজি কিংবা স্যালাড হজমের গোলমাল করে।

লিভারের রোগ সারাতে অতুলনীয় তেতুল

আজকাল অনেকেই ফ্যাটি লিভারে ভুগছেন। লিভারে চর্বি জমে এই সমস্যার সৃষ্টি হয়। মুঠো ভর ওষুধ খেয়েও এই সমস্যা দমিয়ে রাখা কঠিন হয়ে যায়। তবে প্রাকৃতিকভাবে যে লিভার পরিষ্কার করা সম্ভব তা অনেকেরই অজানা। যে কোনও ধরনের লিভারের সমস্যা মোকাবিলায় উপকারী তেঁতুল। এটি শরীর থেকে ক্ষতিকর সব পদার্থ বের করে দেয়। সেই সঙ্গে হজম প্রক্রিয়াও তরান্বিত করে। তেঁতুল লিভার সুরক্ষায় বেশ কার্যকর। এটি খারাপ কো কোলেস্টেরল ধ্বংস করে সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করে। দুই মুঠো খোসা ছাড়ানো পাকা তেঁতুল নিন, সঙ্গে এক লিটার জল ও মধু। একটি ব্লেন্ডারে তেঁতুল ও জল মিশিয়ে ভাল করে ব্লেন্ড

করুন। এরপর মিশ্রণটি ছেঁকে নিন। সঙ্গে সামান্য মধু মিশিয়ে পান করুন। এই পানীয়টি সারাদিন সংরক্ষণ করতে পারবেন। প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় এই পানীয়টি পান করতে হবে। আপনি এই তেঁতুল পানীয়টি প্রতিদিন কেন পান করবেন?

এক) তেঁতুলে থাকা ল্যাক্সেটিভ উপাদান কোষ্ঠাকাঠিন্যের সমস্যা সমাধানে বেশ কার্যকর।

দুই) এই পানীয় শরীরের ক্ষতিকর টক্সিন বের করতে সক্ষম। এজন্য লিভারে জমা ফ্যাট গলে যায়। এতে করে আপনার লিভারের বয়স ২০ বছরের মতোই তরুণ লাগবে। তিন) কোলন ক্যান্সারের সমস্যায় অনেকেই ভুগে থাকেন। জানেন কি? তেঁতুলের এই পানীয় আপনার কোলনকে পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করবে।

৪) উচ্চ মাত্রায় অ্যান্টি অক্সিডেন্ট রয়েছে তেঁতুল। এটি আপনার ত্বককে বুড়িয়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করবে।

পাঁচ) হৃদরোগের যাবতীয় সমস্যার সমাধান করবে তেঁতুলের এই পানীয়।

কুমড়া ফুল খাওয়ার উপকারিতা

কুমড়ো ফুল খেতে অনেকেই ভালোবাসে। অনেকে কুমড়োর ফুল সিদ্ধকরে, বেটে, রান্না করে কিংবা ভেজে খাওয়া হয়। এ ফুল অবশ্য কাঁচাও খাওয়া যায়। ক্যালরির পরিমাণ খুব কম, ফ্যাটের পরিমাণ না থাকায় এ ফুলটি খাবারের ভালো উৎস। কুমড়ার ফুলে সামান্য পরিমাণে প্রোটিন এবং প্রচুর পরিমাণে খনিজ, যেমন- ফসফরাস, আয়রন, সেলেনিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম থাকায় এটি শরীরের জন্য দারুণ উপকারী। মিষ্টি কুমড়ার মতো এতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বি ১, বি ২ ও বি ৩ রয়েছে। নিয়মিত কুমড়ার ফুল খেলে যেসব উপকারিতা পাওয়া যায়-অ্যান্টি অক্সিডেন্টসমৃদ্ধ কুমড়ার ফুল ত্বকের তারুণ্য বজায় রাখে। এছাড়া এতে থাকা ভিটামিন সি দাঁতের স্বাস্থ্য সুরক্ষা করে। ভিটামিন সি ক্যালসিয়ামের সঠিক শোষণ করে। এ কারণে নিয়মিত কুমড়ার ফুল খেলে হাড় মজবুত হয়। আর হাড় শক্ত হলে অস্টিওপোরোসিস রোগ হওয়ার ঝুঁকি কম থাকে।

কোয়েল পাখি পালন করে আয়ের সুযোগ

কোয়েল পাখি পালন খুবই লাভজনক ব্যবসা। এই ব্যবসার মাধ্যমে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের বড় সুযোগ রয়েছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারাও কোয়েল পাখি পালন করে আয়ের নয়া দিশা দেখতে পারেন। নদীয় জেলার হাঁসখালি ব্লকের বগুলা এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কোয়েল পালক জানিয়েছেন, তিনি চার বছর আগে কোয়েলের ব্যবসা শুরু করেন। বর্তমানে তার কোয়েলের দুটো ফার্ম রয়েছে। দুর্গাপুজোর আগে তিনি আরও দুটো ফার্ম চালু করবেন। দুটো ফার্মে মোট ৫,৬০০ পাখি রয়েছে। মাসে তিনি ৯ হাজার ৬০০ ডিম পাচ্ছেন। হ্যাচিং করে মাসে সাত হাজার ২০০টি বাচ্চা পেয়ে থাকেন। জন্মের সময় একটি বাচ্চার ওজন থাকে ৬ গ্রাম। দশ দিনে বাচ্চার ওজন হয় ২৫ গ্রাম। ১০ টাকা প্রতি পিস হিসেবে তিনি কোয়েলের বাচ্চা বিক্রি করে থাকেন। কেন্দ্রীয় কোয়েল বিপণন কেন্দ্র মুম্বাইয়ে তিনি কোয়েলের বাচ্চা সরবরাহ করে থাকেন। এছাড়া রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় মুরগির বাচ্চার সঙ্গে তিনি কোয়েল পাখির বাচ্চা সরবরাহ করে থাকেন। কীভাবে কোয়েল পালন করতে হবে, উত্তরে তিনি জানিয়েছেন, এক ফুট বাই চার ফুট বা তিন ফুট খাঁচায় ৬০টির মতো কোয়েল পাখি রাখা যায়। কোয়েল তার জীবনচক্রে ৬০০ গ্রামের মতো খাবার খায়। কোয়েলের তেমন কোনও রোগ-ব্যাধি নেই। ফলে টিকা দেওয়া কিংবা ওষুধের খরচও সেভাবে নেই বললেই চলে। কোয়েল পালনে ব্যাঙ্ক ঋণেরও সুযোগ রয়েছে। টালিগঞ্জ সরকারি খামার থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি কোয়েলের ব্যবসা করছেন। টালিগঞ্জ স্টেট পোলট্রি ফার্মের উপ অধিকর্তা ড. অনুপম দাস জানিয়েছেন, তাদের ফার্ম থেকে কোয়েল পালনের উপর প্রতি মাসে ১৫ দিনের নিখরচায় ট্রেনিং দেওয়া হয়ে থাকে। যে কেউ চাইলে এখান থেকে ওই ট্রেনিং নিতে পারেন। ইতিমধ্যে তাদের ফার্ম থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে বিভিন্ন জেলার বহু বেকার যুবক-যুবতি কোয়েল পালন করে বর্তমানে স্বনির্ভর হয়েছেন। টালিগঞ্জ স্টেট পোলট্রি ফার্ম থেকে ৪০ দিনের ১৮০ গ্রাম ওজনের পুরুষ কোয়েল পাখি ৩৫ টাকা এবং ২০০ গ্রাম ওজনের স্ত্রী কোয়েল পাখি ৪০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। রাজ্য সরকারের লাইভ স্টক ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন নিজস্ব বিপণন কেন্দ্র থেকে কোয়েলের মাংস বিক্রি হয়ে থাকে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, কোয়েলের মাংস কোলেস্টেরল মুক্ত।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় লায়ন্স ক্লাবের উদ্যোগে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে বর্বর নির্যাতনের অভিযোগে জম্মু-কাশ্মীরে ডিএসপি সহ ৬ পুলিশ কর্মকর্তা গ্রেপ্তার

শ্রীনগর/নয়াদিল্লি, ২১ আগস্ট : সুপ্রিম কোর্টের কড়া নির্দেশনার পর জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলায় পুলিশ হেফাজতে বর্বর নির্যাতনের ঘটনায় ৬ পুলিশ কর্মকর্তাকে গ্রেপ্তার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা সিবিআই। অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ (ডিএসপি) আইজাজ আহমদ নাইকু এবং ইন্সপেক্টর রিয়াজ আহমদ। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে খুরশিদ আহমদ চৌহান নামের এক পুলিশ সদস্যকে বেআইনিভাবে আটক করে তিন দিন ধরে অমানবিক নির্যাতন চালানোর অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে।

সুপ্রিম কোর্ট মামলাটিকে "ভারতের পুলিশি ইতিহাসে অন্যতম নৃশংস ঘটনা" বলে আখ্যায়িত করেছে। আদালতের পর্যবেক্ষণে বলা হয়, এই নির্যাতনের মাত্রা এতটাই ভয়ঙ্কর যে, চৌহানের যৌনাঙ্গ সম্পূর্ণরূপে বিকৃত করা হয়, যা কোনোভাবেই আত্ম-আঘাত হিসেবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। শ্রীনগরের শের-ই-কাশ্মীর ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্সেস-এর মেডিকেল রিপোর্টেও এই বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।

ঘটনার পর পুলিশ দাবি করে, চৌহান আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন। তবে আদালত এই থিয়োরি সরাসরি খারিজ করে জানায়, "কেউ নিজেই নিজের অণ্ডকোষ ছিন্ন করবে, এমন ধারণা একেবারেই অযৌক্তিক ও অবাস্তব।"

এই মামলায় জম্মু ও কাশ্মীর হাইকোর্টকেও তীব্র ভর্ৎসনা করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

আদালত বলেছে, হাইকোর্ট একটি গুরুতর আইনগত ভুল করেছে যখন তারা অভিযুক্ত এসএসপি-কেই তদন্তের দায়িত্ব দেয়, যার অধীনে এই নির্যাতন ঘটেছে। আদালতের মতে, এটি "প্রাকৃতিক বিচারবিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।"

এই মামলাটি সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছানোর পেছনে প্রধান ভূমিকা পালন করেছেন নির্যাতিত পুলিশ সদস্য খুরশিদ আহমদ চৌহানের স্ত্রী। স্থানীয় প্রশাসন এবং হাইকোর্টে বিচার না পেয়ে তিনি শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হন, যেখানে তার আবেদন আমলে নিয়ে আদালত সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় এবং গ্রেপ্তারের পথ সুগম করে। সিবিআই ইতিমধ্যে ৬ জন অভিযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে চজ্জর্ট রুজু করেছে এবং তাদের গ্রেপ্তার করেছে।

এই ঘটনার মাধ্যমে আবারও প্রমাণ হলো, দেশের সর্বোচ্চ আদালতের হস্তক্ষেপ ছাড়া অনেক সময় বিচার পাওয়া সাধারণ নাগরিকের পক্ষে সম্ভব হয় না, বিশেষ করে যখন রাষ্ট্রের নিজের সংস্থাই অপরাধে জড়িয়ে পড়ে।

যুক্তরাষ্ট্র-ভারত সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে নিকি হ্যালির কড়া বার্তা: "ভারতকে প্রতিপক্ষ নয়, অংশীদার হিসেবে দেখতে হবে"

ওয়াশিংটন, ২১ আগস্ট :যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক জাতিসংঘে রাষ্ট্রদূত এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত রিপাবলিকান নেত্রী নিকি হ্যালি সম্প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বার্তা দিয়েছেন যেখানে তিনি সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সতর্ক করে বলেন, ভারতকে চীনের মতো প্রতিপক্ষ হিসেবে বিবেচনা করা হবে একটি মারাত্মক কৌশলগত ভুল। তার মতে, বর্তমান পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক "ভাঙনের মুখে" দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং এই সম্পর্ক পুনরুদ্ধার করা না গেলে চীনের বৈশ্বিক আধিপত্য রোধ করা সম্ভব হবে না।

নিকি হ্যালি এই বক্তব্য দেন এক নিবন্ধে, যেখানে তিনি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেন, কেন ভারতকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতিতে কেন্দ্রীয় অংশীদার হিসেবে বিবেচনা করা উচিত এবং কেন চীনের সঙ্গে সমীকরণ টানা উচিত নয়।

সম্প্রতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন ভারতের বিরুদ্ধে ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে, কারণ ভারত রাশিয়া থেকে তেল আমদানি অব্যাহত রেখেছে। এই সিদ্ধান্ত এমন সময়ে এলো যখন ভারতীয় পণ্যের ওপর আগেই অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক বসানো হয়েছিল, ফলে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও উত্তেজনাকর হয়ে উঠেছে।

এই শুল্ক আরোপের ঘটনা শুধু বাণিজ্যিক চাপ সৃষ্টি করেনি, বরং কূটনৈতিক অস্বস্তিও তৈরি করেছে। বিশেষ করে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধবিরতির বিষয়ে মার্কিন মধ্যস্থতা প্রত্যাখ্যান করায় দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের জটিলতা আরও বেড়েছে। হ্যালি এই প্রেক্ষাপটেই সতর্ক করে বলেন, "এই ধরনের সিদ্ধান্ত দীর্ঘদিন ধরে গড়ে ওঠা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলতে পারে।"

নিকি হ্যালি তার লেখায় জোর দিয়ে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের চীনবিরোধী কৌশলে ভারত সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিত্র হতে পারে। তিনি লিখেছেন, "চীনের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিযোগিতা এবং 'শক্তির মাধ্যমে শান্তি' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভারত-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ককে নতুন করে শক্তিশালী করা অপরিহার্য।" তিনি আরও বলেন, "চীন, যারা রাশিয়ার অন্যতম বৃহৎ তেল ক্রেতা, তারা এখনো কোনো নিষেধাজ্ঞার সম্মুখীন হয়নি। অথচ ভারতকে শাস্তির মুখে ফেলা হচ্ছে। এটি দ্বৈত নীতির প্রতিফলন এবং যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থের পরিপন্থী।"

হ্যালির মতে, ভারত হলো এমন একটি গণতান্ত্রিক শক্তি যেটি চীনের মতো কমিউনিস্ট শক্তি নয়, বরং বিশ্বব্যবস্থার মধ্যে ভারসাম্য আনার সক্ষমতা রাখে। তিনি সতর্ক করে বলেন, "চীনা আধিপত্য মোকাবিলার একমাত্র কার্যকর পথ হলো ভারতকে পাশে রাখা। ২৫ বছরের সম্পর্কের অগ্রগতি যদি নষ্ট হয়ে যায়, তবে সেটি হবে কৌশলগত বিপর্যয়।"

হ্যালি ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির দিকটি তুলে ধরেছেন, যেটি বর্তমানে বিশ্বের দ্রুততম বর্ধনশীল অর্থনীতির স্বীকৃতি পেয়েছে। তার মতে, "যুক্তরাষ্ট্র যখন উৎপাদনশীলতা দেশে ফিরিয়ে আনতে চাচ্ছে, তখন ভারতই একমাত্র দেশ যেটি চীনের মতো উৎপাদন ক্ষমতা ধারণ করে। টেক্সটাইল, সস্তা মোবাইল ফোন, সৌর প্যানেলএই সব পণ্যের জন্য ভারত বিকল্প হতে পারে।"

প্রতিরক্ষা খাতেও ভারতের গুরুত্ব বাড়ছে উল্লেখ করে হ্যালি বলেন, "ভারত এখন ইসরায়েলের মতো মার্কিন মিত্রদের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ প্রতিরক্ষা সম্পর্ক গড়ে তুলছে। এতে ভারত শুধু একটি গুরুত্বপূর্ণ অস্ত্রবাজার নয়, বরং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।" হ্যালি আরও বলেন, "যুক্তরাষ্ট্র যখন মধ্যপ্রাচ্য থেকে ধীরে ধীরে নিজেদের সেনা ও অর্থনীতি প্রত্যাহার করছে, তখন ভারতের ক্রমবর্ধমান প্রভাব সেখানে একটি ভারসাম্য রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে।"

চীনের বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ এবং দক্ষিণ চীন সাগরে আগ্রাসী কৌশলের বিপরীতে ভারত একটি প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধক। হ্যালির ভাষায়, "ভারতের অবস্থান এমন জায়গায়, যা চীনের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য ও জ্বালানি চলাচলের পথ। কোনও বড় সংঘাতের সময় ভারতের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান চীনের কৌশলকে কঠিন করে তুলবে।" হ্যালি মনে করেন, ভারতের দীর্ঘমেয়াদি উত্থান চীনের জন্য একটি কৌশলগত চ্যালেঞ্জ। তিনি লিখেছেন, "ভারত ২০২৩ সালে চীনকে ছাড়িয়ে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ হয়েছে। তাদের তরুণ কর্মশক্তি, উদীয়মান প্রযুক্তি খাত এবং গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কাঠামো বিশ্বব্যবস্থায় ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম।"

"ভারতের উত্থান বিশ্ব গণতন্ত্রের জন্য হুমকি নয়; বরং এটি মুক্ত বিশ্বের পক্ষে একটি শক্তিশালী মিত্র। চীনের মতো একনায়কতান্ত্রিক শক্তি নয়, ভারত একটি স্থিতিশীল ও মানবিক নেতৃত্বের প্রতীক," বলেন হ্যালি। নিকি হ্যালি ছিলেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনের সময়কালে (২০১৭-২০১৮) জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত। তিনি প্রথম ভারতীয়-আমেরিকান নারী যিনি মার্কিন প্রেসিডেন্টের মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন।

যদিও হ্যালি ২০২৪ সালের মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রাথমিক পর্যায়ে ট্রাম্পের সমালোচনা করেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তিনি ট্রাম্পকে সমর্থন করেন। তবে এখনো নীতি-ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ট্রাম্পের অবস্থানের বিরোধিতা করে থাকেন।

বিশালগড়ে বাইক ও বোলেরো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত গৃহবধূ, আটক গাড়ি চালক

আগরতলা, ২১ আগস্ট : বাইক ও বোলেরো গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে গুরুতর আহত হলেন এক মহিলা। বৃহস্পতিবার দুপুরে বিশালগড় মহকুমার কড়ইমুড়া আমতলা এলাকায় ঘটে যায় এই দুর্ঘটনা। আহত মহিলার নাম সঞ্জনা আক্তার। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দ্রুত বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ইতিমধ্যে ঘাতক বোলেরো গাড়ি ও তার চালককে আটক করেছে পুলিশ।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, সঞ্জনা আক্তার তাঁর স্বামী দিলওয়ার হোসেনের সঙ্গে বাইকে করে সোনামুড়ার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। দুপুরবেলা কড়ইমুড়া আমতলা এলাকায় পৌঁছনোর পর হঠাৎ একটি বোলেরো গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকে ধাক্কা মারে। ধাক্কার জেরে সঞ্জনা আক্তার ছিটকে পড়ে গিয়ে মারাত্মকভাবে আহত হন।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশালগড় দমকল বাহিনীর কর্মীরা। তাঁরা আহত মহিলাকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, তাঁর শরীরে একাধিক আঘাত রয়েছে এবং চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাখা হয়েছে।

এদিকে বিশালগড় থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘাতক বোলেরো গাড়িটিকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। গাড়িচালককেও হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দুর্ঘটনা সংক্রান্ত একটি মামলা রুজু করা হয়েছে এবং ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, কড়ইমুড়া আমতলা এলাকা প্রায়শই দুর্ঘটনাপ্রবণ হয়ে উঠছে। অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চলাচল এবং ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের অভাবকে তাঁরা এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী করছেন। বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। প্রসঙ্গত, সড়ক নিরাপত্তা এবং ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিয়ে ফের প্রশ্ন তুলে দিল এই ঘটনা। সাধারণ মানুষের আশা, আহত সঞ্জনা আক্তার দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠবেন এবং পুলিশ যথাযথ তদন্ত করে দেখবে।

আগরতলা স্মার্ট সিটি প্রকল্পে গাফিলতির অভিযোগে সরব সিপিআইএম

আগরতলা, ২১ আগস্ট: আগরতলা পুর নিগম ও স্মার্ট সিটি প্রকল্পের কাজ নিয়ে তীব্র আক্রমণ শানালো সিপিআইএম।

বৃহস্পতিবার দলীয় রাজ্য কার্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করে প্রাক্তন পরিবহন মন্ত্রী মানিক দে অভিযোগ করেন, "কেন্দ্র সরকার বলেছিল স্মার্টসিটির জন্য ৫০০ কোটি টাকা দেবে কেন্দ্র এবং ৫০০ কোটি টাকা রাজ্য সরকারকে দিতে হবে। তারপর কেন্দ্র থেকে ডিপিআর-এর একটি টিম আগরতলায় আসে। তারপর তিন হাজার কোটি টাকার হিসেব দেয় ডিপিআর টিম। তখন রাজ্য সরকারকে তারা বলে আপাতত কাজ শুরু করার জন্য। স্মার্ট সিটি প্রকল্পের জন্য কেন্দ্র ৪৯০ কোটি টাকা দিয়েছে, রাজ্য সরকার এখন পযর্ন মাত্র ৫২ কোটি টাকা দিয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে হাতে গোনা কয়েকটি কাজ ছাড়া প্রকল্পের কোনো অগ্রগতি নেই।

তিনি অভিযোগ করে বলেন, "স্মার্টসিটির মূল পরিকল্পনাই ছিল উন্নতমানের নিকাশী ব্যবস্থা, আধুনিক গাড়ি পার্কিং, পুকুর সংস্কার, হকারদের জন্য ব্যবস্থা, অল সিজন রোড নির্মাণ ও আখাউড়া রোডের বস্তিবাসীদের বহুতল ভবনে পুনর্বাসন। কিন্তু এসব কিছুই বাস্তবায়িত হয়নি। বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের উদ্যোগও নেওয়া হয়নি।"

মানিক দে সরাসরি আগরতলা পুর নিগমের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে বলেন, "মেয়র দীপক মজুমদার শুধু ঘুরছেন আর ছবি তুলছেন। একটি বাজারও আধুনিক করা হয়নি। আগের বাম সরকার যেমন নতুন মার্কেট, বহু-বিল্ডিং নির্মাণ করে ব্যবসায়ী ও বস্তিবাসীদের স্বার্থে কাজ করেছিল, বর্তমান সরকার তেমন কিছুই করেনি। এখন বাজারে নোংরা পরিবেশ, রাস্তাঘাটের হাল বেহাল, স্ট্রিট লাইট অকার্যকর অবস্থায় পড়ে আছে।"

তিনি দাবি করেন, স্মার্ট সিটি প্রকল্পে হাজার কোটি টাকার ব্যাখ্যা রাজ্য সরকারের প্রকাশ্যে দেওয়া উচিত। কেন্দ্র থেকে টাকা এলেও সেই অর্থ যথাযথভাবে কাজে লাগানো হয়নি বলেও এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে অভিযোগ করেন তিনি।

মুঙ্গিয়াকামি বাজারে সাব-সেন্টার নির্মাণে বাধা, ঘটনাস্থলে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

তেলিয়ামুড়া, ২১ আগস্ট : তেলিয়ামুড়া মহকুমার অন্তর্গত মুঙ্গিয়াকামি বাজারে নির্মীয়মান একটি সাব-সেন্টারের কাজে বাধা সৃষ্টি করল একাংশ স্থানীয় যুবক। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার দুপুরে ওই যুবকরা জোরপূর্বক নির্মাণকাজে বাঁধা দেন। যার ফলে চাঞ্চল্য ছড়ায় এলাকায়। ঘটনার খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছান রাজ্যের জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা জানান, রাজ্য জুড়ে কেন্দ্র ও ত্রিপুরা সরকারের যৌথ উদ্যোগে একের পর এক জনকল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে মুঙ্গিয়াকামিতে স্বাস্থ্য পরিকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে সাব-সেন্টার নির্মাণ করা হচ্ছে। অথচ একাংশ স্থানীয় মাফিয়া চক্র উন্নয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করছে, যা কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না।

সাথে তিনি যোগ করেন, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি চালু হলে মুঙ্গিয়াকামি সহ পার্শবর্তী বহু মানুষ উপকৃত হবেন। তাই নির্মাণ কাজে বাধা দেওয়াটা জনবিরোধী কাজ। যারা এই কাজে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঘটনাস্থলে মন্ত্রীর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণপুর মণ্ডলের বিজেপি সভাপতি ধনঞ্জয় দাস এবং অন্যান্য কর্মী-সমর্থকেরা। এদিনের ঘটনার পর প্রশাসনের পক্ষ থেকেও বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

এদিকে স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, বহুদিন ধরেই মুঙ্গিয়াকামিতে একটি স্থায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দাবি ছিল। নতুন সাব-সেন্টার চালু হলে এলাকার চিকিৎসা-সংক্রান্ত সমস্যা অনেকটাই কমবে বলে তারা আশা প্রকাশ করেন।

আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালে জাতীয় ওরাল হাইজিন দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট: আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালে পেরিওডন্টোলজি বিভাগে ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব পেরিওডন্টোলজি এর সহযোগিতায় গত ১ আগস্ট জাতীয় ওরাল হাইজিন দিবস পালন করা হয়। পিরিওডন্টোলজির অন্যতম পথিকৃৎ ডাঃ জি বি শঙ্কল্কারএর স্মরণে এই দিবসটি পালন করা হয়ে থাকে। জাতীয় ওরাল হাইজিন দিবস পালনের মূল উদ্দেশ্য হল মানুষের দাঁত ও মুখের স্বাস্থ্য রক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

তাছাড়া ডেন্টাল রোগ যেমন ক্যাভিটি, মাড়ির রোগ, মুখের দুর্গন্ধ ইত্যাদি প্রতিরোধে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করা এবং নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করা, মাউথওয়াশ ব্যবহার করা, ডেন্টাল চেকআপ করা ইত্যাদির গুরুত্ব সম্পর্কে সকলের মধ্যে সচেতনতা তৈরীতে জাতীয় ওরাল হাইজিন দিবস পালন করা হয়। বর্তমানে আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালে পেরিওডন্টোলজি বিভাগে রোগীরা অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের দ্বারা মাড়ির রোগ, মুখের দুর্গন্ধ ইত্যাদির চিকিৎসা পরিষেবাগুলি পাচ্ছেন। ইতিমধ্যে দাঁত ও মুখের সমস্যার বিভিন্ন কঠিন ও জটিল সমস্যার জন্য সুচিকিৎসার এক নির্ভরশীল ও ভরসাস্থল হয়ে উঠেছে আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতাল।

এই হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্য কর্মীদের পরিষেবা লাভ করে দাঁত ও মুখের নানা সমস্যার রোগীরা আরোগ্য লাভ করছেন, পাশাপাশি মুখের সৌন্দর্য ফিরে পাচ্ছেন। আগরতলা গভর্নমেন্ট ডেন্টাল কলেজ অ্যান্ড আইজিএম হাসপাতালের পেরিওডন্টোলজি বিভাগে এদিন উক্ত দিবস পালনের অঙ্গ হিসাবে রোগীদের মধ্যে টুথব্রাশ, টুথপেস্ট, মাউথওয়াশ ইত্যাদি প্রদান করা হয়।

অমরপুরে কৃষক সভার মহকুমা সম্মেলন সাত বছরের বিরতিতে প্রকাশ্য কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, অমরপুর, ২১ আগস্ট: বৃহস্পতিবার অমরপুর মহকুমায় অনুষ্ঠিত হলো কৃষক সভার অমরপুর মহকুমা সম্মেলন। বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই প্রথমবারের মতো এলাকায় এ ধরনের রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ায় এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়েছে।

সারা ভারত কৃষক সভার অমরপুর মহকুমা কমিটির অন্তর্গত উত্তর অঞ্চল সম্মেলন হিসেবে এই সভার আয়োজন করা হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য কমিটির সদস্য নিতাই বিশ্বাস। পাশাপাশি আলোচনায় অংশ নেন সিপিআই(এম)-এর গোমতী জেলা কমিটির সম্পাদক পরিমল বিশ্বাস এবং সারা ভারত কৃষক সভার রাজ্য কমিটির সম্পাদক পবিত্র কর।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে কৃষকদের বর্তমান সমস্যা, কৃষি নীতির সংকট এবং সরকারের কৃষকবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কৃষকদের ন্যায্য দাবি আদায় এবং জীবন-জীবিকার নিরাপত্তার প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়।

উল্লেখ্য, গত সাত বছরে অমরপুর এলাকায় এই প্রথমবার প্রকাশ্যে কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচি বা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হলো। ফলে সম্মেলন ঘিরে এলাকায় বিশেষ উদ্দীপনা ও উৎসাহ দেখা গিয়েছে। স্থানীয় কৃষকদেরও উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো।

সম্মেলনের শেষে কৃষক সভার পক্ষ থেকে কৃষকদের দাবি-দাওয়া পূরণের জন্য আন্দোলন জোরদার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনে মন্ত্রী সুধাংশু দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট: বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে বৃহস্পতিবার এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। আগরতলা শহরের অন্যতম বনেদি কলেজ বীর বিক্রম মেমোরিয়াল কলেজের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানের অঙ্গ হিসেবে বৃহস্পতিবার কলেজ প্রাঙ্গনে এক মহতী রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদান শিবিরের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন রাজ্যের তফসিলি জাতি ও প্রাণি বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র দীপক কুমার মজুমদারসহ অন্যান্যরা।

এদিন রক্তদান শিবিরের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন এই কলেজ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই কলেজের শুধু আমাদের রাজ্যে নয় সারা দেশের মধ্যে অন্যতম স্থান দখল করে রয়েছে। এই কলেজের ছাত্রছাত্রীরা দেশ-বিদেশে সুনামের সঙ্গে নানা দায়িত্বপূর্ণ কাজ করে চলেছেন।

রাস্তা সংস্কারের নামে জনগণকে হয়রানি করার অভিযোগ নির্মাণ সংস্থার বিরুদ্ধে, ক্ষোভে সাইড ম্যানেজারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান গ্রামবাসীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট: রাস্তা সংস্কারের নামে জনগণকে হয়রানি করার অভিযোগ উঠল এক নির্মাণ সংস্থার বিরুদ্ধে। সহস্রাধিক পরিবারের ব্যবহারের একমাত্র রাস্তাটি বন্ধ করে নির্মাণ কাজ চলতে থাকায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন গ্রামবাসীরা। নির্মাণ সংস্থার সাইড ম্যানেজারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান ভুক্তভোগীরা। জানা যায়, বিগত সপ্তাহখানেক ধরে আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের টাটা মোটর সংলগ্ন স্থান থেকে গঙ্গানগর পর্যন্ত যে সাড়ে চার কিলোমিটার রাস্তাটি রয়েছে সেটির নতুন করে নির্মাণ কাজ শুরু হয়। প্রায় পাঁচ কোটি টাকা ব্যয়ে এই নির্মাণ কাজের বরাত পায় এসএস এন্টারপ্রাইজ। তারা কাজের শুরু থেকেই জনগণকে হেনস্থা ও হয়রানি করে যাচ্ছে বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ।

গ্রামবাসীরা জানান, রাস্তার পাশের জলের পাইপ লাইন কেটে পানীয় জল থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয় গ্রামবাসীদের। তাছাড়া এই মূল সড়কটির মধ্যে কালভার্ট নির্মাণের নামে রাস্তাটি পুরোপুরিভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়। অর্থাৎ পাশে বাঁকা পথে টমটম বা গাড়ি নিয়ে চলাচল করার জন্য একটি রাস্তা তৈরি করে দেওয়া হয়নি ফলে গ্রামবাসীরা এমনকি স্কুল পড়ুয়া ছাত্রছাত্রী ও অসুস্থ লোকেরা বাড়ি থেকে বের হতে পারছেন না। এছাড়াও রাস্তা নির্মাণের জন্য মাটি কেটে পাশের পুকুর গুলোতে ফেলে দেওয়া হচ্ছে বলে চরম অভিযোগ গ্রামবাসীদের। এরই প্রতিবাদে আজ তারা কাজের দায়িত্বে থাকা ম্যানেজারদের ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। সর্বোপরি কাজের গুণগত মান রয়েছে অতি নিম্নমানের। যেখানে একটি মূল সড়কের নির্মাণ করা কথা অত্যাধিক প্রযুক্তি ও ভারী রড ব্যবহার করে সেখানে আট ও দশ এমএম রড ব্যবহার করা হচ্ছে। যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ রয়েছে ভারী যানবাহন চলাচলের জন্য। একইভাবে পাশে গার্ড ওয়াল নির্মাণ করা হচ্ছে আট এম,এম রড দিয়ে। গ্রামবাসীরা এর প্রতিবাদ জানান। এছাড়াও বক্স কালভার্ট গুলোর ভেতর ফাঁপা রয়েছে যা নিম্নমানের কাজের ধারক হিসাবে বহন রয়েছে। এভাবে পুরো রাস্তার কাজের চরম দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ করে গ্রামবাসীরা জানান,সঠিক কাজ না হলে তারা আগামী দিনে রাস্তা অবরোধ করবেন।

খোয়াই শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী মেলায় খাদ্য নিরাপত্তা ও সচেতনতা অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট: দৈনন্দিন জীবনে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার গ্রহণের উপর নির্ভর করে আমাদের সুস্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যই হল সম্পদ, স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সর্বদা স্বাস্থ্য সম্মত খাবার গ্রহণ করা উচিত। আর এই লক্ষেই গুণগত মানসম্পন্ন খাবার যাচাই করতে গত ২০ আগস্ট খোয়াই জেলার সুভাষ পার্ক এলাকায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আযোজিত মেলায় খাদ্য সামগ্রীর পসরা নিয়ে বসা দোকানগুলোতে খাদ্য নিরাপত্তা ও সচেতনতা সংক্রান্ত এক বিশেষ অভিযান করা হয়।

তাতে খোয়াই জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়ের খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিকদের নেতৃত্বে গঠিত একটি টিম এদিন মোট ১৩টি খাবারের স্টল পরিদর্শন করেন। এই অভিযানে খাদ্য সামগ্রী নিয়ে বসা স্টল মালিকদের খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক খাদ্যে ব্যবহৃত রান্নার তেল একবার ব্যবহার করার পর পুণরায় ব্যবহার না করার জন্য নির্দেশ দেন। তিনি এই অভিযানে তিনটি স্টল থেকে রান্নার তেলের নমুনা পরীক্ষার জন্য সংগ্রহ করেন। এদিকে পরিদর্শনকালে আধিকারিকগণ খাবারের স্টলগুলোতে পুরোনো ব্যবহৃত রান্নার তেল উদ্ধার করেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই এগুলি নষ্ট করে দেওয়া হয়। পাশাপাশি খাবার পরিবেশনে যে সমস্ত দোকানে খবরের কাগজ ও হাতের লেখা কাগজ ব্যবহৃত হচ্ছিল সেগুলি ধ্বংস করা হয়। খবরের কাগজ ও হাতের লেখা কাগজে খাবার পরিবেশন বা ব্যবহারে এগুলি থেকে ক্ষতিকারক ক্যামিকেল বিক্রিয়া ঘটে। খাবারের সাথে সংমিশ্রিত হয়ে বিষক্রিয়া ঘটে স্বাস্থ্যের ক্ষতি করতে পারে। এই অভিযানের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ে ব্যবসায়ীদের মধ্যে সচেতন করা হয়। পাশাপাশি স্থানীয় জনগণকেও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় স্বাস্থ্য সম্মত খাবার গ্রহণের জন্য সচেতন করা হয়। খোয়াই জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কার্যালয়ের খাদ্য সুরক্ষা আধিকারিক জেনিফার দেববর্মার এর নেতৃত্বে অ্যাসিস্ট্যান্ট স্ট্যাটিসটিক্যল আধিকারিক (এএসও) রবি কুমার রিয়াং, এক্সটেনশন এডুকেটর রীতা সরকার উক্ত অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।

কৃষ্ণপুর বিজেপি মণ্ডল কার্য্যালয়ে জন সংযোগ অভিযান করলেন মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২১ আগস্ট: চায়ের দোকান থেকে শুরু করে নিজের অফিসকক্ষ কিংবা মণ্ডল কার্য্যালয় - সর্বত্রই জনগণের সঙ্গে বসে তাদের সুখ-দুঃখের কথা শুনছেন ২৯ কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা। জনগণের সমস্যার সমাধান ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলোকে প্রত্যেক মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে তিনি প্রতিনিয়ত জনসংযোগ চালিয়ে যাচ্ছেন।

বৃহস্পতিবার ২৯ কৃষ্ণপুর বিজেপি মণ্ডল কার্য্যালয়ে আয়োজিত নিয়মিত জনসংযোগ অনুষ্ঠানে মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা দীর্ঘ সময় ধরে সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলোচনা করেন। কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে মন্ত্রী স্পষ্ট করে জানান সরকারের মূল লক্ষ্য হলো জনগণের কল্যাণে দ্রুত ও সঠিকভাবে উন্নয়নমূলক প্রকল্প পৌঁছে দেওয়া।

এই দিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মণ্ডল সভাপতি ধনঞ্জয় দাস, যুব মোর্চার সভাপতি নির্মল দেবনাথ, মণ্ডলের সাধারণ সম্পাদক ওয়াথারাই মলসুম, খোয়াই জেলার সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি রশিদ মিয়া সহ বিজেপির অন্যান্য যুব মোর্চার কর্মী-সমর্থকরা।

প্রতি বৃহস্পতিবার আয়োজিত এই বিশেষ অনুষ্ঠানে কেবল কৃষ্ণপুর নয়, আশপাশের অন্যান্য বিধানসভা কেন্দ্র থেকেও বহু মানুষ নিজেদের সমস্যা ও অভাব-অভিযোগ নিয়ে মন্ত্রীর কাছে আসেন।

মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা মনে করেন জনগণের সমস্যার সঠিক চিত্র জানতে হলে তাদের কাছে পৌঁছাতে হবে, খোলামেলা আলোচনায় বসতে হবে। তাই তিনি নিয়মিত জনগণের সঙ্গে এভাবে বসে তাঁদের সমস্যার কথা শোনেন এবং সমাধানের চেষ্টা করেন।

জনতার পাশে দাঁড়িয়ে, মণ্ডল কার্য্যালয়ে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে ছিল ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা। এলাকার সাধারণ মানুষ এমন উদ্যোগকে অত্যন্ত ইতিবাচকভাবে গ্রহণ করেছেন।

৫ ও ১৮ শতাংশেই

● প্রথম পাতার পর

মোট করের হার সর্বোচ্চ স্তরে রাখা যায়।

যদিও কয়েকটি রাজ্য এই সংস্কারে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধি চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য্য জানান, কিছু রাজ্য রাজস্ব হ্রাসের সম্ভাব্যতা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং তারা চায়, এই সংস্কার চালু হলে কেন্দ্র যেন রাজ্যগুলিকে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দেয়। উত্তরপ্রদেশের অর্থমন্ত্রী সুরেশ খন্না জানান, ১২ু ও ২৮ু স্তর বিলুপ্তির প্রস্তাব সাধারণ মানুষের পক্ষে সহায়ক হবে। তবে রাজস্ব ক্ষতির আশঙ্কার বিষয়টি মাথায় রেখেই রাজ্যগুলি ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছে।

জিএসটির এই প্রস্তাবিত সংস্কার যদি বাস্তবায়িত হয়, তবে তা দেশের কর কাঠামোয় একটি বড় পরিবর্তন আনবে। তবে রাজস্ব ক্ষতি এবং রাজ্যগুলির আশঙ্কা মেটাতে কেন্দ্র কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তা দেখার বিষয়।

AFFIDAVIT

I Mohan Mia (old name), S/O Mugbul Miah, Vill- Durgapur, P.O.-Durgapur, P.S.- Sonamura, Dist - Sepahijala Tripura,
Do hereby declare that I have changed my name from Mohan Mia (old name) to Mohan Miah (new/correct name) and henceforth I shall be known as Mohan Miah (new/correct name) for all purposes.
Mohan Miah (new/correct name) & Mohan Mia (old name) are one and the same person.
Deponent is identified by me
ADVYQGATHossain Advocate"Sphamura Bar Associatiar fate Dist., Tripure
Mohm mich.(Deponent)

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ত্রিপুরার জনজাতীয় ভাষা সংরক্ষণ

নতুন দিল্লি, ২১ আগষ্ট, ২০২৫, পিআইবি।। ভারত সরকারের জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রক কেন্দ্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত 'জনজাতি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলিকে (টিআরআই সমূহ)' সহায়তা প্রকল্পের অধীনে ত্রিপুরার জনজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট সহ রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ২৯টি জনজাতি গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে (টিআরআই) আর্থিক সহায়তা প্রদান করছে। আজ লোকসভায় সাংসদ শ্রীমতী কৃতি দেবী দেববর্মণের একটি তারকাচিহ্নবিহীন প্রশ্নের জবাবে কেন্দ্রীয় জনজাতি বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী শ্রী দুর্গাদাস উইকে এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, এই প্রকল্পের অধীনে, পরিকাঠামোগত চাহিদা, গবেষণা ও নথিভুক্তকরণ কার্যক্রম এবং প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধির কর্মসূচি, জনজাতি উৎসবের আয়োজন, অনন্য সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পর্যটনের বিষয়ে প্রচারের জন্য যাত্রা এবং জনজাতিদের বিনিময় পরিদর্শনের আয়োজন সম্পর্কিত প্রস্তাবগুলিকে একত্রিত করা হয় যাতে তাদের সাংস্কৃতিক অনুশীলন, ভাষা এবং আচার-অনুষ্ঠানকে সংরক্ষণ এবং প্রচার করা যায়।

উল্লেখ্য, টিআরআইসমূহ মূলত রাজ্য সরকার/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল প্রশাসনের অধীনে নিয়ন্ত্রণাধীন প্রতিষ্ঠান। এই প্রকল্পের অধীনে, আদিবাসী জনজাতি ভাষা এবং উপভাষা সংরক্ষণ এবং প্রচারের জন্য গৃহীত প্রকল্প/কার্য্যক্রমগুলি নিম্নরূপ:

১. জনজাতীয় ভাষায় দ্বিভাষিক অভিধান এবং ত্রিভাষিক দক্ষতা মডিউল প্রস্তুত করা।

২. নতুন শিক্ষা নীতি ২০২০ এর সঙ্গতি রেখে বহুভাষিক শিক্ষা (এমএলই) হস্তক্ষেপের অধীনে জনজাতীয় ভাষায় প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য প্রাইমার প্রস্তুত করা। জনজাতীয় ভাষায় বর্ণমালা, স্থানীয় ছড়া এবং গল্প প্রকাশ করা।

৩. জনজাতীয় সাহিত্যের প্রচারের জন্য বিভিন্ন জনজাতীয় ভাষার উপর বই, জার্নাল প্রকাশ করা।

৪. জনজাতীয় লোক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং প্রচারের জন্য বিভিন্ন জনজাতির লোককাহিনী এবং লোককাহিনী নথিভুক্ত করা। মৌখিক সাহিত্য সংগ্রহ করা (গান, ধাঁধা, ব্যালাড ইত্যাদি)।

৫. সিকেল সেল অ্যানিমিয়া নির্মূল মিশনের আওতাধীন রাজ্যগুলিতে স্থানীয় জনজাতীয় উপভাষাগুলিতে সিকেল সেল অ্যানিমিয়া রোগ সচেতনতা মডিউল ১ এবং রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা মডিউল ২ সম্পর্কে প্রশিক্ষণ মডিউলের অনুবাদ এবং প্রকাশনা করা।

৬. সম্মেলন, সেমিনার, কর্মশালা এবং কাব্যিক সিম্পোজিয়াম পরিচালনা করা।

উপরন্তু, ত্রিপুরা সরকারের জনজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট (টিআরঅ্যান্ডসিআই) ত্রিপুরার আদিবাসী জনজাতি ভাষা এবং উপভাষা সংরক্ষণ এবং সুরক্ষার জন্য নিম্নলিখিত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে:

১. 'ত্রিপুরার জনজাতি ভাষা শেখা' এবং অভিধান ইত্যাদি বিষয়ে বই প্রকাশ করা।

২. প্রতি বছর ত্রিপুরার জনজাতি ভাষাগুলিতে 'সাইমা' নামে একটি সাহিত্য জার্নাল প্রকাশ করা।

৩. প্রতি দুই বছরে 'তুই' নামে একটি গবেষণা জার্নাল প্রকাশ করা।

৪. ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের (একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়) সহযোগিতায় 'ত্রিপুরার আদিবাসী জনজাতি ভাষা এবং উপভাষা' বিষয়ে সেমিনার/কর্মশালা পরিচালনা করা, যেগুলি গবেষণাপত্রগুলি নথিভুক্ত এবং প্রকাশিত হয়।

৫. ত্রিপুরার জনজাতি ভাষাগুলিতে জনজাতি ঐতিহ্য, জীবন ইত্যাদির উপর অডিও-ভিডিও ডকুমেন্টেশন তৈরি করা।

৬. ত্রিপুরার জনজাতি লোকসঙ্গীতের স্বরলিপি প্রস্তুত করা।

৭. ত্রিপুরার সরকার পরিচালিত স্কুলগুলিতে ত্রিপুরার জনজাতি ভাষাগুলিতে প্রাথমিক স্তরে ইতিমধ্যেই চালু করা হয়েছে। সমস্ত বই/প্রাথমিক/ডকুমেন্টেশন ত্রিপুরার টিআরএন্ডসিআই-এর সামাজিক বিজ্ঞান গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত আছে এবং ওয়েবসাইট লিঙ্কে আপলোড করা হয়েছে জনজাতি বিষয়ক মন্ত্রকের সংগ্রহস্থল পোর্টাল : ঙ্কঙ্খন্স://ঠন্থ.ঠুদ্মন্ডখ.দ্বন্তুদ্র/ত্র-ত্নদ্রদ্রব্ধ-দ্মন্ডত্নন্থত্বখঠুদ্র, এবং ইউটিউব চ্যানেল : ঙ্কঙ্খন্স://ন্দ্রন্দ্রন্দ্র.দ্রন্ঠুন্ডত্নত্র.ত্বদ্রন্থ/গঠ্ঠত্নত্থনন্তন্ত্রখন্তত্বস্তুদ্রত্মত্বন্ডন্তঠন্ডখন্থ৭১৮৪ এ।

গত পাঁচ বছরে ত্রিপুরায় আদিবাসী জনজাতি ভাষা সংরক্ষণ, প্রচার এবং উন্নয়নের জন্য ২০২১-২২ সালে ৫ লক্ষ এবং ২০২৪-২৫ সালে ৮ লক্ষ টাকার আর্থিক বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে।

বরাদ্দকৃত তহবিল ত্রিপুরার বিশিষ্ট আদিবাসী লেখক, কবি, লেখকের কাছ থেকে ত্রিপুরার আদিবাসী ভাষা সম্পর্কিত প্রবন্ধ সংগ্রহ, বই মুদ্রণ ও প্রকাশনা, ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের (একটি কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়) সহযোগিতায় ত্রিপুরার আদিবাসী জনজাতি ভাষা ও উপভাষার উপর সেমিনার, কর্মশালা আয়োজন ও আয়োজনে ব্যবহৃত হচ্ছে।

এছাড়াও, ভারত সরকারের শিক্ষা মন্ত্রক ২০১৩ সালে সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস (সিআইআইএল), মাইসুরের অধীনে 'বিপন্ন ভাষা সুরক্ষা ও সংরক্ষণের পরিকল্পনা (এসপিপিইএল)' শুরু করেছে। কোর কমিটির সহায়তায় ইনস্টিটিউটটি প্রথম পর্য্যায়ে ত্রিপুরার ডারলং, রংলং এবং উচুই ভাষা সহ ১১৭টি ভাষা চিহ্নিত করে ধাপে ধাপে কাজ হচ্ছে। এসপিপিইএল-এর লক্ষ্য হল ভারতের ১০,০০০-এরও কম ভাষাভাষীর মাতৃভাষা/ভাষার ভাষা ও সংস্কৃতি নথিভুক্ত করা, যার মাধ্যমে প্রাইমার, দ্বি/ত্রিভাষিক অভিধান (ইলেকট্রনিক এবং মুদ্রিত বিন্যাস), ব্যাকরণগত স্কেচ, চিত্রাঙ্কন শব্দকোষ এবং সম্প্রদায়ের জাতিগত-ভাষাগত প্রোফাইল তৈরি করা। বিস্তারিত তথ্য ঙ্কঙ্খন্স://ন্স্খদ্রত্বত্বন্থখ.ত্বন.দ্রন্ত্ব ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষ এসপিপিএল ভাষা ডকুমেন্টেশন প্রক্রিয়ার অবিচ্ছেদ্য অংশ। মাঠ পর্য্যায়ের কাজের সময় সম্প্রদায়ের মানুষ ভাষা পরামর্শদাতা হিসেবে যুক্ত থাকে। এমনকি সম্প্রদায়ের মানুষদেরও ভাষা ডকুমেন্টেশন সম্পর্কিত কর্মশালা, সেমিনার এবং সম্মেলনে জড়িত এবং আমন্ত্রণ জানানো হয়।

এছাড়া, সেন্ট্রাল ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজেস (সিআইআইএল) এর ডিজিটাল ভাষা ভাণ্ডার, ভাষা সঞ্চিকা রয়েছে, যেখানে ভাষা সংরক্ষণ, প্রচার এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতি একটি অগ্রণী উদ্যোগে হিসেবে একত্রিত করা হয়। আর্কাইভ পোর্টালের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন ফর্ম্যাটে ভারতীয় ভাষাগত সম্পদ প্রদান করা - পাঠ্য, চিত্র, অডিও এবং ভিডিও; ভাষা প্রযুক্তি সম্পদ, ভাষা শিক্ষাদান উপকরণ এবং অন্যান্য ভাষা-সম্পর্কিত পণ্য এবং পরিষেবা তৈরিতে সহায়তা করা। বিস্তারিত তথ্য ঙ্কঙ্খন্স://ন্স্খদ্রত্বত্বন্থখ.ত্বন.দ্রন্/ত্বত্মদ্বত্র লিঙ্কে পাওয়া যাবে।

এনসিইআরটি, নয়াদিল্লির সহযোগিতায় সিআইআইএল ১১৭টি ভাষায় (তফসিলি, অ-তফসিলি এবং জনজাতি) প্রাইমার তৈরি করেছে। বিস্তারিত তথ্য ঙ্কঙ্খন্স://ত্বন.দ্রন্/ন্দ্রন্দ্বত্রন্স্ত্তত্নদ্রদ্রব্ধ। লিঙ্কে পাওয়া যাবে। উপরন্তু, ভারত সরকারের ডিজিটাল ইন্ডিয়া উদ্যোগের অংশ হিসেবে, সিআইআইএল ভারতবাণী প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে যা প্রায় ১২১টি ভারতীয় ভাষায় জ্ঞান সম্পদ উপলব্ধ করার জন্য নিবেদিত, যার মধ্যে ২২টি তফসিলি এবং ৯৯টি অ-তফসিলি ভাষা রয়েছে। এই সম্পদগুলি এর গতিশীল এবং ব্যবহারকারী-বান্ধব ওয়েব পোর্টাল (ন্দ্রন্দ্রন্দ্র.ত্নস্তুন্থঠ্ঠন্তুত্থদ্বহুদ্র) এবং মোবাইল অ্যাপ (ঙ্কঙ্খ://ত্বঠনা/১ড়ুদ্ভদ্রত্মজ্জ) এর মাধ্যমে অ্যাক্সেসযোগ্য। ককবরক, হালাম, মগ এবং চাকমা হল অ-তফসিলি/জনজাতি ভাষা, যেগুলি ত্রিপুরায় কথিত, সমৃদ্ধ সাহিত্য ঐতিহ্যের অধিকারী, ভারতবাণী পোর্টালে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। ভারতবাণী এই ভাষাগুলির জ্ঞান ডিজিটালভাবে সংরক্ষণ এবং প্রচারের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। উপলব্ধ সম্পদগুলিকে বিভিন্ন জ্ঞানের ক্ষেত্রে তিনটি ভাগে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। ভারতীয় ভাষার জন্য ভাষাগত ডেটা কনসোর্টিয়াম বিভিন্ন মাতৃভাষা সহ সকল ভারতীয় ভাষা জুড়ে উচ্চমানের ভাষাগত সম্পদ তৈরি করছে। এলডি-আইএলএকটি মাতৃভাষা সমান্তরাল পাঠ্য কর্পাস অফ ইন্ডিয়া খণ্ড জ্জ প্রকাশ করেছে এবং এতে ইংরেজি এবং ভারতের ১৪৭টি মাতৃভাষা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রতিটি ভাষায় ৫,৩৩২টি বাক্য রয়েছে, যা ১৫২টি ব্যাকরণগত বিভাগের উপর ভিত্তি করে পদ্ধতিগতভাবে গঠন করা হয়েছে, যা দেশের সমৃদ্ধ ভাষাগত বৈচিত্র্যকে প্রতিফলিত করে।

ত্রিপুরার জনজাতি ভাষা সমান্তরাল কর্পাস এবং শব্দ গণনায় ককবরক (ত্রিপুরী)এর ২৭,০৬৩ শব্দ, রিয়াং এর ৩৬,১২৩টি শব্দ এবং পাইতে - ৩২,৬২৭টি শব্দ ও কুকিতে - ৩২,৬৯৫টি শব্দ বিদ্যমান। যদিও পাইতে এবং কুকি মণিপুরীতে বিশিষ্ট কিন্তু এটি ত্রিপুরাতেও বর্তমানে বিদ্যমান রয়েছে।

হুরুয়ায় আগর গাছ কেনার নামে প্রতারণা, তরুণকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগে চাঞ্চল্য

ধর্মনগর, ২১ আগস্ট: ধর্মনগরের হুরুয়া এলাকায় আগর গাছ কেনার প্রলোভন দেখিয়ে এক তরুণকে ডেকে নিয়ে গিয়ে পরিকল্পিতভাবে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। অভিযুক্ত ব্যক্তি আব্দুল মালিক নামে পরিচিত। তিনি আগর ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত বলেই দাবি করছেন স্থানীয়রা। ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত আব্দুল মালিক বেনামি সিম দিয়ে মোবাইলে তরুণের সঙ্গে যোগাযোগ করে এবং আগর গাছ বিক্রির একটি ব্যবসায়িক প্রস্তাব দেয়। সেই অনুযায়ী নির্দিষ্ট দিনে তরুণকে হুরুয়া এলাকায় আসতে বলা হয়। তরুণটি সেখানে পৌঁছালে, তাকে ফাঁদে ফেলে আটকে রাখা হয় এবং পরবর্তীতে বেধড়ক মারধর করা হয়।

খবর পেয়ে ধর্মনগর থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে ওই তরুণকে অভিযুক্তদের কবল থেকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে। পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন ওই তরুণ।

ঘটনার পরপরই পুলিশ একটি নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্ত আব্দুল মালিকের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও শারীরিক নিগ্রহের ধারায় মামলা রুজু হয়েছে। তাকে গ্রেপ্তারের জন্য তল্লাশি চালানো হচ্ছে বলে জানিয়েছেন ধর্মনগর থানার এক কর্মকর্তা।

এলাকাবাসীর বক্তব্য, এই ধরনের প্রতারণা ও হিংসাত্মক আচরণ আগর ব্যবসার মতো সম্মানজনক পেশাকেও কলঙ্কিত করছে। অপরাধীদের দ্রুত গ্রেপ্তার করে উপযুক্ত শাস্তি দেওয়া হোক। এদিকে, আগর গাছ কেনার অজুহাতে পরিকল্পিতভাবে তরুণকে মারধরের ঘটনাটি ধর্মনগরের সাধারণ মানুষের মধ্যে নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকানো সম্ভব বলে মনে করছেন সচেতন নাগরিকরা।

রেশমচাষীদের নিয়ে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট: সম্প্রতি নলছড় রেশম ব্লকে "মেরা রেশম মেরা অভিমান"-এর আওতায় রেশম চাষীদের নিয়ে এক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়।

সেন্ট্রাল সিল্ক বোর্ড এবং রাজ্য রেশম চাষ বিভাগের যৌথ উদ্যোগ আয়োজিত অনুষ্ঠানে নতুন তুঁতের জাত, তুঁত গাছে সার প্রয়োগ, উন্নত রেশম পোকার লালন-পালনের কৌশল, মাটির নমুনা সংগ্রহের কৌশল সহ তুঁত নার্সারী ও চাষ পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন সেন্ট্রাল সিল্ক বোর্ডের বহরমপুরস্থিত সেন্ট্রাল সেরিকালচারেল রিসার্চ এন্ড ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানী ড. ওয়াই নাগারাজু।

এছাড়াও এই সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে অনুষ্ঠানে আলোচনা করেন সিপাহীজলা জেলার জেলা রেশম চাষ বিভাগের ডেভেলপমেন্ট অফিসার হিমানী দেববর্মা। সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৩৬ জন তুঁত ও রেশমচাষীগণ এই সচেতনামূলক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন।

দুইদিনের দক্ষিণ জেলা সফরে রাজ্যপাল, কথা বললেন সীমান্ত এলাকার জনগণের সঙ্গে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,২১ আগস্ট: দুইদিনের দক্ষিণ জেলা সফরে আজ বিলোনিয়া আসেন ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ্যপাল ইন্দ্র সেনা রেড্ডি নাল্লু। বিশেষত এই সফরে তিনি সীমান্ত এলাকার গ্রামের মানুষের সাথে কথা বলে সমস্যাগুলি জানবেন। সেই সাথে কৃষক সহ বিভিন্ন স্ব উদ্যোগীদের সাথে কথা বলে তাদের সমস্যা গুলি জানবেন। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন প্রকল্প গুলি যথাযথ ভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা এবং গরিব মানুষরা তার সুবিধা পাচ্ছে কিনা সেই বিষয়ে কথা বলেন গ্রামবাসীদের সাথে।

দুই দিনের একাধিক কর্মসূচির প্রথম দিন প্রথম কর্মসূচি ঋষ্যমুখ ব্লকের সীমান্ত সংলগ্ন দক্ষিণ মতাই গ্রাম পঞ্চায়েতের রাজনগর এলাকা। এখানে পূর্ব রাজনগর হাই স্কুল মাঠে অনুষ্ঠিত কর্মসূচিতে তিনি গ্রামবাসী, কৃষক এবং স্ব সহায়ক দলের দিদিদের সাথে কথা বলে তাদের সমস্যাগুলি জানেন এবং সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের সাথে এই বিষয়ে কথা বলেন। এবং আগামী দিনে এই বিষয়গুলো নিয়ে রাজ্য সরকারের সাথে কথা বলে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস দেন তিনি। তারপর তিনি ওই এলাকায় একটি পানের বোরো পরিদর্শন করে পান চাষীদের সাথে কথা বলেন।

এছাড়াও গ্রামবাসীদের অভিযোগ মূলে সীমান্তে তারকাটা সংলগ্ন এলাকায় জল নিষ্কাশনের যে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তা সরোজমিনে খতিয়ে দেখেন।আজকের রাজ্যপালের সফরসঙ্গী ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, জেলাশাসক মোঃ সাজ্জাদ পি ,জেলা পুলিশ অধিকখ্যক মৌরিয়া কৃষ্ণ সি।রাজ্যপালের আজকের কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ভারতচন্দ্র নগর ব্লকের ঈশান চন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমান্ত বাসীদের সাথে কথোপকথন হয়। রাজনগর ব্লকের বাতিসা গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমান্তবাসী এবং রাধানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমান্ত বাসীদের সাথে মত বিনিময় হয়। সবশেষে শান্তির বাজার মহকুমার বীরচন্দ্রমনু একলব্য বিদ্যালয় পরিদর্শন।

বিলোনিয়া সার্কিট হাউসে রাত্রি যাপনের পর ২২ শে আগস্ট সাব্রুম মহকুমায় বেশ কয়েকটি কর্মসূচি করে ফিরে যাবেন রাজভবনে।

৬০ লক্ষ টাকার ইয়াবা

● প্রথম পাতার পর

রাতে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মতিনগর এলাকায় মঙ্গল মিয়ার বাড়িতে অভিযানে নামে আমতলী থানার পুলিশ। আর পুলিশ অভিযান চালিয়ে মঙ্গল মিয়ার তালা বন্ধ ঘরে অভিযান চালিয়ে ৪০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করতে সমর্থ হয়। যার কালোবাজারি মূল্য ষাট লক্ষ্য টাকা।

এই অভিযানের নেতৃত্বে ছিলেন ওসি পরিতোষ দাস আমতলীর এসডিপিও পারমিতা পান্ডে সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা। মহকুমা পুলিশ অফিসার পারমিতা পান্ডে জানান পুলিশী অভিযানের আঁচ পেয় বাড়ি থেকে আগেভাগেই পালিয়ে যায় পাচারকারী। যদিও এই মর্মে এনডিপিএস এ্যাক্টে মামলা গ্রহণ করে মঙ্গল মিয়াকে গ্রেফতারের জন্য তদন্ত অভিযান অব্যাহত রেখেছে আমতলী থানার পুলিশ।

নিম্নমানের নির্মাণ!

● প্রথম পাতার পর

কালভার্টটি নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু সামান্য বৃষ্টি ও জলের চাপে সেটি ভেঙে পড়েছে। এখন ওই জায়গায় বাঁশ দিয়ে অস্থায়ী সাঁকো বানিয়ে কোনওরকমে যাতায়াত চালিয়ে যাচ্ছেন গ্রামবাসীরা।

স্থানীয়দের অভিযোগ, কালভার্ট নির্মাণে মানসম্পন্ন উপকরণ ব্যবহার করা হয়নি। নির্মাণের সময় সংশ্লিষ্ট দপ্তর বা কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে তেমন কোনো পরিদর্শনও হয়নি। ফলে সাধারণ মানুষকে এখন দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। বিশেষত এলাকার বৃদ্ধ, অসুস্থ ও গর্ভবতী মহিলাদের চলাচল করতে হিমশিম খেতে হচ্ছে।

জনৈক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, এই কালভার্টটা আমাদের এলাকার প্রাণ ছিল। এখন সেটা ভেঙে যাওয়ায় আমরা কার্য্যত বিচ্ছিন্ন। বাঁশের সাঁকো বানিয়ে ঝুঁকি নিয়ে চলাফেরা করতে হচ্ছে। এদিকে, স্থানীয়দের দাবি, অবিলম্বে কালভার্টটি পুনর্নির্মাণ করে যাতায়াতের ব্যবস্থা স্বাভাবিক করতে হবে। এই বিষয়ে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চেয়ে দ্রুত পদক্ষেপের দাবিও জানিয়েছেন তাঁরা।

অটো রিক্সা শ্রমিকদের ৮ দফা দাবিতে পরিবহন কমিশনারের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত মজদুর মনিটরিং সেল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট: রাজ্যের অটো রিক্সা শ্রমিকরা দীর্ঘদিন ধরে নানা সমস্যায় দিন কাটাচ্ছেন। তাই অটো শ্রমিকদের কথা চিন্তা করে মজদুর মনিটরিং সেলের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার দিন ৮ দফা দাবি আদায়ের জন্য পরিবহন কমিশনারের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে।

রাজ্যে রাষ্ট্রবাদী সরকার প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর বিভিন্ন সংগঠন নানাভাবে উপকৃত হয়েছেন। কিন্তু নানা সমস্যায় দিন কাটাচ্ছেন রাজ্যের অটোরিকশা শ্রমিকরা। তাই অটো শ্রমিকদের কথা চিন্তা করে বৃহস্পতিবার দিন মজদুর মনিটরিং সেলের উদ্যোগে ৮ দফা দাবির ভিত্তিতে পরিবহন কমিশনারের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে।

দাবি সনদ গুলির মধ্যে রয়েছে অটো রিক্সা শ্রমিকদের ফিটনেস ফাইনের টাকা এককালীন ১০ শতাংশ টাকা জমা রেখে বাকি টাকা মুকুব করে দেওয়া, এবং ত্রিপুরা রাজ্যের মোটর শ্রমিকদের জন্য অবিলম্বে মোটর অয়েল ফেয়ার বোর্ড বা সোসাইটি গঠন করা সহ বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দাবি রাখা হয়েছে।

আগামীকাল থেকে শুরু কমলাসাগরের ঐতিহ্যবাহী ভাদ্র মেলা, নিরাপত্তায় কড়া নজরদারি

আগরতলা, ২২ আগস্ট: রাত পোহালেই শুরু হতে চলেছে কমলাসাগরের কসবা অঞ্চলের ঐতিহ্যবাহী দুই দিনব্যাপী ভাদ্র মেলা। শুক্রবার বিকেল পাঁচটায় এই মেলার শুভ সূচনা করবেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও উচ্চশিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী কিশোর বর্মন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য, বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়, বিধায়ক সুশান্ত দেব ও রামপদ জমাতিয়া, পাশাপাশি জেলা সমাহর্তা, পুলিশ সুপার ও মহকুমা শাসক সহ প্রশাসনের শীর্ষ আধিকারিকরা।

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এ বছর ভাদ্র মেলায় অন্যান্য বছরের তুলনায় অনেক বেশি জনসমাগম হবে বলে আশা করা হচ্ছে। সম্ভাব্য ভিড় সামলাতে ও নিরাপত্তা জোরদার করতে মধুপুর থানার ওসি-র উদ্যোগে মেলা প্রাঙ্গণের একাধিক জায়গায় সিসি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। এছাড়া ভেরিগেটের ব্যবস্থা করা হয়েছে, মোতায়েন করা হবে বিএসএফ, টিএসআর এবং বিপুল পরিমাণ পুলিশ।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে সকলের উদ্দেশে আহ্বান জানানো হয়েছে, মেলায় যাতে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সে বিষয়ে সবাইকে সহযোগিতার হাত বাড়াতে হবে।

মেলাকে কেন্দ্র করে আগামী দুই দিন চলবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ইতিমধ্যেই দূরদূরান্ত থেকে বহু দোকানি নানা রকমের পসরা নিয়ে মেলায় হাজির হয়েছেন। ফলে ভাদ্র মেলাকে কেন্দ্র করে কমলাসাগরে এখন উৎসবের আমেজ বিরাজ করছে।

অ্যাম্বুলেন্সের ধাক্কায় গুরুতর

● প্রথম পাতার পর

সামগ্রী আনলোড করছিলেন। সেই সময় কুলাই জেলা হাসপাতাল থেকে রোগী নামিয়ে ফেরত আসছিল একটি অ্যাম্বুলেন্স। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেই অ্যাম্বুলেন্স সজোরে ধাক্কা মারে অনিমেষকে।

ধাক্কায় তিনি রাস্তায় ছিটকে পড়ে যান এবং গুরুতর আহত হন। উপস্থিত লোকজন দ্রুত এগিয়ে এসে আহত অনিমেষকে সেই অ্যাম্বুলেন্সেই কমলপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠান। কিন্তু চিকিৎসকরা জানান, তাঁর মাথায় গুরুতর চোট লেগেছে এবং অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাই তাঁকে উন্নত চিকিৎসার জন্য দ্রুত ধলাই জেলা হাসপাতাল কুলাইয়ে রেফার করা হয়েছে।

পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনাকবলিত অ্যাম্বুলেন্সটি কুলাই জেলা হাসপাতালের। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই রাস্তায় যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণে কোনো ব্যবস্থা নেই। ফলে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। ঘটনার পর এলাকায় ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের দাবি জানিয়েছেন।

বিভেদ নয়,

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপাক্ষিক চুক্তির বাস্তবায়নের ক্ষেত্রেও অগ্রগতি হয়নি। সেই কারণেই কেন্দ্রীয় সরকারকে সংকল্প পত্র অনুযায়ী প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

এই বিষয়ে ইতিমধ্যে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রাজীব ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে আলোচনা করেছেন বলে জানান প্রদ্যোত। তাঁর মতে, এই দাবি ও উদ্যোগে বিজেপির জনজাতি মোর্চার সদস্যরাও সহমত পোষণ করবেন। তাই শীঘ্রই সকল রাজনৈতিক দলের জনজাতি নেতৃত্বকে একত্রিত করে কেন্দ্রীয় সরকারকে একটি যৌথ চিঠি পাঠানোর প্রস্তাব দেন তিনি। তাঁর সাফ কথা, এটি কোনও রাজনৈতিক দলের স্বার্থের বিষয় নয়, বরং জনজাতি জনগণের মৌলিক অধিকার ও উন্নয়নের প্রশ্ন। তাই বিভেদ নয়, একতা হোক আমাদের হাতিয়ার।

জনজাতি জনগণের উন্নয়নের স্বার্থে রাজ্যের সমস্ত রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের প্রতি ঐক্যবদ্ধ হওয়ার বার্তা দিয়ে প্রদ্যোত দেববর্মার এই আহ্বান নতুন করে আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, নিজের দলে ভাঙ্গন ঠেকাতে মরিয়া প্রদ্যোত এখন জনজাতি বঞ্চনার তাস খেলবেন। একদিকে, শাসক জোট শরিক বিজেপির উপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহারের হুশিয়ারী দিয়ে যাবেন। অন্যদিকে, নিজ দলে বিদ্রোহীদের দমাতে জনজাতি অংশের জনগণের কাছে ওই নেতাদের নেতিবাচক মানসিকতা তুলে ধরার চেষ্টা করবেন। এখন দেখার বিষয়, তাঁর এই উদ্যোগ ত্রিপুরার জনজাতি রাজনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলে।

জনকল্যাণ মূলক

● প্রথম পাতার পর

চলমান কাজের অগ্রগতি ও সমস্যার কথা তুলে ধরেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রতিটি জেলার কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত পর্য্যালোচনা করেছেন যেন উন্নয়নের গতি আরও বাড়ানো যায়। এছাড়া, সাধারণ মানুষের কাছে সরকারি প্রকল্পের সুফল দ্রুত পৌঁছে দিতে প্রশাসনিক কার্য্যকারিতা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখার উপরও জোর দেন মুখ্যমন্ত্রী।

এই বৈঠককে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক মহলে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, সরকারের উন্নয়নমূলক অঙ্গীকারের বাস্তবায়নে এই ধরণের উদ্যোগ অত্যন্ত ইতিবাচক পদক্ষেপ।

বিএমএসের সভায়

● প্রথম পাতার পর

এ ধরনের আচরণ কোনো সংগঠনের শৃঙ্খলার মধ্যে পড়ে না এবং এর তীব্র প্রতিবাদ হওয়া উচিত।

এই ঘটনাকে ঘিরে ধর্মনগর জুড়ে শুরু হয়েছে আলোচনা ও সমালোচনার ঝড়। সাধারণ মানুষ ও সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে এই নৃশংস হামলার নিন্দা করা হচ্ছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হলে পরিস্থিতি শান্ত হবে বলে মনে করছেন স্থানীয়রা।

ছোট ভাইয়ের দোকান ভাঙলো

● প্রথম পাতার পর

অভিযোগ জানাতে গিয়ে নিখিল বাবুর ছোট ভাই দিলীপ দাস দাবি করেন , তিনি একটা চায়ের দোকান দিয়েই সংসার প্রতিপালন করছেন। কিন্তু এই চায়ের দোকানটা ভেঙ্গে ফেলার জন্য বড় ভাই যিনি অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক এবং যার ছেলে চিকিৎসক, বেশ কিছুদিন ধরেই হুমকি-ধমকি দিচ্ছেন। অবশেষে বৃহস্পতিবার একদল লোক নিয়ে এসে দিলীপ বাবুর অবর্তমানে চায়ের স্টল ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেয় অভিযোগ এমনটাই।

গোটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তেলিয়ামুড়া থানায় জানানো হয়, পুলিশ ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় কিছুক্ষণ পর।

তবে এইভাবে প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক কর্তৃক নিজের ছোট ভাইয়ের একমাত্র আয়ের উৎসব চায়ের দোকান ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনা ঘিরে মোহরছড়ার লালটিলা গ্রামে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে।

আগামীকাল থেকে জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের কর্পোরেট টি-১০ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট।। উদ্বোধনী ম্যাচ হবে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক এবং আইএলএস এর মধ্যে। ঘটা করে লটারির মাধ্যমে টুর্নামেন্টের ক্রীড়া সূচি তৈরি করা হয়েছে বুধবার। ক্রিকেট মরশুম শুরু হতে না হতেই কর্পোরেট ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন। উদ্যোক্তা জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব। এ নিয়ে তৃতীয়বার।

আগামী ২৩ ও ২৪ আগস্ট আগরতলার অনতি দূরে আমতলী স্কুল গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত হচ্ছে কর্পোরেট টি-১০ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট।

বৃহস্পতিবার বিকেলে আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজকদের তরফ থেকে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয় এবং ক্রীড়া সূচি ঘোষণা করা হয়। টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণকারী অন্যান্য দলসমূহ হলো: টি এন জি সি এল, ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাংক, হ্যালুসিনেট, টিএস ই সি এল, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক, ও এন জি সি এল। প্রতিটি ম্যাচে ম্যান অব দ্যা ম্যাচের পুরস্কারের পাশাপাশি চ্যাম্পিয়ন, রানার্স দল এবং টুর্নামেন্ট সেরা ব্যাটসম্যান ও সেরা বোলার, সেরা ফিল্ডার, ম্যান অফ দ্যা টুর্নামেন্ট সহ অন্যান্য পুরস্কারও প্রদান করা হবে বলে জানানো হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান এবং পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আধিকারিক এবং বিশিষ্ট অতিথিবর্গ উপস্থিত থাকবেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাবের সভাপতি, সহ-সভাপতি, সম্পাদক, সহ-সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ, কার্য্যকরী সদস্য, প্রতিটি সাব কমিটির কনভেনার সহ প্রত্যেক সদস্যরাই উপস্থিত ছিলেন। লটারি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সবকটি দলের টিম ম্যানেজার ও অধিনায়ক প্রমূখ উপস্থিত ছিলেন। টুর্নামেন্ট সাফল্যমন্ডিত করে তোলার জন্য সকল প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং ওয়েব মিডিয়া সহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে সংশ্লিষ্ট সকল স্পন্সরর, পৃষ্ঠপোষক এবং শুভানুধ্যায়ীদের আন্তরিক স্বাগত জানানো হচ্ছে।

ইউনাইটেড বিএসটি-র বিরুদ্ধে কর্তৃত্বপূর্ণ জয় ছিনিয়ে কসমোপলিটন সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কর্তৃত্বপূর্ণ জয় কসমোপলিটন ক্লাবের। ৭৩ রানের বড় ব্যবধানে ইউনাইটেড বি এস টি কে নক আউট করে একপ্রকার প্রত্যাশিতভাবেই কসমোপলিটন ক্লাব অনূর্ধ ১৮ আন্তঃ ক্লাব লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সেমিফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে। রাহুল, দীপঙ্করদের দুর্দান্ত ব্যাটিং এর পাশাপাশি দ্বীপ, সৌভিকদের বোলিং কসমোপলিটনের মনোবল অনেকটা বাড়িয়ে তুলেছে। তবে সেমিফাইনালে কসমোপলিটনকে চলমানের বিরুদ্ধে আরও কিছুটা বুদ্ধিদীপ্ত খেলা খেলতে হবে বলে বিশেষজ্ঞদের অভিমত। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে সকালে যথারীতি ম্যাচ শুরুতে কসমোপলিটন ক্লাব প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ৪৬.১ ওভার খেলে ১৬৫ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে রাহুল বর্মনের ৪২ রান এবং দীপঙ্কর ভাটনগরের ৩৯ রান উল্লেখ করার মতো। ইউনাইটেড বিএসটি-র কুমার চৌধুরী ১৪ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছিল। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে ইউনাইটেড বিএসটি-র ব্যাটার্সরা মূলতঃ কসমোপলিটনের দ্বীপ ও সৌভিকদের বোলিং দাপটে, ব্যাটিং ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। ৪০ ওভার খেলে ৯২ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। জয়দীপ দত্ত সর্বাধিক ২৬ রান পেয়েছিল। কসমোপলিটনের দ্বীপ দেব ২০ রানের বিনিময়ে চারটি উইকেট তুলে নিয়ে দলের জয় নিশ্চিত করার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। এছাড়া সৌভিক চক্রবর্তী পেয়েছিল দুটি উইকেট ২৫ রানের বিনিময়ে।

ক্লাব লীগের কোয়ার্টার ফাইনালে অঘটন স্ফুলিঙ্গকে হারিয়ে হার্ভে সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ক্লাব লীগের কোয়ার্টার ফাইনালে দারুন অঘটন। শক্তিশালী স্ফুলিঙ্গ কে হারিয়ে হার্ভে ক্লাব সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। ৪৩ রানের ব্যবধানে হার্ভে দুর্দান্ত জয় পেয়েছে। দারুন এই জয়ের সুবাদে হার্ভে ক্লাব অনূর্ধ ১৮ ক্লাব লীগ ক্রিকেটের সেমিফাইনালে মৌচাকের বিরুদ্ধে খেলবে।

যদিও লীগ পর্য্যায়ের খেলায় মৌচাক হার্ভের লীগ ম্যাচটি বৃষ্টির কারণে পরিত্যক্ত ঘোষিত হয়েছিল।

আজ, বৃহস্পতিবার টিআইটি গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে হার্ভে ক্লাব প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ৪৪.২ ওভার খেলে ১৬৮ রানে ইনিংস শেষ করে।

দলের পক্ষে সাগর সূত্রধরের ৫১ রান এবং অর্কজিত সাহার ২৯ রান উল্লেখযোগ্য।

স্ফুলিঙ্গ ক্লাবের তুহিন দেবনাথ এবং স্বর্ণাভ সাহা তিনটি করে উইকেট পেয়েছিল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে রাজদীপ দেবনাথ ১১৭ বল খেলে অর্ধশতক রান সংগ্রহ করে অত্যন্ত চেষ্টা করলেও ৪৬ দশমিক দুই ওভার খেলে ১২৫ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। হার্ভের সন্দীপন দাস ১১ রানে তিনটি উইকেট তুলে নিয়ে স্ফুলিঙ্গ কে থামিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও জিতে নেয়।

কাম্বলিকে নিয়ে আবার উদ্বেগ, ঠিক মতো হাঁটতে পারছেন না, কথাও বলতে পারছেন না প্রাক্তন ক্রিকেটার

বিনোদ কাম্বলির শারীরিক অবস্থা নিয়ে আবার উদ্বেগ তৈরি হয়েছে। ভারতের প্রাক্তন এই ক্রিকেটার ঠিক মতো হাঁটতে পারছেন না। কথাও ভাল ভাবে বলতে পারছেন না। কাম্বলির জন্য প্রার্থনা করার আবেদন জানিয়েছেন তাঁর ভাই বীরেন্দ্র।

প্রাক্তন ক্রিকেটারের শারীরিক অবস্থার কথা জানিয়েছেন বীরেন্দ্র। গত বছর ২১ ডিসেম্বর অসুস্থ কাম্বলিকে ভর্তি করানো হয়েছিল ঠাণের এক হাসপাতালে। মূত্রনালির সংক্রমণ ধরা পড়েছিল তাঁর। কিছু দিন পর হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও টানা চিকিৎসা চলছে কাম্বলির। বাড়িতেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করা হয়েছে। সমস্যা আগের থেকে কমলেও এখনও সুস্থ নন তিনি। ঠিক মতো কথাও বলতে পারেন না। বান্দ্রার বাড়িতেই চিকিৎসা চলছে কাম্বলির।

এক সাক্ষাৎকারে বীরেন্দ্র বলেছেন, "দাদা এখন বাড়িতে আছে। আগের থেকে অনেক স্থিতিশীল। কথা বলতে এখনও সমস্যা হয়। সম্পূর্ণ সুস্থ হতে বেশ সময় লাগবে। তবে আমার দাদা চ্যাম্পিয়ন। আবার স্বাভাবিক, সুস্থ জীবনে ফিরে আসবেই। আশা করছি, কিছু দিন পর থেকে স্বাভাবিক ভাবে হাঁটতে পারবে। হয়তো দৌড়তেও পারবে। দাদার উপর আমার বিশ্বাস রয়েছে। আমার আশা, আপনারা সবাই আবার ওকে মাঠে দেখতে পাবেন।"

কাম্বলিকে হাসপাতালে কেন ভর্তি করানো হয়েছিল তা নিয়ে বীরেন্দ্র বলেছেন, "১০ দিনের একটা রিহ্যাব ছিল। ওর গোটা শরীর পরীক্ষা করা হয়েছে। মস্তিষ্কের স্ক্যান করা হয়েছে। মূত্রনালির সংক্রমণের পরীক্ষা হয়েছে। সব পরীক্ষার ফলই মোটের উপর ভাল। সমস্যা এখন অনেক কম। তবে এখনও নিজে ঠিক মতো হাঁটতে পারছে না। চিকিৎসকেরা ফিজিয়োথেরাপি করানোর পরামর্শ দিয়েছেন।

এখনও কথা জড়ালেও আগের থেকে অনেক কম। ধীরে হলেও ক্রমশ সুস্থ হয়ে উঠছে দাদা। আপনাদের অনুরোধ করব, দাদার জন্য একটু প্রার্থনা করুন। ওর পাশে থাকুন। আপনাদের ভালবাসা এবং সমর্থন প্রয়োজন ওর।"

গত বছর ডিসেম্বরে অনেক দিন পর একটা অনুষ্ঠানে বিনোদ কাম্বলিকে প্রকাশ্যে দেখা যায়। কাম্বলির শারীরিক পরিস্থিতি দেখে চমকে গিয়েছিলেন ক্রিকেটপ্রেমীরা। প্রয়াত ক্রিকেট কোচ রমাকান্ত আচরেকরের একটি স্মৃতিসৌধ উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত ছিলেন তাঁর দুই প্রিয় ছাত্র কাম্বলি এবং সচিন তেন্ডুলকর। বাল্যবন্ধুর কাছে গিয়ে কথাও বলেন সচিন। কিন্তু সেই অনুষ্ঠানে কাম্বলিকে দেখেই বোঝা গিয়েছিল তিনি গুরুতর অসুস্থ।

পরে জানা যায় শুধু শারীরিক ভাবেই নয়, আর্থিক ভাবেও ধুঁকছেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন সদস্য। তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেন প্রাক্তন ক্রিকেটার, রাজনৈতিক নেতা-সহ বেশ কিছু মানুষ। তার পরই কাম্বলিকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছিল।

ভারতের হয়ে ১৭টা টেস্ট এবং ১০৪টে এক দিনের ম্যাচ খেলেছেন কাম্বলি। উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপনের জন্য দ্রুত হারিয়ে যান ২২ গজের দুনিয়া থেকে। তাঁকে একাধিক বার স্বাভাবিক জীবনে ফেরানোর চেষ্টা করা হলেও তেমন লাভ হয়নি।

বিশ্ব কুস্তিতে আবার 'দঙ্গলকন্যা' উপহার দিল ভারত, বাবার স্বপ্নপূরণ করে বিশ্বজয়ী অষ্টাদশী তপস্যা

ছোটবেলা থেকেই প্রপিতামহ চৌধরি হাজারি লালের কাহিনি শুনে বড় হয়েছিলেন তপস্যা। শুনেছেন, কী ভাবে তাঁর বাবার ঠাকুর্দা হরিয়ানার ঝাজ্জরের খানপুর কালান গ্রামে দঙ্গলে দাপট দেখাতেন। বাবার ইচ্ছে ছিল, তপস্যাও নামকরা কুস্তিগির হবেন। সেই স্বপ্নপূরণ হল বুধবার। অনূর্ধ-২০ বিভাগে বিশ্বসেরা হলেন তপস্যা। বুলগেরিয়ার সামাকভে ৫৭ কেজি বিভাগে ফাইনালে হারালেন নরওয়ের ফেলিসিতাস দোমাজেভাকে।

ঠাকুর্দার গল্প শুনে তপস্যার বাবা পরমেশ গহলোতও কুস্তিগির হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু একটা পর্যায়ের পর সফল হননি। চেয়েছিলেন মেয়ে তপস্যাকে কুস্তিগির করে তুলতে। তার জন্য আত্মীয়দের কটাক্ষও শোনেন। তবু থামেননি। সেই আস্থার মান রেখেছেন তপস্যা। উল্লেখ্য, ভারতের দঙ্গলকন্যা বলে পরিচিত ফোগট বোনেদেরও এ রকমই প্রতিরোধের মুখে পড়তে হয়েছিল, যখন তাঁদের বাবা মহাবীর সিংহ ফোগত কুস্তি শেখাতে শুরু করেছিলেন।

'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'-কে পরমেশ বলেছেন, "আমার ঠাকুর্দা চৌধুরি হাজারি লাল খানপুর কালান গ্রামে কুস্তিগির হিসাবে বিখ্যাত ছিলেন। কুস্তির বিভিন্ন প্যাঁচ নিয়ে আমাদের অনেক শিখিয়েছেন। তপস্যা জন্মানোর পর অনেকেই মেয়ে হয়েছে বলে কটাক্ষ করেছিল। আমি স্কুল গেমসে কুস্তিতে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন ছিলাম। কিন্তু চোটের পর কুস্তি ছাড়ি। বরাবর মেয়েকে কুস্তিগির করার চেষ্টা করেছি। সে ছেলে হোক বা মেয়ে। ন'বছর আগে তপস্যাকে কুস্তি শেখাতে যাওয়ার সময় অনেকেই কটাক্ষ করেছিল। আজ তপস্যা বিশ্বসেরা। যারা সমালোচনা করেছিল তাদের উচিত জবাব দিয়েছে।"

২০১৬-য় স্থানীয় অ্যাকাডেমিতে কুস্তি শিখতে শুরু করেন তপস্যা। তবে পরিকাঠামো ভাল ছিল না। তখন পরমেশ মেয়েকে সোনিপত নিয়ে গিয়ে কুলবীর রানার আখড়ায় ভর্তি করান।

স্ত্রী নবীনা কুমারি শুরুতে বাধা দিলেও পরে মেনে নেন। তবে পরিবার থেকে দূরে রেখে মেয়েকে কুস্তি শেখানোর কারণে অনেকের সমালোচনা শুনতে হয় পরমেশকে।

তিনি বলেছেন, "দেশের হয়ে কিছু করার তাগিদই তপস্যাকে সাফল্য এনে দিয়েছে। কোচ কুলবীর বরাবর বলেছেন মেয়েকে নিয়ে চিন্তা না করতে। উনি নিজের মেয়ের মতোই ভালবাসেন। আমাদের ছেলে দক্ষও কুস্তিগির। তবে তপস্যা যা করেছে তার জন্য কোনও কিছুই যথেষ্ট নয়।"

তপস্যা রাজ্য এবং জাতীয় স্তরে অনেক ট্রফি জিতেছেন। গত বার অনূর্ধ-২০ বিভাগে এশিয়া সেরা হন। ন্যাশনালসে সোনা জিতেছেন। এ বার সিনিয়র বিভাগেও লড়বেন।

বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে তিনি জাপানের সোয়াকা উচিদাকে হারিয়েছেন, যিনি আগের ৪০টা লড়াইয়ে হারেননি। ফাইনালে দোমাজেভাকে হারান, যিনি ১৫ বছর পর নরওয়ের প্রথম কুস্তিগির হিসাবে ফাইনালে উঠেছিলেন।

আরিফ, রোহিতের দারুন পারফরম্যান্স জেসিসি-কে হারিয়ে মৌচাক সেমিফাইনালে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। কষ্টার্জিত জয় পেয়েছে মৌচাক ক্লাব। সহজ ম্যাচ কঠিন করে জিততে হয়েছে। জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে হেরে প্রথমবারের মতো অনূর্ধ ১৮ ক্লাব লীগ ক্রিকেট থেকে বিদায় নিতে হয়েছে। মৌচাক ক্লাব ২ উইকেট এর ব্যবধানে রোমাঞ্চকর জয় ছিনিয়ে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নিয়েছে। এমবিবি স্টেডিয়ামে সকালে যথাসময়ে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে জেসিসি প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ৫০ ওভারের খেলায় ৪৩.১ ওভার খেলে ১৩৫ রানে ইনিংস শেষ করে। জবাবে মৌচাক ক্লাবের বেটারসরা ৪৭.৪ ওভার খেলে আট উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হয়। ব্যাটিংয়ে মৌচাকের সিদ্ধার্থ দেবনাথ এর ৪৮ রান এবং রোহিত বর্মনের ২২ রান জয়ের লক্ষ্যে অনেকটা সাহায্য করেছে। মৌচাকের রোহিত বর্মন ও আরিফ মিয়া তিনটি করে এবং জেসিসির শ্রীমন দেবনাথ দুটি উইকেট পেয়েছিল। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সুবাদে আরিফ মিয়া পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

অনূর্ধ ১৮ ক্লাব ক্রিকেটের সেমিফাইনালে আজ মৌচাক-হার্ভে, চলমান-কসমোপলিটন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ক্লাব লীগ ক্রিকেটের সেমিফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত। আগামীকাল দুই মাঠে দুটি সেমিফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হচ্ছে। প্রথমবারের মতো অনূর্ধ ১৮ ক্লাব লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের ১৪ দলীয় আসর থেকে আজ, বৃহস্পতিবার কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচের শেষে চারটি দল বিজয়ী হয়ে সেমিফাইনালে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। আগামীকাল সকাল পৌনে ৯ টায় এমবিবি স্টেডিয়ামে মৌচাক ক্লাব এবং হার্ভে ক্লাব পরস্পরের মুখোমুখি হবে। এদিকে টি আই টি গ্রাউন্ডে অপর সেমিফাইনালে একই সময়ে চলমান সংঘ এবং কসমোপলিটন ক্লাব পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ২৪ আগস্ট।

পাকাপাকি ঝাঁপ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি আইএসএলের ১১ ক্লাবের, চিঠি কল্যাণকে, এ বারও সই করল না ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান

আলোচনায় সদুত্তর মেলেনি। এ বার সরাসরি সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে সতর্ক করার রাস্তায় হাঁটল আইএসএলের ১১টা ক্লাব। চিঠি পাঠিয়ে তারা জানিয়ে দিল, দ্রুত ভারতীয় ফুটবলের অচলাবস্থা না মিটলে পাকাপাকি ভাবে ক্লাব উঠিয়ে দেবে তারা। সভাপতি কল্যাণ চৌবেকে চিঠি পাঠিয়ে এ কথা জানিয়েছে তারা। এই চিঠিতেও ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগান সই করেনি।

চিঠিতে ক্লাবগুলো জানিয়েছে, আইএসএলের আয়োজক এফএসডিএল এবং ফেডারেশনের মধ্যে মাস্টার রাইট এগ্রিমেন্ট বা এমআরএ সই না হওয়ার ফলে ভারতীয় ফুটবল পঙ্গু হয়ে গিয়েছে। তারা লিখেছে, "গত ১১ বছর ধরে নিয়মিত বিনিয়োগ এবং সম্মিলিত প্রয়াসের ফলে ক্লাবগুলো যুব ফুটবলের উন্নয়ন, অনুশীলনের পরিকাঠামো, ফুটবলের প্রচার করে চলেছে। পেশাদার ক্লাবগুলো জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে

পোলস্টারের আয়ুষের ব্যাটিং কাজে এলো না সুজিতের দুর্দান্ত বোলিংয়ে চলমান শেষ চারে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পোলস্টারকে হারিয়ে চলমান সংঘও সেমিফাইনালে পৌঁছেছে। আয়ুষ দেবনাথ এর অধিনায়কোচিত ব্যাটিং এবং অপরাজিত ৯৭ রান সংগ্রহ শেষ পর্যন্ত কাজে আসেনি। চলমান সংঘের সুজিত, রাকেশ ও শঙ্খনীলের দুর্দান্ত বোলিং মুখ্যত দলকে জয় এনে দেয়। খেলা ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ আন্ত: ক্লাব লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট। বামুটিয়ায় তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে চলমান সংঘ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত পঞ্চাশ ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ২৫৬ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে অর্ঘ্যদীপ চৌধুরীর ৬৩ রান এবং অর্কজিত পালের ৪১ রান উল্লেখযোগ্য। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে পোলস্টারের আয়ুষ দেবনাথ দুর্দান্ত ব্যাট চালিয়ে দলকে অনেকটা এগিয়ে আনলেও অন্যদের ব্যর্থতায় শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি। আয়ুষ ১০৪ বল খেলে ছয়টি বাউন্ডারি ও পাঁচটি ওভার বাউন্ডারি হাকিয়ে ৯৭ রান সংগ্রহ করেছিল অপরাজিত ভূমিকায় ৯৭ রান সংগ্রহ করে দলকে জয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে আনছিল। কিন্তু অন্যদের ব্যর্থতায় শেষ রক্ষা সম্ভব হয়নি। ওপেনার সুভ্রজিত সাহা ২৫ রান সংগ্রহ করেছিল। টেল এন্ডার পাঁচজন পরপর শুন্য রানে আউট হলে পোলস্টারের আশা জলে মিশে যায়। চলমানের সুজিত ঋষি দাস ৪৪ রানে পাঁচটি, রাকেশ রুদ্র পাল ২৭ রানে তিনটি এবং শঙ্খনীল সেনগুপ্ত ২৯ রানে দুটি উইকেট পেয়েছে। দুর্দান্ত বোলিংয়ের স্বীকৃতি হিসেবে সুজিত ঋষি দাস পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

গ্যালারি থেকে মেসি দেখলেন মাচেরানোর লাল কার্ড, সুয়ারেজের জোড়া গোল ও মায়ামির জয়

একজনের অনুপস্থিতিতে আরেকজন তাঁর কাজটা করে দেন। যেমন ধরুন লুইস সুয়ারেজ। লিওনেল মেসি তাঁর মাঠের জুটি, জীবনের বন্ধুও। ইদানীং শোনা যাচ্ছে, অবসরও নিতে চান মেসির সঙ্গেই। সেই মেসি আজ ফ্লোরিডার চেজ স্টেডিয়ামে লিগস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে বসে ছিলেন গ্যালারিতে। মাঠে তাঁর কাজটা করে দিয়েছেন সুয়ারেজ। উরুগুয়ে কিংবদন্তি বাইরে থাকলে মেসিও একই কাজ করতেন।

বন্ধু ও সতীর্থ মেসিকে গ্যালারিকে সাক্ষী রেখে মাঠে পেনাল্টি থেকে সুয়ারেজ করেছেন জোড়া গোল। মেক্সিকান ক্লাব তিগ্রেস ইউএএনএলকে ২-১ গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছে ইন্টার মায়ামি।

মাংসপেশিতে 'ছোটখাটো' চোটের কারণে ম্যাচটি খেলতে পারেননি মেসি। এই চোট অবশ্য নতুন না। ২ আগস্ট লিগস কাপে গ্রুপ পর্বের নেকাক্সার বিপক্ষে ম্যাচে মাংসপেশিতে চোট পান। দুই সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকার পর গত শনিবার এমএলএসে লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সির বিপক্ষে মায়ামির ৩-১ গোলের জয়ে বদলি হয়ে নেমে গোল করার পাশাপাশি গোল করানও। সেই ম্যাচ শেষে মায়ামি কোচ হাভিয়ের মাচেরানো সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন, শতভাগ স্বস্তি নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারেননি মেসি। অর্থাৎ মাংসপেশির চোট থেকে পুরোপুরি সেরে ওঠেননি। তাঁকে পর্যবেক্ষণে রেখেছিল মায়ামি।

মেসি এর মধ্যে আলাদা অনুশীলন করেছেন। আর আজ ম্যাচের দিন স্টেডিয়ামে এসেছিলেন সাদা টি-শার্ট পরে। তাঁর ভক্তরা তখনই বুঝে ফেলেন, আর্জেন্টাইন কিংবদন্তিকে আজ মাঠে নয়, গ্যালারিতে দেখা যাবে। তবে মাঠে অধিনায়ক না থাকলেও দুই অর্ধে দুটি গোল করে কোনো বিপদ হতে দেননি সুয়ারেজ।

তিগ্রেস ডিফেন্ডার হাভিয়ের আকুইনো নিজেদের বক্সে হ্যান্ডবল করায় ২৩ মিনিটে পেনাল্টি পায় মায়ামি। ডান পোস্টঘেঁষা শটে গোল করেন সুয়ারেজ। তবে ১-০ গোলে এগিয়ে প্রথমার্ধ শেষ করলেও মায়ামি এ সময় অস্বস্তি নিয়ে মাঠ ছেড়েছে। সতীর্থের সঙ্গে সংঘর্ষে চোট পান মায়ামির ডিফেন্ডার জর্দি আলবা। প্রথমার্ধ শেষে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে মাঠ ছেড়েছেন। আর ফেরেননি।

ফেরেননি মাচেরানোও। বিরতির সময় লাল কার্ড দেখে ছাড়তে হয় ডাগআউট। প্রথমার্ধে বেঁধে দেওয়া যোগ করা সময় শেষ হওয়ার পরও খেলা চালিয়ে যাওয়ায় অফিশিয়ালদের মঙ্গে বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়ার শাস্তি পেয়েছেন মেসির সাবেক জাতীয় দল সতীর্থ ও মায়ামির এই কোচ। লাল কার্ড দেখে দলের ডাগআউটের ওপরে ভিআইপি সিটে চলে যান মাচেরানো।

তাঁর জায়গায় ডাগআউটে দায়িত্ব নেন সহকারী কোচ লিয়ান্দ্রো স্তিলিতানো। সেমিফাইনালে মাচেরানোকে ডাগআউটে পাবে না মায়ামি।

তবে ভিআইপি সিট থেকেও সহকারী কোচকে নির্দেশনা দিয়ে গেছেন আর্জেন্টিনার সাবেক এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার। যদিও এই টুর্নামেন্টের নিয়ম অনুযায়ী কোচ লাল কার্ড দেখার পর গ্যালারিতে বসে ম্যাচ দেখতে পারবেন, কিন্তু দলকে নির্দেশনা দিতে পারবেন না। লিগস কাপের প্রেস অফিশিয়াল জানিয়েছেন, তাঁকে চুপ করে থাকতে বলা হয়। পরে টিভি ফুটেজে দেখা গেছে, আরেক সহকারী কোচ লুকাস রদ্রিগেজ পাগানোর সঙ্গে ফোনে কথা বলছিলেন মাচেরানো।

মেসি ও মাচেরানো দুজনেই গ্যালারি থেকে দেখলেন, ৬৭ মিনিটে মায়ামির গোল হজম এবং সেই কাজটা করলেনও এক আর্জেন্টাইন। তিগ্রেসের আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড আনহেল কোরেয়া গোল করে ক্লাবটিকে সমতায় ফেরান। মেসির জাতীয় দল সতীর্থের এই গোল অবশ্য বেশিক্ষণ কাজে আসেনি। নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার ৩ মিনিট আগে ভিএআরে ধরা পড়ে, তিগ্রেসের বক্সে আবারও হ্যান্ডবলের 'অপরাধ' করেছেন আকুইনো, তাই আবারও পেনাল্টি পায় মায়ামি এবং আবারও ডান পোস্টঘেঁষা শটে গোল করেন সুয়ারেজ।

ম্যাচের শেষ দিকে টাইগ্রেসের এডগার লোপেজের হেড পোস্টে লেগে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হলে ফলটা অন্য রকম হতে পারত। অরল্যান্ডো সিটি ও তোলুকার বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচজয়ী দলের বিপক্ষে সেমিফাইনালে মাঠে নামবে মায়ামি। দুই ফাইনালিষ্ট ও তৃতীয় স্থান নির্ধারণী ম্যাচে জয়ী দল কনকাক্যাফ চ্যাম্পিয়নস কাপে খেলার যোগ্যতা অর্জন করবে। লিগস কাপে শিরোপাজয়ী দল সরাসরি চ্যাম্পিয়নস কাপের শেষ ষোলোয় খেলবে।

এশিয়া কাপ থেকে নাম তুলে নিল পাকিস্তান, একই পথে আরেক দেশও

সম্ভাবনা ছিলই। জল্পনায় সিলমোহর দিয়ে ভারতে আয়োজিত এশিয়া কাপ হকি থেকে নাম তুলে নিল পাকিস্তান। একই সিদ্ধান্ত নিয়েছে ওমানও। দুই দেশেরই দাবি, নিরাপত্তা সংক্রান্ত কারণেই ভারতে খেলতে আসতে চায়নি তারা। তাই এই দুই দেশকে বাদ দিয়েই বুধবার ঘোষিত হয়েছে এশিয়া কাপ হকির সূচি।

আগামী বছর নেদারল্যান্ডস এবং বেলজিয়ামে বসতে চলেছে বিশ্বকাপের আসর। তার আগে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্ব এই এশিয়া কাপ। তবে পহেলগাঁও হামলা এবং অপারেশন সিঁদুরের পর থেকেই প্রশ্ন ওঠে, ভারতের মাটিতে কি খেলতে আসবে পাক দল? শেষ পর্যন্ত ভারত সরকার পাক দলকে ভিসা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিদেশমন্ত্রক। কিন্তু ভিসা পাওয়ার পর বেঁকে বেসেছে পাকিস্তানই। পাক হকি ফেডারেশনের তরফে হকি ইন্ডিয়াকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা ভারতে দল পাঠাতে পারছে না। সে দেশের সরকারও নাকি ভারতের অনুরূপ অবস্থান নিয়েছে। পাকিস্তানও ভারতে কোনওরকম দল পাঠাতে নারাজ। যার ফলে এশিয়া কাপে খেলা হচ্ছে না পাকিস্তানের। একই পরিণতি ওমানেরও। হকি ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট দিলীপ কুমার তিরকে জানিয়েছেন, ভারত চেয়েছিল পাকিস্তান খেলতে আসুক। কিন্তু পাক ব্রিগেড নিজেরাই না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাকিস্তানের পরিবর্তে খেলবে বাংলাদেশ। অন্যদিকে ওমানের পরিবর্ত হিসাবে এশিয়া কাপে সুযোগ পেয়েছে কাজাখস্তান। ২৯ আগস্ট থেকে ৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে এই প্রতিযোগিতা। দু'টি পুলে ভাগ করা হয়েছে আটটি দলকে।

চিনের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে এশিয়া কাপ অভিযান শুরু করবে ভারত। এছাড়াও মেন ইন ব্লুর প্রতিপক্ষ জাপান এবং কাজাখস্তান। দু'টি পুলের প্রথম দুইয়ে থাকা দল চলে যাবে সুপার ফোরে। সেখান থেকে সেরা দুই দলের মধ্যে ফাইনাল খেলা হবে। সূচি ঘোষণার দিনই ঘোষিত হয়েছে ভারতীয় দলও। অভিজ্ঞ ড্র্যাগ ফ্লিকার হরমনপ্রীত সিংয়ের নেতৃত্বে খেলবে ১৮ সদস্যের ভারতীয় দল।

এক বল বাকি থাকতে জয়, অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে এক দিনের সিরিজ ভারত 'এ' দলের, ব্যাটে-বলে নায়ক রাধা

টি-টোয়েন্টি সিরিজ হারলেও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এক দিনের সিরিজ জিতে নিলেন ভারত এ দলের মহিলারা। ব্যাটিং এবং বোলিং দুই বিভাগেই ভাল খেলে অস্ট্রেলিয়া 'এ'-কে দ্বিতীয় এক দিনের ম্যাচেও হারিয়ে দিল ভারত 'এ'। ব্রিসবেনের ইয়ান হিলি ওভালে ২ উইকেটে জিতেছে ভারত। নজর কেড়েছেন অধিনায়ক রাধা যাদব। বোলিংয়ের পাশাপাশি ব্যাটিংও ভাল করেছেন তিনি। এখনও সিরিজের একটা ম্যাচ বাকি।

টি-টোয়েন্টি সিরিজের তিনটে ম্যাচেই হেরেছিল ভারত। এক দিনের সিরিজে বদলা নিল তারা। ২৬৬ রান তাড়া করতে নেমে শুরুতেই শেফালি বর্মা এবং ধারা গুজ্জরকে হারিয়েছিল ভারত। ২০ রানে ২ উইকেট পড়ে গিয়েছিল। ভাল খেলতে পারেননি তেজল হাসবনিশ (১৯), রাঘবি বিস্ত (১৪)।

সেখান থেকে খেলা ধরেন যস্তিকা ভাটিয়া। ৭১ বলে ৬৬ রান করেন তিনি। সঙ্গে পান রাধাকে। দু'জনে মিলে ৬৮ রানের জুটি গড়েন।

ডিগ্রির পাশাপাশি সহপাঠ কার্যকলাপও সমান জরুরি ঃ কৃষি মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট: শুধুমাত্র ডিগ্রি অর্জন করলেই হবে না, ছাত্রছাত্রীদের পাশাপাশি সহপাঠ কার্যকলাপে যুক্ত হতে হবে এবং সর্বাগ্রে ভালো মানুষ হতে হবে। আজ মোহনপুর বিধানসভা এলাকায় মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে একথা বলেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

মন্ত্রী আরো বলেন, ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজি ও বিজ্ঞান শিখতে হবে, যাতে তারা দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা অর্জন করতে পারে। চাকরি না থাকলেও শিক্ষার্থীরা যেন রোজগারের পথ বের করতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দও একই কথা জোর দিয়ে বলেছিলেন।

তিনি উল্লেখ করেন, একসময় মোহনপুর বিধানসভায় কেবলমাত্র একটি বিদ্যালয় ছিল যেখানে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা হতো। এরপর তাঁকে আগরতলায় গিয়ে পড়াশোনা চালিয়ে যেতে হয়েছিল। তখন শিক্ষার পরিকাঠামো এত উন্নত ছিল না।

মন্ত্রী বলেন, স্বামীজির বাণী অনুযায়ী, মেয়েদের অবশ্যই এমন কিছু শিখতে হবে যাতে তারা জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। মেয়েদের শিক্ষিত করা হলে তারা নিজেদের সমস্যার সমাধান নিজেরাই করতে পারবে।

তিনি আরও বলেন, নিজের ক্যারিয়ার ও জীবন কিভাবে গড়ে তুলবেন তা আপনাকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। শিক্ষকরা আপনার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবেন না। আজকের দিনে জ্ঞানই সবচেয়ে বড় শক্তি। যে দেশে সবচেয়ে বেশি জ্ঞান, সেই দেশই সবচেয়ে উন্নত দেশ। বর্তমানে জ্ঞান নিয়ে প্রতিযোগিতা চলছে। একসময় কোনো শিক্ষা নীতি ছিল না, এখন আমাদের নতুন শিক্ষা নীতি আছে যা ইতিমধ্যে ১১টি দেশ গ্রহণ করেছে। যদি কেউ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইপিএস বা আইএএস হন কিন্তু ভালো মানুষ না হন, তবে তার কোনো মূল্য নেই।

তিনি বলেন একসময় মানুষের মধ্যে ধারণা ছিল যে ডাক্তার বেকার হতে পারে? এমন মানসিকতা রাজ্য ও দেশকে বহুদিন ধরে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। একজন ছাত্রছাত্রীকে অবশ্যই ভালো মানুষ হতে হবেআধ্যাত্মিক, আবেগপ্রবণ ও আত্মনির্ভরশীল। মন্ত্রীর কথায়, 'সমস্ত শক্তি তোমাদের ভেতরেই আছে। তোমরা চাইলে সব কিছু করতে পারবে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারলেই প্রকৃত শিক্ষা অর্জন হবে। ডিগ্রির পাশাপাশি সহপাঠ কার্যকলাপও জরুরি।'

গ্রাহকের প্রাপ্ত অর্থ ফেরত দিচ্ছে না মাইক্রোফাইন্যান্স কোম্পানি, প্রতারণার অভিযোগে গ্রাহকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট:এবার আশীর্বাদ মাইক্রোফাইন্যান্স লিমিটেড খোয়াই শাখার বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগ তুললেন এক গ্রাহক। অভিযোগ বিগত দুই বছর ধরে টাকা না দিয়ে উল্টো গ্রাহককে হয়রানি করা হচ্ছে।

গোটা রাজ্যে একটা সময়ে ব্যাঙের ছাতার মত গড়ে ওঠা চিটফান্ড কোম্পানিগুলোর মত বর্তমানে সাধারণ গ্রাহকদের লোনের প্রলোভন দেখিয়ে লুটের বাণিজ্য চালাচ্ছেন কিছু বেসরকারি কোম্পানি। এমন একটি প্রতারণার ঘটনার অভিযোগ উঠেছে আশীর্বাদ মাইক্রো ফাইন্যান্স লিমিটেড খোয়াই শাখার বিরুদ্ধে।

প্রতারিত খোয়াই শাখার গ্রাহক মৃত গীতা রাউতের ছেলে কিরণ রাউত জানান, বিগত দুই বছর ধরে প্রতারিত হয়ে আসছেন আশীর্বাদ মাইক্রো ফাইন্যান্সের খোয়াই শাখা থেকে। মূলত আশীর্বাদ মাইক্রো ফাইন্যান্স গ্রাহকদের পলিসি লোন দেওয়ার সময় বলে যদি পলিসি চলাকালীন সময় গ্রাহক মারা যায়, তবে বিমা বাবদ ৬০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। গ্রাহক গীতা রাউৎ এবং উনার স্বামী প্রায় দুই মাস ব্যবধানে মারা যান। এর পরবর্তীতে গ্রাহকের ডেথ সার্টিফিকেট এবং নমিনির ডেথ সার্টিফিকেট এবং ওয়ারিশ সার্টিফিকেট খোয়াই শাখাতে জমা দেন। অভিযোগ যে এরপর আজ টাকা ঢুকবে কাল ঢুকবে এই বলে বিগত প্রায় আড়াই বছর ধরে প্রতারণা করে আসছেন খোয়াই আশীর্বাদ মাইক্রো ফাইন্যান্স।

সব থেকে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, গীতার রাউত মারা যাওয়ার পরও ওনার ডেট সার্টিফিকেট বের করার আগ পর্যন্ত খোয়াই আশীর্বাদ মাইক্রো ফাইন্যান্স কিস্তির টাকা নিয়েছেন। ডেট সার্টিফিকেট অফিসে না জমা দেওয়া পর্যন্ত কিস্তির টাকা চালাতে হবে বলে জানানো হয়। এই গোটা বিষয়টি আজ আশীর্বাদ মাইক্রো ফাইন্যান্সের মৃত গ্রাহকের একমাত্র ছেলে কিরণ রাউত এই তালবাহানা বন্ধ করে প্রাপ্ত অর্থ ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে। যদি টাকা ফেরত না পায় তাহলে প্রশাসনের দ্বারস্থ হওয়ারও হুশিয়ারি দিয়েছে সে।

মাদ্রাসায় ছাত্রের আত্মহত্যার চেষ্টা : গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

আগরতলা, ২১ আগস্ট: বিশালগড় উত্তর রাউৎখলা মাদ্রাসার সপ্তম শ্রেণীর এক ছাত্রের আত্মহত্যার চেষ্টা করার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আজ সকালে ওই ছাত্র গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। বর্তমানে গুরুতর আহত অবস্থায় জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। যদিও মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ আত্মহত্যার বিষয়টি অস্বীকার করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে স্থানীয় সমাজ ও পরিবারের সদস্যদের মধ্যে ব্যাপক উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

জানা গেছে, ওই ছাত্রের আত্মহত্যার চেষ্টা করার পর দ্রুত তাকে উদ্ধার করে প্রথমে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু অবস্থার অবনতি হলে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবিপি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। কর্তব্যরত চিকিৎসক জানিয়েছেন, গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং ছাত্রের শারীরিক অবস্থার সার্বিক পরিস্থিতি খুবই সংকটাপন্ন।

অন্যদিকে, মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষ সংবাদ মাধ্যমে দাবি করেছে, ওই ছাত্র কেবল অসুস্থ বোধ করায় তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে এবং আত্মহত্যার ঘটনা সম্পূর্ণ মিথ্যা। তারা পুরো ঘটনা আড়াল করার চেষ্টা করছে বলে স্থানীয়রা মনে করছেন। প্রশাসনিক অনুসন্ধান হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যা সত্য উদঘাটনে সহায়ক হবে।

এই ঘটনার পেছনে সামাজিক ও শিক্ষাগত নানা কারণ থাকতে পারে বলে বিশ্লেষকরা মনে করছেন। ছাত্রের মানসিক স্বাস্থ্য এবং মাদ্রাসার পরিবেশ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অভিযুক্ত কর্তৃপক্ষের গোপনীয়তা ও ঘটনা লুকানোর চেষ্টা পরিবারের ক্ষোভ বৃদ্ধি করেছে এবং পড়ুয়াদের মনোরোগ বিষয়ক সহায়তা নিশ্চিত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার আহ্বান জানানো হয়েছে।

স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ বিষয়টি তদন্ত শুরু করেছে এবং পরিস্থিতির উপর নজরদারি চালিয়ে আসছে। শিক্ষা ও সমাজের সকল স্তর থেকে সুস্থ ও নিরাপদ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা আবার জোরালোভাবে সামনে এসেছে এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে।

রাবার প্লান্টেশন প্রকল্পে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ, মুখ্যসচিবের দ্বারস্থ গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতি

কৈলাসহর, ২১ আগস্ট : ঊনকোটি জেলার গৌরনগর আরডি ব্লকের অন্তর্গত ঊনকোটি, হীরাছড়া ও দেওড়াছড়া এডিসি ভিলেজে রাবার প্লান্টেশন প্রকল্পে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগ নিয়ে মুখ্যসচিবের দ্বারস্থ হয়েছে গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতি। এ বিষয়ে সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান বদরুজ্জামান জানান, তিনটি ভিলেজে বর্তমানে কোনো ভিলেজ কমিটি না থাকায় রেগা সহ বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের অনুমোদনের দায়িত্ব সমিতির উপর পড়েছে। কিন্তু এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দপ্তরের কিছু আধিকারিক ও স্থানীয় প্রভাবশালী নেতৃত্ব ইচ্ছাকৃতভাবে অনিয়ম করছেন, অভিযোগ বদরুজ্জামানের।

তাঁর দাবি, যেখানে এই তিনটি ভিলেজে মোট পাট্টাধারী পরিবারের সংখ্যা ৭৮৬, সেখানে সুবিধাভোগীর তালিকায় ৭৯৯ জনকে দেখানো হয়েছে। এমনকি, একাধিক পরিবারের সদস্যদের একাধিকবার উপভোক্তা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের বরাদ্দ অর্থ অদলবদল করে অন্য ভিলেজে স্থানান্তর করা হয়েছে।

তাঁর আরও দাবি, জেলা শাসকের নির্দেশে রেগা প্রকল্পের অর্থ ব্লক অফিস থেকে কেটে সরাসরি জোনাল ডেভেলপমেন্ট অফিসে পাঠানো হচ্ছে, যা যথাযথ নয়। ইতিমধ্যে গৌরনগর পঞ্চায়েত সমিতি মুখ্য সচিব ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছে, বলেন তিনি।

তিনি কড়া ভাষায় বলেন, জনজাতি কল্যাণ দপ্তর অর্থের নেশায় দিশাহীন হয়ে উঠেছে। পাহাড়প্রমাণ এই দুর্নীতির তদন্ত অবিলম্বে শুরু করা উচিত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা অতি আবশ্যক।

৬৭ কেজি গাঁজা সহ এক ব্যক্তি গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২১ আগস্ট: সোনামুড়া থানার অন্তর্গত মতিনগর এলাকা থেকে ৬৭ কেজি গাঁজা সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জানা গেছে বৃহস্পতিবার দিন বিএসএফের ৫১ নং ব্যাটালিয়ন এবং পুলিশ যৌথ অভিযান চালিয়ে এই সফলতা পায়। ফের সোনামুড়া থানা এলাকা থেকে গাঁজা সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

স্বামীর শরীরে অ্যাসিড ঢেলে খুনের চেষ্টা স্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ আগস্ট: স্বামীর শরীরে অ্যাসিড ঢেলে খুনের চেষ্টা স্ত্রী'র। ঘটনা বাগবাড়ি থেকে চানপুর কলোনি যাওয়ার পথে টক্করনগর এলাকায়। বর্তমানে অভিযুক্ত মহিলাকে গ্রেফতারের দাবিতে সিধাই থানাতে ডেপুটেশন দিয়েছেন গ্রামবাসী। গতকাল রাতে বাগবাড়ি থেকে চানপুর কলোনি যাওয়ার পথে টক্করনগর এলাকায় বাইকের পেছনে থাকা স্ত্রী সুমিত্রা দেববর্মা তার স্বামীর মাথায় এসিড ঢেলে দেয় বলে অভিযোগ। এরপর থানায় এফআইআর করার পরেও পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করেনি। এই ঘটনাকে সামনে রেখে আজ অভিযুক্তকে গ্রেফতারের দাবিতে শিবাজী দেববর্মার পাড়া ও বাগবাড়ির লোকেরা সিধাই থানায় এসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

পরবর্তীতে সিধাই থানার পক্ষ থেকে অভিযুক্ত স্ত্রীকে গ্রেফতারের আশ্বাস দিলে শান্ত হয় গ্রামবাসী। জানা যায়, সুমিত্রা দেববর্মার স্বামী শিবাজী দেববর্মা স্ত্রীকে একটি মোবাইল দিয়ছিল তারপর সুমিত্রা দেববর্মা এই মোবাইলের মাধ্যমে পরকীয়া জড়িয়ে পড়ে।

শান্তিরবাজার জল নিকাশী ব্যবস্থায় বড় পদক্ষেপ, গড়করিকে ধন্যবাদ বিপ্লবের

আগরতলা, ২১ আগস্ট : শান্তিরবাজার বাজার এলাকার দুই পাশে আরসিসি ড্রেন নির্মাণের প্রস্তাব অবশেষে অন্তর্ভুক্ত হলো উদয়পুর-সাব্রুম জাতীয় সড়ক (এনএইচ-০৮)-এর বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায়। আজ এ বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গডকরিকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব।

প্রসঙ্গত, গত ১ জুলাই শান্তিরবাজার মহকুমার অন্তর্গত শান্তিরবাজার বাজার এলাকায় পরিকল্পিত ও টেকসই জল নিকাশী ব্যবস্থার দাবিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গডকরিকে চিঠি লিখেছিলেন সাংসদ বিপ্লব দেব। ওই এলাকাটি বর্ষাকালে জলাবদ্ধতায় ভোগে। যার ফলে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাহত হয় বলে ওই চিঠিতে উল্লেখ করেছিলেন তিনি।

আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দপ্তর থেকে জানানো হয়েছে, ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনার আওতায় উদয়পুর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত জাতীয় সড়ক ৮-এর সম্প্রসারণ ও মজবুত করার কাজের সঙ্গে সঙ্গে শান্তিরবাজার বাজার এলাকার (কেএম ৮২.০৯০ থেকে কেএম ৮২.৮৪০ পর্যন্ত) আরসিসি ড্রেন নির্মাণ প্রকল্পটিও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই ঘোষণার পরই সাংসদ বিপ্লব দেব সামাজিক মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে লেখেন, শান্তিরবাজার এলাকার দীর্ঘদিনের জল নিকাশী সমস্যার সমাধানে বড় পদক্ষেপ এটি।

আমার অনুরোধে ইতিবাচক সাড়া দেওয়ায় কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন মন্ত্রী নীতিন গডকরিকে অন্তর থেকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ওই এলাকার সাধারণ মানুষ অনেকটাই স্বস্তি পাবেন।

স্থানীয়দের মতে, শান্তিরবাজার বাজার অঞ্চলে সড়কের দুই পাশে উপযুক্ত নিকাশি ব্যবস্থা না থাকার কারণে বর্ষাকালে রাস্তায় জল জমে যায়। যার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য ও যান চলাচল মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়। নতুন ড্রেন নির্মাণ হলে সেই সমস্যা অনেকটাই লাঘব হবে বলে আশাবাদী এলাকাবাসী।

একটি দীর্ঘদিনের দাবি এবার সরকারি পরিকল্পনায় স্থান পাওয়ায় এলাকাবাসী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন। প্রকল্পের দ্রুত বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছেন শান্তিরবাজারের জনগণ। কেন্দ্র ও রাজ্যের যৌথ প্রচেষ্টায় এই উন্নয়নমূলক কাজের সাফল্য ভবিষ্যতের অন্যান্য দাবি পূরণের পথ সুগম করবে বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকরা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas